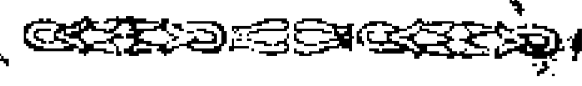
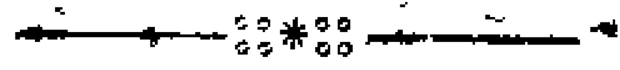
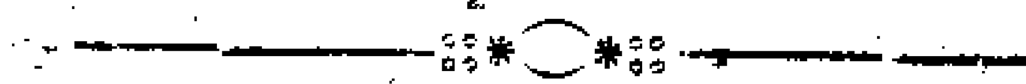
বৃহৎ অদ্ভুত-রামায়ণ।



মহর্ষি বাল্মীকি বক্তা ও ঋষিপ্রবর
ভরদ্বাজ শ্রোতা।



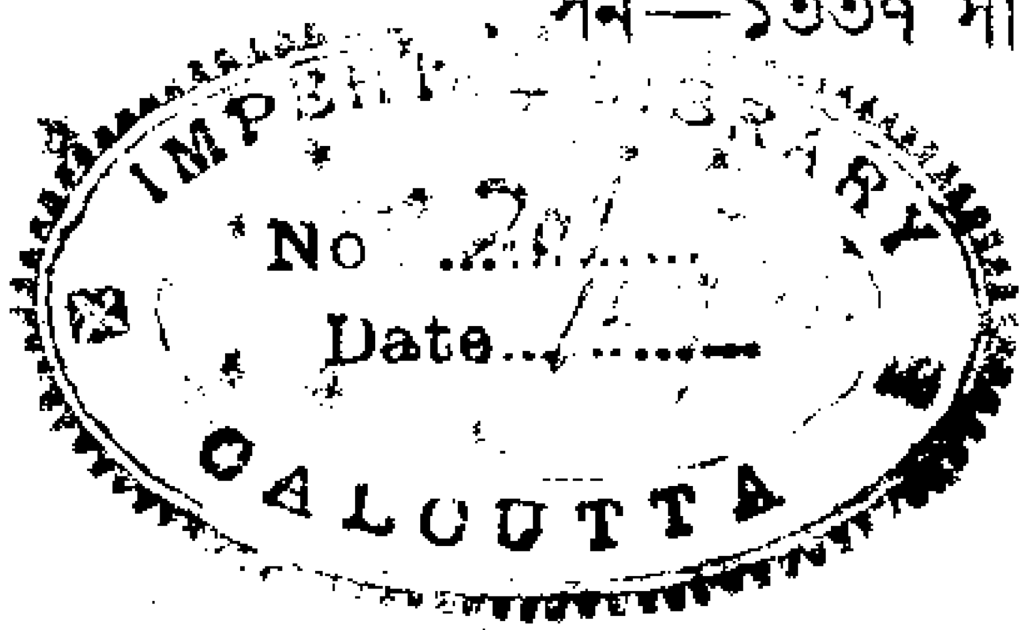
"জানকী প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিভূতা মহাগুণা।
তপঃসিদ্ধিঃ স্বর্গসিদ্ধি ভূর্তিভূর্তিমতাং সতী॥"



দ্বিতীয় সংস্করণ।

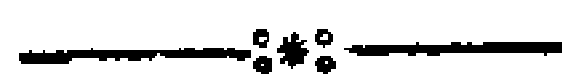
প্রকাশক—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র শীল
৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন—১৩৩৭ সাল।



মূল্য ।৹ আট আনা।

সূচীপত্র।

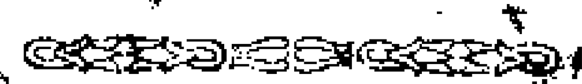


প্রথম খণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

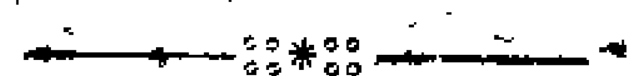
দ্বিতীয় খণ্ড।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বৃহৎ অদ্ভুত-রামায়ণ।



মহর্ষি বাল্মীকি বক্তা ও ঋষিপ্রবর
ভরদ্বাজ শ্রোতা।



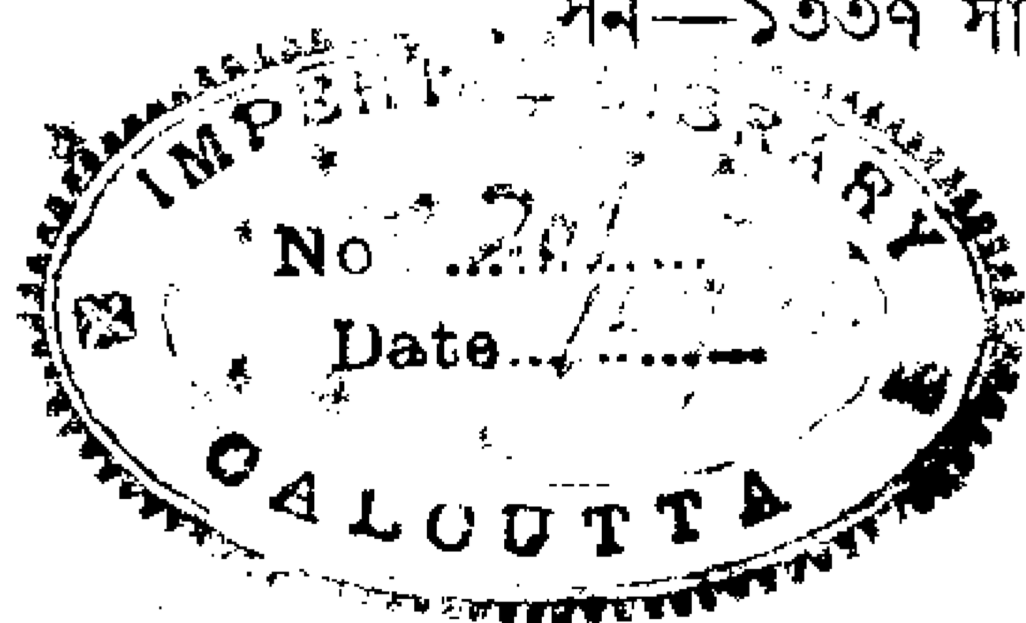
"জানকী প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিভূতা মহাগুণা।
তপঃসিদ্ধিঃ স্বর্গসিদ্ধি র্ভূতির্ভূতিমতাং সতী॥"



দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র শীল
৪০নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন—১৩৩৭ সাল।



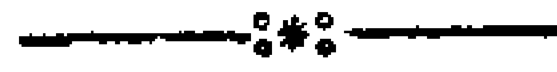
মূল্য ৷৹ আট আনা।

২৭।৫ নং তারক চাটার্জ্জীর লেন, কলিকাতা।

অক্ষয় প্রেসে

শ্রীনন্দলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।



বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শ্রীকৃষ্ণের গানবন্ধুর নিকট যাইতে নারদকে আদেশ ও নারদের গানবন্ধুর নিকট গমন কথন	৪২
গানবন্ধুর নিকট নারদের আত্মদুঃখ প্রকাশ	৪৪
বাল্মীকির প্রতি ভরদ্বাজের প্রশ্ন	৪৭
হরিভক্তদ্বেষী রাজার মৃত্যু ও তৎপরকালকথা বর্ণন	৪৮
বাল্মীকির প্রতি ভরদ্বাজের উত্তর	৫১
হরিমিত্র বিপ্রের ভুবনেশ রাজার প্রতি ক্ষমা প্রকাশ	৫২
নারদের প্রতি গানবন্ধুর পুনর্ব্বার উপদেশ	৫৪
নারদের গানবন্ধুর নিকট গান শিক্ষা	৫৫
নারদের তুম্বুরু আলয়ে গমন ও রাগ রাগিণীগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া আক্ষেপ	৫৮
নারদের নানাস্থানে ভ্রমণ ও গন্ধর্ব্বদিগের নিকট গানাদি শিক্ষা	৬০
জানকী কিরূপে ঋষিশোণিত হইতে রাক্ষসীগর্ভে সম্ভূতা হইয়াছিলেন তাহার বিশেষ বিবরণ	৬৪
রাবণের মুনিরক্ত গ্রহণ বৃত্তান্ত	৬৬
মন্দোদরীর মুনিরক্ত পান ও সীতাকে গর্ভে ধারণ কথন	৬৮
জনকরাজের সীতা প্রাপ্তি কথন	৭০
পরশুরামের দর্পচূর্ণ কথন	৭২
রামসীতার অযোধ্যায় গমন	৭৫
রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে অবস্থান কথন	৭৭
রামচন্দ্র সহ হনুমানের পরিচয়	৭৯
রামচন্দ্রের হনুমান প্রতি নিজ পরিচয় ছলে সারসাংখ্য যোগ কথন	৮১

প্রথম খণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

বৃহৎ অদ্ভুত রামায়ণ।

প্রথম খণ্ড।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
নমস্তস্মৈ মুনীন্দ্রায় শ্রীযুক্তায় তপস্বিনে।
শান্তায় বীতরাগায় বাল্মীকায় মহাত্মনে ॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥
জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনো রামঃ।
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥

শুন শুন ভক্তগণ করহ শ্রবণ। যখন এ রামায়ণ করিবে পঠন ॥ নর নারায়ণ আর দেবী সরস্বতী। ভক্তিভাবে করিবেক এদের প্রণতি ॥ তৎপরে বাল্মীকি দেব শ্রেষ্ঠ কবিবরে। প্রণাম করিবে তাঁরে একান্ত অন্তরে ॥ তার পরে রামচন্দ্র সহিত লক্ষ্মণে। প্রণিপাত করিবেক হয়ে একমনে ॥ বলভদ্রে শ্রীকৃষ্ণেরে প্রণাম করিবে। তৎপরেতে কৌশল্যাকে যত্নে আরাধিবে ॥ রামপ্রিয়া জানকীরে বন্দনা করিবে। হনুমান মহাবীরে স্মরণ রাখিবে ॥ পরিশেষে ভক্তিভাবে পড় রামায়ণ। এই রামায়ণ হয় পরম কারণ ॥ রামায়ণ পাঠে হয় পাপের খণ্ডন। ইহকালে নানা সুখ ভুঞ্জে সেইজন ॥ অন্তিম কালেতে স্বর্গে গমন করিবে। পিতৃ পিতামহ সহ বৈকুণ্ঠে থাকিবে ॥ একচিত্তে রামায়ণ করিলে শ্রবণ। অনায়াসে ভবপারে যায় সেইজন ॥ দুরন্ত শমনভয় কভু নাহি রয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥

শ্রীরামনামের মাহাত্ম্য।

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন রাম গুণধর। অধম তারণ প্রভু ত্রিলোক-ঈশ্বর ॥ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী প্রভু নারায়ণ। যুগে যুগে অবতার ভক্তের কারণ ॥ ভক্তিতে চণ্ডালে কোল দেন জনার্দ্দন। ভক্তিতে চণ্ডাল অন্ন করিলা গ্রহণ ॥ কাননে পাষাণী ছিল অহল্যা সুন্দরী। পদধূলি দিয়া তারে দিলেন উদ্ধারি ॥ কাষ্ঠ নৌকা স্বর্ণ হৈল চরণ স্পর্শনে। দয়ার সাগর রাম ব্যক্ত ত্রিভুবনে ॥ দুষ্ট দশাননে বধি সীতা উদ্ধারিল। মহা ভক্ত বিভীষণে রাজ্যপদ দিল ॥ অধম জনের প্রভু এই নিবেদন। কৃপা করি ছিন্ন কর ভবের বন্ধন ॥ শমন দমন হয় শ্রীরাম লক্ষ্মণ। সেই পদ ভাব সবে হ'য়ে একমন ॥ যেই পদে সুরধুনী জনম লভিল। সেই পদ সর্ব্বজন করহ সম্বল ॥ উদ্ধারহ ভবসিন্ধু হইয়া সদয়। তব পাদপদ্ম বিনা নাহিক অভয় ॥ তুমি প্রভু দয়াময় দীনের সম্বল। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী দুর্ব্বলের বল ॥ ভব পারাবারে প্রভু তুমিই কাণ্ডারী। তব পাদপদ্ম হয় ভব পারে তরী ॥ এ ভব সমুদ্রে বল আর কেবা তরে। তুমি ভব কর্ণধার ব্যক্ত চরাচরে ॥ ওহে দয়াময় তুমি হইয়া সদয়। উদ্ধার করহ প্রভু অন্তিম সময় ॥ বার বার ডাকি আমি করুণা করিয়া। দেখা দাও নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া ॥ যদি নাহি দেখা দিবে নীরদ বরণ। তবে কেহ তব নাম লবে না কখন ॥ ভবের কাণ্ডারী নাম জানে সর্ব্বজন। পার না করিলে হবে কলঙ্ক রটন ॥ যদি না করিবে পার ভব কর্ণধার। নামেতে কলঙ্ক তব হইবে অপার ॥ শুন ওহে নারায়ণ ভবের কাণ্ডারী। কৃপা ক'রে এ দাসেরে দেহ পদতরী ॥ নতুবা তোমার নামে কলঙ্ক হইবে। ভবের কাণ্ডারী ব'লে কেহ না ডাকিবে ॥ তবে যদি হেন কথা কর মনে মনে। কড়ি না লইলে পার হইবে কেমনে ॥ তবে তব নাম কেন কাঙ্গাল-ঠাকুর। দীনজন প্রতি দয়া করহ প্রচুর ॥ যাদের আছিল কড়ি তারা হৈল পার। ধন নাই কিরূপেতে হব আমি পার ॥ কাঙ্গাল ঠাকুর নাম ধ'রেছ যখন। সর্ব্বজন প্রতি

কাঙ্গাল ঠাকুর নাম তুমি যে ধ'রেছ। কাঙ্গালের দেখে কেন দূরেতে র'য়েছ ॥ ছাড়িব না ছাড়িব না ভবভয়হারী। তব পদ স্মরি আমি যাইব হে তরি ॥ তব নাম একমনে করিলে স্মরণ। কি করিতে পারে তারে দুরন্ত শমন ॥ কেমনে শমন রাজ নিকটে আসিবে। তব নাম শুনে সেই দূরেতে থাকিবে ॥ যমভয়হারী হয় তব মহা নাম। তব নামে মহাপাপী হয় পূর্ণকাম ॥ তব নামরসে যেন ডুবি সর্ব্বক্ষণ। এই বর দেহ প্রভু কমললোচন ॥

গ্রন্থকারের বর্ণনা।

ওরে মন একচিত্তে করহ শ্রবণ। সর্ব্বদা স্মরণ কর রাম জনার্দ্দন ॥ কত শত জন্ম তুমি করি অতিক্রম। পেয়েছ মানবজন্ম দুর্ল্লভ জনম ॥ এরূপ দুর্ল্লভ জন্ম করিয়া গ্রহণ। ভুলেও শ্রীরাম নাম না কর স্মরণ ॥ শ্রীহরি ভজন জন্য আসিলে সংসারে; অনায়াসে ভুলে তুমি রহিলে তাঁহারে ॥ অসার সংসার-নীরে রহিলে ডুবিয়া। পরকালে কিবা হবে দেখনা ভাবিয়া। আমি আমি করি ব্যস্ত আছ সর্ব্বক্ষণ। আমি কেবা সেই অর্থ না কর গ্রহণ ॥ দীনবন্ধু বিনা বন্ধু নাহিক সংসারে। হর্ত্তা কর্ত্তা হন তিনি সংসার ভিতরে ॥ কি জন্যে ভুলিলে তুমি পেয়ে কোন্ ধন। কি জন্যেতে সেই নাম না কর স্মরণ ॥ শ্রীহরির পদ বিনা নাহি অন্য ধন। সে ধনে বঞ্চিত কেন হও মূঢ়মন ॥ শুন শুন ওরে মন করহ শ্রবণ। এখনও সেই নাম করহ স্মরণ ॥ যাঁহার পদেতে জন্মিলেন সুরধুনী। ত্রিভুবনে যাঁর নাম পতিত পাবনী ॥ সেই পদ দিবানিশি করহ স্মরণ। অন্তিমেতে মোক্ষ পদ পাবে মূঢ়মন ॥ হৃদিপদ্মোপরি ধর হরির চরণ। একমনে চিন্তা কর পরম কারণ ॥ ভবক্ষুধা পিপাসাদি সব হবে দূর। অন্তরে আনন্দ তুমি পাইবে প্রচুর ॥ বারিদ-রূপিণী গঙ্গা যাঁর পদতলে। ফুল্লমনে অহর্নিশি যেই পদে খেলে ॥ সেই হরিপাদপদ্ম করহ স্মরণ। অন্তিমেতে মোক্ষপদ পাবে মূঢ়-মন ॥ বিষয়-বাসনা ত্যাগ করহ এখন। আপদের হেতু হয় কামিনী কাঞ্চন ॥ বিষয় বাসনা যদি থাকয়ে মনেতে। কোন-

মতে না পারিবে বিভুকে চিনিতে ॥ তাই বলি ত্যজ মন বিষয়-বাসনা। করোনা করোনা আর আপনা আপনা ॥ হরি কল্পতরু মূল করহ আশ্রয়। অবশ্য হইবে মুক্ত জানহ নিশ্চয় ॥ ভক্ত-শ্রেষ্ঠ ছিল পরীক্ষিৎ নরবর। হরিপদে সমর্পিল নিজের অন্তর ॥ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা হয় সে সময়। বসি ভাগীরথী-তীরে চিন্তে সদুপায় ॥ ভক্তি জোরে হরিপদ লভিল রাজন। দেহ অন্তে সুরপুরে করিল গমন ॥ মহাভক্ত ছিল পরীক্ষিৎ নরবর। মাতৃগর্ভ মধ্যে হয় হরির গোচর ॥ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা হইল যখন। মুক্তির উপায় হরি করিল তখন ॥ শুকদেব গোস্বামীরে দেন পাঠাইয়া। মুক্তি করিলেন হরিকথা শুনাইয়া ॥ পরীক্ষিতের মুক্তিপদ প্রদান করিল। গঙ্গাতটে নরবর জীবন ত্যজিল ॥ তাই বলি ওরে মন হরিপদ ভজ ॥ সর্ব্বত্যাগী সেই হরি পদযুগে মজ ॥

বাল্মীকির প্রতি ভরদ্বাজের প্রশ্ন।

তমসাতীরনিলয়ং নিলয়ং তপসাং গুরুম্।
বচসাং প্রথমং স্থানং বাল্মীকিং মুনিপুঙ্গবম্ ॥
বিনয়াবনতো ভূত্বা ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
অপৃচ্ছৎ সম্মতঃ শিষ্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটো বশী ॥

তমসার তীরস্থিত সুন্দর কানন। হেরিলে কানন-শোভা মুগ্ধ হয় মন ॥ শ্রেণীমত নানা বৃক্ষ শোভে চারিধারে। শাখা পত্র লতা সব ফুল ফলভরে ॥ সৌরভেতে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে অলিগণ। মধু পানে মত্ত হয়ে ধায় অনুক্ষণ। পিকবর কুহু স্বরে ডাকে তরু-ডালে। হরিণ হরিণী সবে ফিরে পালে পালে ॥ নানাজাতি পক্ষিগণ ডাকে মধুস্বরে। ভ্রমর ভ্রমরী সদা মধু আসে উড়ে ॥ লতায় পাতায় কুঞ্জ হ'তেছে শোভন। কোন রূপ নাহি দেখি সূর্য্যের কিরণ ॥ সেই স্থানে মহা ঋষি বাল্মীকি সুধীর। করেন ঈশ্বর-ধ্যান চিত্ত করি স্থির ॥ ভরদ্বাজ মহামুনি তথা উপনীত। অতিথি হ'লেন বহু শিষ্যের সহিত ॥ যেইকালে ভরদ্বাজ বন্দনা করিল। সেইকালে বাল্মীকির ধ্যানভঙ্গ হৈল ॥ আশীর্ব্বাদ করিলেন

মুনি মহাশয়। নানারূপে সকলের হিত জিজ্ঞাসয় ॥ ভরদ্বাজ বলে প্রভু তোমার প্রসাদে। সুস্থ শরীরেতে সবে আছে অপ্রমাদে ॥ সর্ব্বত্র কুশল হয় শুন মহাশয়। দান যজ্ঞ ব্রত আদি নিরাপদে হয় ॥ মনোমধ্যে হইয়াছে সংশয় উদয়। সেই হেতু এখানেতে আসি মহাশয় ॥ শত কোটি কবিতায় তোমার রচিত। যেই গ্রন্থ ব্রহ্মলোকে আছে প্রচারিত ॥ সেই রামায়ণ গ্রন্থ করিয়া যতন। দেবগণ সহ ব্রহ্মা করেন পঠন ॥ ঋষি পিতৃগণ সুখে করেন শ্রবণ। মহাসুখী হয় যাহে স্বর্গবাসিগণ ॥ তোমার রচিত আর এক রামায়ণ। পঞ্চবিংশ কবিতায় যাহার রচন ॥ পৃথিবীতে সেই গ্রন্থে আছে প্রচলন। মুনি ঋষিগণ তাহা করেন শ্রবণ ॥ শ্রবণে সকল দুঃখ যাহে নষ্ট হয়। আমি সেই গ্রন্থ শুনিয়াছি সমুদয় ॥ আদ্যোপান্ত সব আমি ক'রেছি শ্রবণ। সুধাসম মনোহর সেই রামায়ণ ॥ অতএব গুরু মম আছয়ে সংশয়। স্বর্গ তুল্য গ্রন্থ ইহা হয় কিবা নয় ॥ কহ গুরু মম প্রতি হইয়া সদয়। ব্রহ্মলোকে যেই গ্রন্থ প্রচলিত হয় ॥ আছয়ে তাহাতে কোন এমত বিষয়। মর্ত্ত্য রামায়ণে তাহা লিখিত না হয় ॥ সেই জন্য তব স্থানে করি আগমন। কহিয়া সে কথা গুরু তুষ্ট কর মন ॥ তুমি গুরু আদি কবি সংসার ভিতর। রামায়ণ সৃষ্টি করি উদ্ধারিলে নর ॥ আমি তব শিষ্য হই জানে সর্ব্বজন। অতএব রামগুণ করুন বর্ণন ॥ সদয় হইয়া গুরু দয়া করি মোরে। গুপ্ত রামায়ণ বল আমার গোচরে ॥ ভরদ্বাজ মহামুনি এরূপ প্রকারে। করিলেন শুভ প্রশ্ন বাল্মীকি গোচরে ॥

———

বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতার মাহাত্ম্য কথন।

জানকী প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিভূতা মহাগুণা।
তপঃসিদ্ধিঃ স্বর্গসিদ্ধির্ভূতির্ভূতিমতাং সতী॥
বিদ্যাবিদ্যা চ মহতী গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ঋদ্ধিঃ সিদ্ধির্গুণময়ী গুণাতীতা গুণাত্মিকা॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডসম্ভূতা সর্ব্বকারণকারণম্।
প্রকৃতির্ব্বিকৃতির্দ্দেবী চিন্ময়ী চিদ্বিলাসিনী॥
মহাকুণ্ডলিনী সর্ব্বাধ্যুষিতা ব্রহ্মসংজ্ঞিতা।
তস্যা বিলসিতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥

শুনি ভরদ্বাজ-বাক্য বলে মুনিবর। শ্রবণ করহ তুমি আমার গোচর॥ মর্ত্তে যেই রামায়ণ আছে প্রচলিত। সীতার মাহাত্ম্য তাহে না আছে বর্ণিত॥ অতএব একমনে করহ শ্রবণ। জানকী-মাহাত্ম্য আমি করিব বর্ণন॥ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ হন সীতা গুণবতী। ত্রিভুবনে খ্যাত যিনি মহামায়া সতী॥ তপ জপ সিদ্ধি হয় জানকী কারণে। জানকীর নামে তরে যত পাপিগণে॥ সকল পৃথিবী হয় তাঁহার বিভূতি। তাঁহার কারণে হয় সৃষ্টি লয় স্থিতি॥ বেদেতে তাঁহার নাম অবিদ্যা রূপিণী। মহাবিদ্যারূপা তাঁরে বলে যত মুনি॥ ঋষিগণ সিদ্ধ হন তাঁহার কারণে। উৎপত্তি কারণ তিনি জানে দেবগণে॥ সর্ব্বগুণময়ী তিনি জানে সর্ব্বজন। অথচ নির্গুণা তিনি বেদের বচন॥ অধিক কি কব তিনি ব্রহ্মপরাৎপর। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম তিনি মহেশ্বর॥ ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী সীতা সবার ঈশ্বরী। কালী দুর্গা হন সেই জানকী সুন্দরী॥ সর্ব্ব-ভূতে সমভাবে তিনি বিরাজিতা। সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা জনক-দুহিতা॥ কুলকুণ্ডলিনীরূপে সর্ব্বত্রেতে রন। তাঁহারই নাম হয় ব্রহ্ম সনাতন॥ এই যত চরাচর কর নিরীক্ষণ। সকলি তাঁহার লীলা করহ শ্রবণ॥ মহাতত্ত্ব জ্ঞানী যত মুনি ঋষিগণ। পরমা প্রকৃতি সীতা বলে সর্ব্বজন॥ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করি-বার তরে। মোক্ষ আশাকারিগণ তাঁরে ধ্যান করে॥ শুন

শুন মম কথা ওহে ভরদ্বাজ। হইলে পাপের বৃদ্ধি সংসারের মাঝ॥ তখন প্রকৃতি সীতা ইচ্ছায় আপন। অবতীর্ণা হন তিনি লীলার কারণ॥ সীতারাম এক মূর্ত্তি শুন ঋষিবর। ভিন্ন নহে দুই মূর্ত্তি ওহে মুনিবর॥ ঋষিগণ এই তত্ত্ব হ'য়ে অবগত। মোক্ষপদ আশে তাঁরে ভজে অবিরত॥ নিরবধি মুনিগণ ভজে সীতারাম। সে কারণে তাঁহাদের পূরে মনস্কাম॥ অচিন্ত্য অব্যক্ত তিনি সংসার ভিতর। ত্রিগুণধারিণী তিনি সৃষ্টির ঈশ্বর॥ সর্ব্বভূতে সমরূপে তিনি বিরাজিত। মায়া-স্বরূপিণী তিনি জানিহ নিশ্চিত॥ তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি মহেশ্বর। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি দিক-পালেশ্বর॥ কার্ত্তিক গণেশ তিনি দেব দিনকর। দ্বাদশ গোপাল তিনি কৃষ্ণ হলধর॥ তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী দেবী ভগবতী। সাবিত্রী ধরিত্রী তিনি দেবী অরুন্ধতী॥ তিনিই পালনকর্ত্তা সংহার কারণ। তিনি ভিন্ন কিছু নহে এ তিন ভুবন॥ রাম সীতা একমূর্ত্তি জানিবে নিশ্চয়। বেদের বচন ইথে নাহিক সংশয়॥ দুই রূপ এক করি হৃদয়ে স্থাপিবে। নয়ন মুদিয়া সদা ভজনা করিবে॥ নিরাকার নির্ব্বিকার হয় সেই জন। হস্ত পদ নাহি তাঁর নাহি যে বদন॥ অথচ সর্ব্বত্র তিনি হন বিরাজিত। সকলি তাঁহার কার্য্য জানিবে নিশ্চিত॥ চক্ষু নাই তবু তিনি দেখেন সকলি। কর্ণ নাই তবু শুনে যেবা যাহা বলি॥ বিশ্বমাঝে সকলেরে দেখে নিরন্তর। কিন্তু কেহ জ্ঞাত নহে বিশ্বের ভিতর॥ ঋষিগণ করে তাঁর বিভূতি বর্ণন॥ এবে তাহাদের মধ্যে তিনি যে কারণ। তাহার কারণ আমি করিব বর্ণন॥ একে একে সব আমি নির্দ্দেশ করিব। মন দিয়ে শুন তুমি আমি যা বলিব॥ আহা কি আশ্চর্য্য সেই ব্রহ্মের কথন। স্মরণে আনন্দ যাহে জন্মে বিলক্ষণ॥ নিরাকার তবু তিনি আকার ধরিয়া। জন্মিলেন অবনীতে জীবের লাগিয়া॥ জীবের জীবন তিনি দেব নারায়ণ। জীবগণ প্রতি তাঁর দয়া বিলক্ষণ॥ অতি অপরূপ কথা শুন শিষ্যবর। এই কথা শুন তুমি সুদৃঢ় অন্তর॥ একমনে যেই জন করয়ে

শ্রবণ। অন্তিমেতে স্বর্গে সেই করয়ে গমন॥ ব্রাহ্মণ হইয়া যেবা করয়ে শ্রবণ। বৃহস্পতি তুল্য হয় শাস্ত্রে নিরূপণ॥ ক্ষত্রিয় শুনিলে রাজ্য অনায়াসে পায়। সমস্তই পাপ তার ধ্বংস হয়ে যায়॥ বৈশ্যেতে শুনিলে তার ধর্ম্মে মতি হয়। বেদের বচন ইথে নাহিক সংশয়॥ ভক্তিভাবে শূদ্রগণ করিলে শ্রবণ। মহামান প্রাপ্ত হয় শাস্ত্রের বচন॥ এই ত কহিনু রাম-সীতার কথন। ভিন্ন নহে দুই মূর্ত্তি করহ শ্রবণ॥ যে কারণে দুইজন অবতীর্ণ ভবে। বর্ণিব সে সব কথা শুন বসি সবে॥ রাম সীতা একমূর্ত্তি জানে সকলেতে। কি কারণে দুই মূর্ত্তি হইল ভবেতে॥ অগ্রেতে রামের গুণ করিব বর্ণন। তারপর সীতা-গুণ করিবে শ্রবণ॥ এত বলি আদি কবি বাল্মীকিপ্রবর। তরিবারে এই মোহ মায়ার সংসার॥ অগ্রে রামজয় বাক্য করি উচ্চারণ। কহিতে লাগিল রাম-নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

শ্রীরাম অবতারের পূর্ব্বসূত্র কথন।

ভরদ্বাজ শৃণুম্বাথ রামচন্দ্রস্য ধীমতঃ।
জন্মনঃ কারণং বিপ্র ইক্ষ্বাকুকুলবারিধৌ॥
সীতায়াশ্চ মহাদেব্যাঃ পৃথিব্যাং জন্মহেতুকম্।
তত্র রামকথনাদৌ বক্ষ্যামি মুনিপুঙ্গবম্॥
শ্রূয়তাং মুনিশার্দ্দূল অম্বরীষকথাশ্রয়ম্।
পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপহরং পরম্॥

বাল্মীকি বলেন সবে করহ শ্রবণ। শ্রীরামের গুণ এবে করিব বর্ণন॥ রাম জনমের কথা অতি মনোহর। শ্রবণ করিলে হয় আনন্দ অন্তর॥ রাম নামে মহা পাপ সব ধ্বংস হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লভে নরগণ। বাঞ্ছা পূর্ণ হয় কথা করিলে শ্রবণ॥ অম্বরীষ রাজা-কথা আছয়ে বর্ণন। যে কথা শুনিলে হয় পাপের মোচন॥ শুন শুন ওহে শিষ্য করহ শ্রবণ। শুনিলে

পবিত্র হয় যত নরগণ ॥ ত্রিশঙ্কুর ভার্য্যা ছিল মহা তপস্বিনী। অতি পতিব্রতা অম্বরীষের জননী ॥ শুদ্ধ হ'য়ে এক মনে মুদিয়া নয়ন। সর্ব্বদা ঈশ্বর-রূপ করেন চিন্তন ॥ ভক্তিভাবে সদা-কাল ভজয়ে শ্রীহরি। বলে মোরে দেখা দাও গোলোক-বিহারী ॥ ভক্তিযোগে মনে মনে প্রসূন তুলিয়া। গাঁথিয়া সুন্দর মালা যতন করিয়া ॥ তাহাতে মিশ্রিত করি সুগন্ধি চন্দন। বনমালী গলে মালা করয়ে অর্পণ ॥ এইরূপ মহা ভক্তি করি মহাসতী। সতত সেবয়ে হরি স্থির করি মতি ॥ এইরূপে বার বর্ষ অতীত হইল। এইরূপে পদ্মাবতী ব্রত সমাপিল ॥ দর্পহারী ভগবান প্রসন্ন হইয়া। আশীর্ব্বাদ বর দিল রাণীর লাগিয়া ॥ তার পর একদিন সতী গুণবতী। করেন দ্বাদশী ব্রত স্থির করি মতি ॥ একমনে নারায়ণে করেন স্তবন। দৈবের নির্ব্বন্ধ মুনি করহ শ্রবণ ॥ অকস্মাৎ নিদ্রা তথা আসি উপজিল। স্বামী পাশে মহাদেবী শয়ন করিল ॥ যেকালে নিদ্রায় হৈলা চৈতন্য বিহীন। সেইকালে কহিলেন পুরুষ প্রবীণ ॥ শুন শুন মহা সতী পতি-পরায়ণা। কি জন্য আমার পদ করহ ভাবনা ॥ কিবা তব মন আশা চাও কোন্ বর। মম স্থানে সেই বাক্য বলহ সত্বর ॥ কেন তুমি মম প্রতি এত ভক্তি কর। প্রকাশিয়া বল তুমি আমার গোচর ॥ ওহে মহাদেবি শুন আমার বচন। অবিলম্বে তব বাঞ্ছা করিব পূরণ ॥ শ্রীহরির বাক্যে দেবী চৈতন্য পাইয়া। চক্ষু মেলি গুণবতী দেখেন চাহিয়া ॥ অতি মনোহর মূর্ত্তি করিল দর্শন। আনন্দ-সাগরে তাঁর ডুবে গেল মন ॥ প্রণিপাত করে সতী জুড়ি দুই কর। নানারূপ স্তব সতী করিল বিস্তর ॥ তদন্তরে মৃদুভাষে বলেন সুন্দরী। পৃথিবীতে অগোচর নাহি তব হরি ॥ কি আর কহিব আমি ভবকর্ণধার। মম মনোভাব জ্ঞাত আছ সারাৎসার ॥ তুমি প্রভু সর্ব্ব ঘটে আছ বর্ত্তমান। তোমার নিকটে কিবা আছয়ে গোপন ॥ এতেক জানিয়া যদি করিলে জিজ্ঞাসা। প্রকাশ করিয়া কহি পূর্ণ কর আশা ॥ মহা ভক্ত পুত্র যেন মম গর্ভে হয়। ধরা মাঝে তার যশ সদা যেন রয় ॥

মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইবে নন্দন। এই বর দাও প্রভু কমল-লোচন॥ তুষ্ট হ'য়ে মনে মনে প্রভু নারায়ণ। এক গোটা ফল তারে দিল সেইক্ষণ॥ ফল দিয়া নিজ স্থানে করিল গমন। মনেতে আনন্দ রাণী হইল তখন॥ তার পর মহারাজ হৈল জাগরিত। ফলের বৃত্তান্ত রাণী করিল বিদিত॥ সেই কথা শুনি রাজা আনন্দিত হৈল। অবিলম্বে ফল তারে খাইতে বলিল॥ পতির আজ্ঞায় সতী বিলম্ব না করি। ভক্ষণ করিল ফল স্মরিয়া শ্রীহরি॥ ফল খেয়ে গর্ভবতী হৈল রাজরাণী। ক্রমেতে দশম মাস পূর্ণ হৈল গণি॥ শুভদিনে শুভক্ষণে প্রসব হইল। দেখিয়া পুত্রের রূপ সকলে মোহিল॥ অতি সুলক্ষণ শিশু দেখিল সকলে। মহা ভক্ত হবে পুত্র সকলেতে বলে॥ দেহেতে চক্রের চিহ্ন দেখিতে সুন্দর। রূপেতে কন্দর্প সম অতি মনোহর॥ হেরি মহারাজ সেই পুত্রের বদন। একবারে সর্ব্ব দুঃখ দিল বিসর্জ্জন॥ দরিদ্রেরে দান কৈল নানা রত্নধন। ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন॥ জাতকর্ম্ম আদি সব কৈল সমাপন। দিনে দিনে বাড়ে পুত্র চন্দ্রের মতন॥ ক্রমেতে যুবক হৈল কালের বশেতে। বৃদ্ধরাজা প্রাণ ত্যজি গেলেন স্বর্গেতে॥ রাজার অভাবে রাজ্য অরাজক হৈল। পাত্র মিত্র মিলি অম্বরীষে রাজা কৈল॥ কিছুদিন রাজকার্য্য করিয়া যতনে। সাধিতে হরির পদ চিন্তা করি মনে॥ পাত্রমিত্রগণে রাজ্য করিয়া অর্পণ। কাননে চলিলা হরি করিতে সাধন॥ ঘোর তপ আরম্ভিল কানন ভিতর। হরিপদে একেবারে সঁপিল অন্তর॥ নয়ন মুদিয়া চিন্তে শ্রীহরির রূপ। শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম বিশ্বের স্বরূপ॥ ভক্তের অধীন হরি ভক্তে বড় দয়া। আর না থাকিতে পারি দিতে পদছায়া॥ গরুড়েতে আরোহণ করি জনার্দ্দন। চলিলেন অম্বরীষে দিতে দরশন॥ দেবগণ শূন্যমার্গে হেরিয়ে নয়নে। করিতে লাগিল স্তব সুমন্ত্র বচনে॥ হেথা হরি দয়াময় কৃপার আধার। গরুড় উপরে চড়ি করিয়া বিচার॥ ঐরাবত প্রায় সেই গরুড়ে করিলা। ইন্দ্ররূপে আসি তথা উদয় হইলা॥ দূর হৈতে অম্বরীষে কহিলেন বাণী। হউক মঙ্গল তব ওহে

নৃপমণি ॥ আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমার কারণ। কিবা তব মনোভাব কর প্রকাশন ॥ ত্রিলোকের অধীশ্বর আমি জান মনে। আইলাম আমি তব রক্ষার কারণে ॥ ইন্দ্ররূপী হরি যবে এ কথা কহিলা। অম্বরীষ মৃদুস্বরে এ উত্তর দিলা ॥ প্রণমামি ইন্দ্রদেব করহ শ্রবণ। আমি না তপস্যা করি তোমার কারণ ॥ তব বরদানে আমি ইচ্ছা নাহি করি। নিজস্থানে যাও তুমি তব পদ ধরি ॥ আমি চিন্তি হরি-রূপ একান্ত অন্তরে। যাতে হরি প্রাপ্ত হই কহ সে আমারে ॥ তব ঐরাবত দেখি মম ভয় হয়। যেন ভগ্ন নাহি করে আমার আশ্রয় ॥ অম্বরীষ-মুখে হরি হেন বাক্য শুনি। ভক্তাধীন ভগবান দেব চক্রপাণি ॥ আপনার নিজমূর্ত্তি করিলা ধারণ। শঙ্খচক্র-গদা-পদ্ম গরুড় বাহন ॥ চতুর্দ্দিকে দেবগণ করেন স্তবন। নবজলধর-কান্তি মানসমোহন ॥ অম্বরীষ সেইরূপ করি নিরীক্ষণ। তখনি ত্যজিয়া যত মনের বেদন ॥ সেই সে গরুড়ধ্বজ হরির কারণ। আরম্ভিলা মহাস্তব হ'য়ে ভক্তিমন ॥

অম্বরীষ কর্ত্তৃক গরুড়ধ্বজ হরির স্তব।

প্রণম্য রাজা সন্তুষ্টস্তুষ্টাব গরুড়ধ্বজম্।
প্রসীদ লোকনাথস্ত্বং মম নাম জনার্দ্দন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ সর্ব্বলোকনমস্কৃত।
ত্বমাদিস্ত্বমনাদিস্ত্বমনন্তঃ পুরুষঃ প্রভুঃ ॥
অপ্রমেয়োবিভুর্ব্বিষ্ণুর্গোবিন্দঃ কমলেক্ষণঃ।
মহেশ্বরোহব্জজোমধ্যে পুষ্করঃ খগমঃ খগঃ ॥
কব্যবাহঃ কপালী ত্বং হব্যবাহঃ প্রভঞ্জনঃ।
আদিদেবঃ ক্রিয়ানন্দঃ পরমাত্মাত্মনি স্থিতঃ ॥
ত্বাং প্রপন্নোহস্মি গোবিন্দ পাহি মাং পুষ্করেক্ষণ।
নান্যা গতিস্ত্বদন্যা মে ত্বামেব শরণং গতঃ ॥
তমাহ ভগবান্ বিষ্ণুঃ কিন্তে হৃদি চিকীর্ষিতম্।
তৎসর্ব্বং তে প্রদাস্যামি ভক্তোহসি মম সুব্রত ॥

ত্রিপদী। ওহে দয়াময় হরি, যদি এলে দয়া করি, অনুগ্রহ কর দাস প্রতি। তব পথ আশা করি, আছি হে দিবা শর্ব্বরী, তুমি সর্ব্ব ঘটে কর স্থিতি॥ তুমি দেব ভগবান, ভক্তে হও কৃপাবান, আমি ভক্ত ও পদের দাস। হেরিয়ে তোমার মুখ, পাসরিনু সর্ব্ব দুঃখ, শ্রীমুখেতে করুণ আশ্বাস॥ অনাদির আদি তুমি, তুমি এ বিশ্বের স্বামী, তব পদ ধ্যায়ে দেবগণ। পাইবারে ও চরণ, সদা করি আকিঞ্চন, কর তুষ্ট দিয়া শ্রীচরণ॥ তুমি কৃষ্ণ জগন্নাথ, করি আমি প্রণিপাত, তুমি হরি ভকতের ধন। তুমি অগতির গতি, তুমি চরাচর পতি, তুমি লোকনাথ জনার্দ্দন॥ অনন্ত তোমার নাম, পূর্ণ কর মনস্কাম, করি তব চরণে প্রণতি। তুমি হও নিরাকার, কভু হে ধর আকার, তব হয় অনন্ত মূরতি॥ এই বিশ্ব যে মহান, তাহাতে তুমি প্রধান, অন্তে হবে তোমাতেই স্থিতি। বায়ু বহ্নি জল স্থল, তোমারি এ শক্তি বল, তুমিই ধরিয়া আছ ক্ষিতি॥ তুমি অপ্রমেয় রূপ, তোমারই বিষ্ণু রূপ, তোমারই নাম শ্রীগোবিন্দ। তুমি কমললোচন, তুমি পতিত পাবন, তুমিই হে হও চিদানন্দ॥ তুমি ব্রহ্মা মহেশ্বর, তুমি হে পরমেশ্বর, তুমিই হে সূর্য্য মূর্ত্তি ধর। তুমি চন্দ্র শশধর, তুমিই তেজে প্রবর, তুমি সৃষ্টি করি সব হর॥ তুমি হরি পরমাত্মা, আত্মার যে হও আত্মা, অধিক কি কব শ্রীচরণে। কর দেব পরিত্রাণ, মম এ তাপিত প্রাণ, গতি নাই তব পদ বিনে॥

অম্বরীষের প্রতি ভগবানের বর দান।

এবমুক্তস্তু ভগবান্ প্রত্যুবাচ নৃপোত্তমং।
এবমস্তু তবেচ্ছা বৈ চক্রমেতৎ সুদর্শনং॥
পুরা রুদ্রপ্রভাবেন লব্ধং বৈ দুর্ল্লভং ময়া।
ঋষিণাপাদিতং দুঃখং শত্রুরোগাদিকং তথা॥
নিহনিষ্যতে তে দুঃখমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত।
ততঃ প্রণম্য মুদিতো রাজা নারায়ণং প্রভুং॥

অম্বরীষ কৈল যদি এতেক স্তবন। তার স্তবে তুষ্ট হৈয়া

দেব নারায়ণ ॥ কহিলেন শুন ওহে ভক্ত শিরোমণি। মনঃকথা প্রকাশিয়া কহ কিবা শুনি ॥ প্রসন্ন হ'য়েছি আমি তোমার উপর। আর না সহিতে হবে কষ্ট নিরন্তর ॥ কহ অভিলাষ তব প্রকাশ করিয়া। সন্তুষ্ট করিয়া আমি যাই হে ফিরিয়া ॥ অম্বরীষ হেন বাক্য শুনি হরিমুখে। সর্ব্বদুঃখ পরিহরি ভাসে মনসুখে ॥ কহিলেন তুমি বিষ্ণু চিদানন্দময়। তোমার চরণে যেন মম মতি রয় ॥ নমস্কার করি তব কমল চরণে। দেহ হরি এই বর আমারে এক্ষণে ॥ তব প্রিয়কার্য্য যেন আমি সদা করি। অন্তিমেতে পাই যেন ও চরণ তরি ॥ মম যত প্রজাগণ রাজত্বেতে রবে। হইবে বৈষ্ণব বাচ্য তাহারা হে সবে ॥ তাহাদের যত্নে আমি করিব পালন। দেহ হরি এই বর শ্রীমধুসূদন ॥ আর যজ্ঞ হোম আদি দেবতা পূজন। সতত করিব হরি এই সে প্রার্থন ॥ সাধুদের সদা সেবা করিব যতনে। দুষ্টেরে পাঠায়ে দিব শমন সদনে ॥ এই মম অভিলাষ কি বলিব আর। কর দেব মম প্রতি যে ইচ্ছা তোমার ॥ এত যদি কহিলেন অম্বরীষ রায়। সন্তুষ্ট হইয়া হরি কহিলেন তায় ॥ অবশ্যই মনোবাঞ্ছা তব পূর্ণ হবে। ইথে জান কখনই অন্যথা নহিবে ॥ আমি দিনু নিজমুখে বর হে তোমায়। দুর্ল্লভ সুলভ হবে না চিন্তিবে তায় ॥ এত বলি আপনার সুদর্শন লৈয়া। দিয়া অম্বরীষ-করে দিলেন কহিয়া ॥ এই সুদর্শন আমি অতি পুরাকালে। পাইয়াছিলাম রুদ্র সাহায্যের বলে ॥ এই সুদর্শন হ'তে তোমার এখন। দুঃখ দৈব রোগ ও সন্তাপ অলক্ষণ ॥ সকলই নাশ হবে আমার বচনে। কোন চিন্তা তুমি আর না করিহ মনে ॥ এত বলি সুদর্শন অম্বরীষে দিয়া। আপন স্থানেতে হরি গেলেন চলিয়া ॥ হেথা রাজা অম্বরীষ পেয়ে সুদর্শন। ভক্তিভরে হরিপদ করিয়া বন্দন ॥ আপনা পৈতৃক রাজ্য অযোধ্যা নগরে। করিলেন প্রবেশন আনন্দ অন্তরে ॥ অযোধ্যায় আসি বসি রাজ সিংহাসনে। মনস্থির করিলেন প্রজার পালনে ॥ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্গ জাতির

আজ্ঞায় যত যত প্রজাগণ। নিষ্ঠামনে করিলেন সে পথে গমন ॥ হেরি রাজা মহানন্দ মানিয়া মনেতে। নির্ম্মল হইয়া মন সঁপিলা বিষ্ণুতে ॥ বিষ্ণুপরায়ণ যত প্রজাবৃন্দগণে। পালিবারে লাগিলেন অতি সুপালনে ॥ শুন ভরদ্বাজ ঋষি কি বলিব আর। এ নিয়ম প্রচলিত হইল সংসার ॥ প্রতি গৃহে বেদধ্বনি হয় সর্ব্বক্ষণ। হরিনামে পুলকিত রাজ্যবাসিগণ ॥ হরিনাম হরিধ্বনি যাগ যজ্ঞ ব্রত। প্রতি গৃহে হইতে লাগিল অবিরত ॥ পৃথিবীতে মহা শস্য হৈল উৎপাদন। দুর্ভিক্ষ কি মনঃকষ্ট সকল বর্জ্জন ॥ সকলেই সদা সুখে রয় নিরন্তর। পাপেতে কাহার কভু না লয় অন্তর ॥ এইরূপে অম্বরীষ পেয়ে সুদর্শন। করিতে লাগিল রাজ্য সুখেতে পালন ॥ সদ্বীপা পৃথিবী তাঁর করস্থিতি ছিল। রাজার পুণ্যেতে সবে সুখেতে রহিল ॥ রাজার পুণ্যেতে প্রজা সুখ অধিকারী। কি বলিব পূর্ব্বাপর দেখহ বিচারি ॥ রাজা যদি পাপাচারে দেয় নিজ মন। ধরায় না হয় শস্য তাহার কারণ ॥ রাজার পাপেতে হয় রাজত্ব যে নাশ। রাজার পাপেতে দেশে হয় সর্ব্বনাশ ॥ রাজা হয়ে প্রজাধন করিলে হরণ। অন্তিমে নরকে রাজা করয়ে গমন ॥ অম্বরীষ মহারাজ পুণ্যের আধার। প্রজাগণ সদা সুখী রাজত্বে তাঁহার ॥ এইরূপে সুরাজত্ব করেন রাজন। সুখেতে কাটায় কাল যত প্রজাগণ ॥

অম্বরীষকন্যার পরিণয় কথন।

অম্বরীষো মহাতেজাঃ পূজয়ামাস তাবৃষী।
কন্যাং তাং প্রেক্ষ্য ভগবান্ নারদঃ প্রোবাচ বিস্মিতঃ ॥
কেয়ং রাজন্ মহাভাগা কন্যা সুরসুতোপমা।
ব্রূহি ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলক্ষণশোভিতা ॥
নিশম্য বচনং তস্য রাজা প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ।
দুহিতেয়ং মম বিভো শ্রীমতী নাম নামতঃ ॥

অতঃপর শুন ঋষি সার তত্ত্ব কথা। যে কথা শ্রবণে খণ্ডে হৃদয়ের ব্যথা ॥ এইমতে রাজ্য করে অম্বরীষ রায়।

হইল একটি কন্যা তাঁহার ধরায়॥ রূপের নাহিক সীমা কি বলিব তার॥ হেরিলে নয়ন মন নাহি ফিরে আর॥ শ্রীমতী তাহার নাম সুশ্রী কান্তি দেখি। দেবগণ স্বর্গে থাকি দেখে দিয়া উঁকি॥ ক্রমেতে বয়সা কন্যা হইয়া উঠিল। কারে বিভা দিবে রায় চিন্তিতে লাগিল॥ এমন সময়ে শুন ওহে ঋষিবর। নারদ পর্ব্বত ঋষি ঋষির উপর॥ দুই ঋষি হরি-গুণ গাইতে গাইতে। উপস্থিত হইলেন রাজার পুরীতে॥ দূর হ'তে অম্বরীষ হেরি দুই ঋষি। ত্বরান্বিত সিংহাসন হৈতে নামি আসি। উভয়েরে অভ্যর্থনা করিয়া যতনে॥ লইলেন আপনার নির্জ্জন ভবনে॥ আপন মহিষী কন্যা যথায় আছিল। তথা লইয়া বসিবারে দিব্য স্থান দিল॥ আসনেতে উপবিষ্ট হইলে দুজন। ভক্তিভরে বন্দিলেন উভয় চরণ॥ তদন্তরে নানাবিধ উপাদেয় দিয়া। উভয়েরে পূজিলেন আনন্দিত হৈয়া॥ সেইকালে দুই ঋষি মেলিয়া নয়ন। হেরিলেন কন্যা রত্ন মানস মোহন॥ অতি রূপময়ী কন্যা হেরিয়া নয়নে। উভয়ে মোহিত হন স্বীয় মনে মনে॥ অতঃপর শ্রীনারদ হয়ে যত্নবান। জিজ্ঞাসিলা কন্যা কথা রাজনের স্থান॥ কহ কহ অম্বরীষ রাজা গুণমণি। এ কন্যা কাহার হয় কহ তাই শুনি॥ সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা রূপে মহী-তলে। ধার্ম্মিকার শ্রেষ্ঠ কন্যা দেখিনু বিচারে॥ কহ কহ অম্বরীষ করিয়া প্রচার। এই গুণবতী কন্যা হয় হে কাহার॥ বিধি পুত্র নারদের হেন কথা শুনি। কৃতাঞ্জলি হয়ে রায় কহিলেন বাণী॥ কি আর কহিব ঋষি তোমার চরণে। আমার দুহিতা এই কন্যা বরাননে॥ শ্রীমতী ইহার নাম জান মহাশয়। বিবাহের যোগ্যা কন্যা বিবাহ না হয়॥ অনুরূপ পতিলাভ করিতে মনন। তার অপেক্ষায় কাল করি যে ক্ষেপণ॥ নারদ এমন বাক্য শুনি রাজমুখে। ভাসি-লেন অতিশয় মনের যে সুখে॥ মনে মনে সেই কন্যা করিতে গ্রহণ। বাঞ্ছিলেন ঋষিবর হয়ে হৃষ্টমন। তাহার কারণ ঋষি রাজাকে ডাকিয়া। কহিলেন এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া॥

ওহে রায় কেন চিন্ত কন্যার কারণ। মোরে সমর্পহ আমি করিব গ্রহণ॥ পর্ব্বত ঋষিও সেই কন্যাকে দেখিয়া। লভিতে সে কন্যাধনে মনেতে বাঞ্ছিয়া॥ ঐরূপ অম্বরীষে গোপনে ডাকিয়া। কহিলা কন্যার কথা প্রকাশ করিয়া॥ উভয় সঙ্কটে রায় পড়িল তখন। কহিলেন এই বাক্য উভয় কারণ॥ আপনারা উভয়েই মহাতেজবন্ত। কন্যা লাভে উভয়েই হয়েছ একান্ত॥ এ বিচারে বল আমি কিবা কার্য্য করি। কেন হেন প্রশ্ন দেব আমার উপরি॥ এ বিধান উভয়েই করুন শ্রবণ। সুমঙ্গলময়ী এই কন্যা রত্নধন॥ উভয়ের মধ্যে কন্যা যাঁহাকে বরিবে। তাঁহাকেই এই দাস প্রদান করিবে॥ ইহা ভিন্ন এর উপায় আর নাহি হেরি। যেই রূপ আজ্ঞা হয় কহ সে বিচারি॥ রাজার এতেক বাক্য উভয়ে শুনিয়া। ভাল বলি সায় দিয়া কহিল উঠিয়া॥ তবে কল্য উভয়েতে হয়ে একোত্তর। আসিব তোমার গৃহে জান নৃপবর॥ যা হবার তাই হবে তাতে ক্ষতি নাই। এখন চলিনু দোঁহে আপনার ঠাঁই॥ এত বলি উভয়েতে প্রস্থান করিলা। নারদ পর্ব্বত ঋষি স্বস্থানে চলিলা॥

নারদ ও পর্ব্বত ঋষির বৈকুণ্ঠে গমন কথন।

তথেত্যুক্ত্বা তু তৌ বিপ্রৌ শ্ব আয়াস্যাব এব হি।
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দ্দূলৌ জগ্মতুঃ প্রীতমানসৌ॥
বাসুদেবপরৌ নিত্যমুভৌ জ্ঞানবতাম্বরৌ।
বিষ্ণুলোকং ততো গত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ॥
প্রণিপত্য হৃষীকেশং বাক্যমেতদুবাচ হ।
বৃত্তান্তঞ্চ নিবেদ্যাগ্রে নাথ নারায়ণাস্থ মে॥
রহসি ত্বাং প্রবক্ষ্যামি নমস্তে ভুবনেশ্বর।
ততঃ প্রহস্য গোবিন্দঃ সর্ব্বাত্মা কর্ম্মঠং মুনিম্॥

ভরদ্বাজ কহিলেন করিয়া বিনয়। কহ গুরু শুনি তুষ্ট একান্ত হৃদয়॥ আহা কিবা সুধা কথা সুধার আধার। শুনিলে

শীতল প্রাণ হয় অনিবার ॥ কহ কহ গুরুদেব করিয়া প্রকাশ। অতঃপর যা হইল শুনি সেই ভাষ ॥ কহিলা বাল্মীকি মুনি শুন শিষ্যবর ॥ এই রূপ উভয়েতে হয়ে সত্যপর ॥ রাজপুরী হইতে যে প্রস্থান করিয়া। যে যাহার স্থানে আইলা মানসে মোহিয়া ॥ ইতি মধ্যে শ্রীনারদ ব্রহ্মার নন্দন। বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুপদ করিলা বন্দন ॥ অন্তর্য্যামী নারায়ণ সকলই জ্ঞাত। জগতের পিতা তিনি জগতের তাত ॥ হেরি শ্রীনারদে তিনি জিজ্ঞাসা করিলা। কিবা হেতু ওহে ঋষি হেথায় আইলা ॥ যোড় হাত হয়ে কহে তাঁহার গোচর। কি আর কহিব হরি তুমি বিশ্বম্ভর ॥ আমি ও পর্ব্বত ঋষি তব ভক্ত দোঁহে। গিয়াছিলাম অবনীতে অম্বরীষ-গৃহে। শ্রীমতী নামেতে তাঁর কন্যাকে দেখিয়া। উভয়েই লালসিত বিভার লাগিয়া ॥ উভয়েই বিভা লাগি কহিনু রাজারে। এই সে কহিল রাজা করিয়া বিচারে ॥ কল্য আসি উভয়েতে উপস্থিত হবে। যারে কন্যা বরিবেক সেই জন লবে ॥ ইহার উপায় হেতু আসি নারায়ণ। অগ্রেতেই তব স্থানে করি নিবেদন ॥ দাস ব'লে তব দয়া যদি থাকে মোরে। বানরের মুখ ক'রে দিও পর্ব্বতেরে ॥ নারদের বাক্যে হরি হাসিতে লাগিল। তাহাই হইবে বলি স্বীকার করিল ॥ এই বাক্য তাহে তিনি করিয়া উত্তর। কন্যা মাত্র দেখিবেক নহে অন্য নর ॥ সে কথায় নারদের আনন্দ বাড়িল। আর না বিলম্ব করি প্রস্থান করিল ॥ বার বার প্রভু পদে করিয়া প্রণাম। পূরাইতে চলিলেন আপনার কাম ॥ ইতিমধ্যে পর্ব্বত ঋষি গুণমণি। করিতে করিতে মুখে হরিনাম ধ্বনি ॥ হরির নিকটে আসি উপস্থিত হৈলা। হরিপদে ভক্তি করি প্রণিপাত কৈলা ॥ জগতের নাথ হরি জগত জীবন। আদ্যোপান্ত সকলই আছেন জ্ঞাপন ॥ তথাচ কহিলা হরি পর্ব্বতের প্রতি। কিবা হেতু আগমন কহ হে সম্প্রতি ॥ কহেন পর্ব্বত ঋষি যুড়ি দুই কর। তব কিবা অবিদিত ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥ তবু জিজ্ঞাসিলা যদি এ দাসের প্রতি। কহি সবিশেষ কথা শুন হে শ্রীপতি ॥ আমি

ও নারদ ঋষি মিলি দুইজন। গিয়াছিলাম অবনীতে করিতে ভ্রমণ॥ অম্বরীষ-রাজ গৃহে করিয়া গমন। হেরিলাম এক কন্যা রূপের মোহন॥ শ্রীমতী তাহার নাম সুধায়ে পাইনু। কন্যা দেখি উভয়েই অনুরাগী হৈনু। পরস্পর দুইজন কহিনু রাজারে। শুনিয়া পড়িল রাজা বিস্ময় সাগরে॥ তদন্তে কহিল রাজা করিয়া বিচার। ইহার বিধান আমি কি করিব আর॥ উভয়েই কন্যা প্রতি করেছ মনন। ইহার বিধান এই করুন শ্রবণ॥ কল্য প্রাতে উভয়েই করিবে গমন। যারে কন্যা বরিবেক লভিবে সে জন॥ কি আর কহিব হরি সেই সে কারণ। তব স্থানে আইলাম হয়ে হৃষ্ট মন॥ যাহাতে আমিই লাভ করি সে কন্যারে। এমন করিয়া দিন সুবিধান ক'রে॥ নারদের মুখ যেন বানরের মত। কন্যা দেখিবারে পায় হেরিয়া সতত॥ হাস্য করি জনার্দ্দন করিলা উত্তর। তাহাই হইবে তাতে নাহি পাঠান্তর॥ কন্যা হেরিবেক মাত্র তাহার বদন। বানরের মুখ সেই ব্রাহ্মণ নন্দন॥ শ্রীহরি করিলা যবে এরূপ উত্তর। শুনিয়া পর্ব্বত ঋষি আনন্দ অন্তর॥ আর না বিলম্ব করি ক্ষণেকের তরে। হরিকে বন্দনা করি চলিলা সত্বরে॥

অম্বরীষ-কন্যা শ্রীমতীর স্বয়ংবর।

তাবাগতৌ সমীক্ষ্যার্থ রাজা সন্ত্রস্তমানসঃ।
দিব্যমাসনমাদিশ্য পূজয়ামাস তাবুভৌ॥
উভৌ দেবঋষী দিব্যৌ নিত্যজ্ঞানভৃতাং বরৌ।
সমাসীনৌ মহাত্মানৌ কন্যার্থে মুনিসত্তমৌ॥
তাবুভৌ প্রণিপত্যাগ্রে কন্যাং তাং শ্রীমতীং শুভাং।
স্থিতাং কমলপত্রাক্ষীং প্রাহ রাজা যশস্বিনীম্॥
অনয়োর্যং বরং ভদ্রে মনসা ত্বমিহেচ্ছসি।
তস্মৈ মালামিমাং দেহি প্রণিপত্য যথাবিধি॥

এখানেতে অম্বরীষ রাজা মহাশয়। আপন চক্ষেতে হেরি প্রভাত সময়॥ কন্যা স্বয়ম্বর হেতু হইয়া উদ্‌যোগী। সাজাইলা গৃহদ্বার মনে অনুরাগী॥ অপূর্ব্ব করিল সব পুরীর সাজন। হেরিয়া সবার মন মোহে সর্ব্বক্ষণ॥ কত কত বিজ্ঞজন তথায় আইল। তাহাতে সভার শোভা দ্বিগুণ বাড়িল॥ এমন সময়ে আসি মুনি তুইজন। সেই সে সভার মধ্যে দিলা দরশন॥ বিজ্ঞ মুনি তুই জন করিয়া দর্শন। সকলেই সমাদরে করিলা বন্দন॥ দিব্য তুই সিংহাসন সুসজ্জিত ছিল। বসিবারে তুইজনে তাহা আনি দিল॥ তুই মুনি তুই স্থানে উপবিষ্ট হৈলে। আনাইল কন্যা রত্নে পরম উজ্জ্বলে॥ কন্যার রূপেতে করে আলো ত্রিভুবন। কন্যারূপে সর্ব্বলোক হইল মোহন॥ গন্ধে গন্ধ সুসৌরভ বহে অনুক্ষণ। গন্ধমাল্য হস্তে কন্যা করয়ে শোভন॥ নানাবিধ অলঙ্কারে কন্যা অঙ্গ শোভে। অলিগণ শত শত ভ্রমে মধু লোভে॥ তদন্তেতে কন্যারত্ন গন্ধমাল্য লৈয়া। চলিলেন ধীরি ধীরি পতির লাগিয়া॥ সেইকালে অম্বরীষ রায় গুণাকর। কন্যা প্রতি করিলেন এই সে উত্তর॥ সম্মুখেতে হেরিতেছ যেই ঋষিদ্বয়। এর মধ্যে যাঁর প্রতি তব মন হয়॥ তাঁহারে বরণ কর একান্ত হইয়া। খণ্ডিবে অরিষ্ট শুভ নিকটে যাইয়া॥ শুনিয়া পিতার বাক্য কন্যা সুলোচনা। যেখানেতে তুই ঋষি ছিলেন বিমনা॥ সেই স্থানে উপস্থিতা হইয়া তখন। উভয়ের মুখ শশী করেন দর্শন॥ যত্নে কন্যা উভয়ের হেরিলা বদন। উভয়ে বানর মুখ কদর্য্য দর্শন॥ তাহা হেরি কন্যা মনে চিন্তিতা হইল। এবা কিবা রঙ্গ বলি মনেতে মানিল॥ বিস্ময়েতে কন্যা রত্ন হইল বিমনা। নানামতে নানারূপ করিল ভাবনা॥ হেরি সে কন্যার ভাব রাজা মতিমান। করিলেন কন্যা প্রতি এই আজ্ঞা দান॥ কেন শুভে মনে মনে করিছ ভাবনা। মহাঋষি মহামান্য হন তুই জনা॥ যাঁরে তব অভিলাষ তারে মাল্য দেহ। কেন ইথে করিতেছ মনেতে সন্দেহ॥ পিতৃ মুখে হেন

বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলা শ্রীমতী কন্যা পিতাকে তখন॥ কি আর কহিব পিতা তোমার সদন। সম্মুখে যে মুনিদ্বয় করি দরশন॥ পর্ব্বত নারদ মুনি কারে নাহি হেরি। উভয়ে বানর মুখ হেরে জ্বলে মরি॥ কিন্তু এর মাঝ এক করি দরশন। শোভিতেছে একজন পুরুষ রতন॥ রূপের তুলনা নাই বয়সে নবীন। ভূষণে ভূষিত অঙ্গ জ্ঞানীর প্রবীণ॥ গলে দোলে পুষ্পহার দীর্ঘ বাহুদ্বয়। সুবিশাল বক্ষ যেন মুখ হাস্যময়॥ নাভিদেশ সুগভীর ত্রিবলী রেখায়। অতি শোভমান হয় শোভার শোভায়॥ কটি দেশ অতি কৃশ বরণ শ্যামল। নখরেতে শত শশী হয় সমুজ্জ্বল॥ প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় মুখ শোভা পায়। হেরিয়ে মানস মন সদা মগ্ন তায়॥ কর পদ আদি সব পদ্মের আকার। ঘন ঘন পদ্ম নেত্রে চান বার বার॥ নিতান্ত শ্রীমান ইনি বলিবার নয়। আমাকে হেরিয়া ইনি ব্যগ্র অতিশয়॥ প্রকাশ্যে ইঙ্গিতে যেন কহিছে বচন। আমা প্রতি কর কন্যা মাল্য সমর্পণ॥ কন্যা মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া। কহিল নারদ মুনি কন্যাকে ডাকিয়া॥ বল কন্যা এই স্থানে করিয়া প্রকাশ। যে পুরুষে হেরিতেছ সভার সকাশ॥ কয় বাহু হয় তার কহ দেখি শুনি। তবে ত বুঝিব তুমি দেখিয়াছ ধনী॥ কন্যা বলে দুই বাহু করি নিরীক্ষণ। নাহি জানি কোন দেব করেন ছলন॥ কন্যার এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলা পর্ব্বত মুনি হয়ে হৃষ্টমন॥ কহ কন্যা যারে তুমি করিছ দর্শন। তার বক্ষঃস্থলে কিবা হয় সুশোভন॥ আর তার কোন হস্তে কি আছে ধারণ। কহ কন্যা প্রকাশিয়া শুনি বিবরণ॥ কন্যা বলে শুন কহি যা হেরি নয়নে। বক্ষে দোলে পুষ্প-মালা বনমালা সনে॥ দক্ষিণ হস্তেতে বাণ বাম হস্তে ধনু। অতিশয় শোভনীয় শোভে শ্যামতনু॥ কন্যা মুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ। মনে মনে মুনিদ্বয় করেন চিন্তন॥ এ মায়া কাহার মায়া বুঝিতে না পারি। বুঝি সেই মায়াময় আইলেন হরি॥ তস্কর স্বভাব তার তস্কর হইয়া। এখানে

আইল এই কন্যার লাগিয়া ॥ নতুবা হেন ক্ষমতা আছয়ে কাহার। আমার এ মুখ করে বানর আকার ॥ এইরূপে শ্রীনারদ করেন চিন্তন। পর্ব্বতও হইলেন বিষণ্ণ বদন ॥ তিনিও মনেতে চিন্তি তাহার ব্যাপার। কেবা কৈল মম মুখ বানর আকার ॥ অবশ্যই মায়াময় হরির এ কাজ। নতুবা এ সভা-মাঝে কেবা দেয় লাজ ॥ এইরূপ দুই মুনি চিন্তে মনে ম্লন। হেরি অম্বরীষ রায় কহিল তখন ॥ নমস্কার করি ওহে দেব-ঋষিবর। তোমাদের বুদ্ধিভ্রংশ দেখি যে নিশ্চয় ॥ কেন হেন বুদ্ধিভ্রংশ হইল দোঁহার। বুঝিতে না পারি কিছু কারণ ইহার ॥ যদি কন্যা লাভ আশা করিয়া মনেতে। আগমন করিয়া থাকেন এ সভাতে ॥ তাহা হৈলে স্থিরচিত্তে কর অবস্থান। অবশ্যই শুভকার্য্য হবে সমাধান ॥ এতেক কহিল যদি অম্বরীষ রায়। শ্রবণে ক্রোধিত হ'য়ে কহিল দোঁহায় ॥ এক্ষণে বুঝিনু এর বিশেষ বারতা। তুমিই ইহাতে যত করিছ শঠতা ॥ তুমিই করিছ হেথা মোহ উৎপাদন। আমাদের ইথে দোষ নাহিক কখন ॥ তোমার শ্রীমতী কন্যা আমা দুজনার। একজনে দিবে মাল্য করিছে বিচার ॥ এত বলি দুই জনে নিরস্ত হইল। সেই কালে কন্যা দেব উদ্দেশে কহিল ॥ প্রণমামি সর্ব্বদেব তোমাদের প্রতি। আমাকে এ ঘোরদায়ে রাখহ সংপ্রতি ॥ এত বলি স্বীয় পিতা অনুজ্ঞা মানিয়া। আর সে উভয় মুনি পাশে ভীতা হৈয়া ॥ পুনর্ব্বার মালা হস্তে করিয়া গ্রহণ। দুই মুনি মধ্যভাগে করিলা গমন ॥ কিন্তু পুনর্ব্বার সেই যুবাকে হেরিয়া। আর না বিলম্ব করি ত্বরিত করিয়া ॥ তাহারই গলে মাল্য করিয়া অর্পণ। মাল্য দিয়া তাহারই লইল শরণ ॥ যেই মাত্র মাল্য দান করিলা শ্রীমতী। আর তাঁরে দেখিতে নারিল কেহ ক্ষিতি ॥ সেখানেতে আর আর যত সব ছিল। কন্যাকে না হেরি সবে আশ্চর্য্য হইল ॥ একি একি বলে সবে করে ঘোর রব। শুভেতে অশুভ হৈল মহাদুঃখ তব ॥ এদিকেতে হরি সেই শ্রীমতীকে ল'য়ে। মহানন্দে আইলেন আপন আলয়ে ॥ যে কারণ হরি তাঁকে পরিণয় কৈল। শুন সে পূর্ব্বের কথা কহি অবিকল ॥ পূর্ব্ব

জন্মে ঐ কন্যা হরির লাগিয়া। করিল তপস্যা ঘোর কাননে বসিয়া॥ এবে অম্বরীষ কন্যা শ্রীমতী হইল। তাইতে শ্রীহরি তাঁকে গ্রহণ করিল॥ এইরূপে কন্যা-রত্ন হইলে গোপন। পর্ব্বত নারদ মুনি চিন্তি মনে মন॥ হরির উদ্দেশে কত করিয়া জ্ঞাপন। অবশেষে হরি ধামে দিলা দরশন॥ হৃষীকেশ হরি সেই হেরি দুজনায়। কহিলা শ্রীমতী প্রতি ইঙ্গিত দ্বারায়॥ কি কর কি কর কন্যা শুন মম বাণী। করহে গোপন তব রূপ হে এখনি॥ হরির আজ্ঞায় কন্যা ত্বরিত হইয়া। তখন গোপন হৈল রূপ লুকাইয়া॥ তৎপরে নারদ মুনি শ্রীহরির প্রতি। প্রণাম করিয়া এই কহিলা ভারতী॥ ওহে হরি একি কাণ্ড করিলে ঘটন। কন্যা রত্ন নিজে তুমি করিলে হরণ॥ আমিও পর্ব্বত ঋষি কি করিনু দোষ। কেন কৈলে আমাদের দোঁহে অসন্তোষ॥ এত যদি মুনিগণ কহিল বচন। শুনি হরি কর্ণে হস্ত করিলা অর্পণ॥ বলে মুনি একি কথা কহিছ আমারে। এ কথা কামীর কথা শোভে কি তোমারে॥ মম যোগ্য এই কথা কখন না হয়। শুনি এই কথা মম দুঃখ অতিশয়॥ নারদ এমত কথা হরি মুখে শুনি। আর সে বিষয়ে নাহি কহি কোন বাণী॥ শ্রীহরির কাণে কাণে কহিল এ কথা। কহ ওহে দয়াময় যথার্থ বারতা॥ আমার বানর মুখ কেন বা হইল। হেন শাপ মম প্রতি কোন জন দিল॥ নারদের হেন বাক্য শুনি দেব হরি। কহিল তাহার কর্ণে যথার্থ যে করি॥ কি আর কহিব ওহে নারদ ধীমান। আমিই করিনু তব এই অপমান॥ পর্ব্বত মুনির লাগি তুমি যা কহিলে। পর্ব্বতও সেইরূপ মোরে বার্ত্তা দিলে॥ কি করিব উভয়ের রাখিবারে মান। উভয়ের মুখ হৈল বানর সমান॥ আপন ইচ্ছায় আমি ইহা নাহি করি। প্রার্থনা করিল বল আমি কিবা করি॥ আমার প্রতিজ্ঞা জান আছে পূর্ব্বাপর। যা কহিবে তাহা দিয়া তুষিব অন্তর॥ ইহাতে আমার দোষ বল কিবা শুনি। সকলি ভাগ্যের দোষ শুনরে বাছনি॥ এরূপে নারদ আর হরির কথন। বিরলে বসিয়া সব হৈল সমাপন॥ পর্ব্বত ঋষিও তবে সেরূপ প্রকারে। জিজ্ঞাসিল

হরি প্রতি বিষণ্ণ আকারে ॥ ওহে হরি একি হৈল সভার ভিতর। হইল বানর মুখ কেবা দিল বর ॥ আমার বানর মুখ হেরিয়া শ্রীমতী। না বরিল কোন মতে না করিল পতি ॥ হাস্য করি কহিলেন হরি যে তখন। কার দোষ নাহি ইথে শুন বাছাধন ॥ নারদ কারণ তুমি চাহিলে যে বর। নারদও তব প্রতি চাহিল সে বর ॥ কি করিব উভয়ের রক্ষিবারে মান। উভয়ের মুখ কৈনু বানর সমান ॥ আর সেই কথা কেন কর জিজ্ঞাসন। ইহাতে কাহার দোষ নাহি বাছাধন ॥ নারদ কহিল হরি তাহে নহি দুঃখী। এক কথা কহি বল শুনে হই সুখী ॥ দ্বিভুজ ধনুর্দ্ধারী বল কোনজন। হরিলেক কন্যারত্ন কিসের কারণ ॥ কেবা সেই কহ হরি করিয়া প্রকাশ। শুনিয়া সন্তুষ্ট হই তোমার সকাশ ॥ একথা শুনিয়া হরি কহিল মুনিরে। কত শত মায়া-ধারী মায়া করি ফিরে ॥ না জানি তাহার মধ্যে আসি কোনজন। সভামাঝে কন্যারত্ন করিল হরণ ॥ চতুর্ভুজ হই আমি বিখ্যাত সংসারে। মনে বুঝে দেখ দোষ না শোভে আমারে ॥ হরিমুখে হেন কথা করিয়া শ্রবণ। উভয়েই হইলেন প্রফুল্লিত মন ॥ পুনর্ব্বার হরি প্রতি করি প্রণিপাত। কহিলেন এই মত করি যোড়হাত ॥ ওহে হরি দীননাথ বুঝিনু এখন। আপনার দোষ ইথে নাহিক কখন ॥ শুদ্ধ দুষ্ট নরপতি অম্বরীষ রায়। আমা-দিকে প্রতারিল আপন ইচ্ছায় ॥ করিলেক নিজে এই মায়া প্রদর্শন। নতুবা এরূপ আর ঘটে কি কখন ॥ এই মত কহি দোঁহে হইয়া বিদায়। উপস্থিত হইলেন রাজার সভায় ॥ অম্ব-রীষ উভয়েরে করি দরশন। উভয়ের বন্দিলেন যুগল চরণ ॥ তাহাতে তাঁদের ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল। গর্জ্জিয়া উভয় ঋষি সে কালে কহিল ॥ ওরে দুষ্ট দুরাশয় মিছা ভক্তি তোর। সততই হয় তোর কপট অন্তর ॥ তুমি আমা উভয়েরে করিয়া আহ্বান। মায়া করি কৈলে কন্যা অপরেরে দান ॥ এই দোষে মোহ আসি তোরে আক্রমিবে। তুমি তাতে এর শাস্তি জানিতে পারিবে ॥ ব্রহ্মমুখে ব্রহ্ম বাক্য যেই উচ্চারিল। অমনই তমো-রাশি তথা সমুত্থিল ॥ সেই তমঃ অম্বরীষে কৈল আক্রমণ।

তমোকে হেরিয়া রাজা চিন্তাকুল মন॥ এমন সময় তার বিষ্ণু-করস্থিত। আছিলেক সুদর্শন তেজে অপ্রমিত॥ মহাবেগে তমঃ প্রতি কৈল আক্রমণ। পলাইল যম চক্র মুনির সদন॥ উভয় মুনির পিছু তমঃ-চক্র যায়। পশ্চাতে সুদর্শন অতি বেগে ধায়॥ হেরিয়া উভয় মুনি চিন্তাকুল মনে। করিলেন পলায়ন ত্বরিত গমনে॥ অনুক্ষণ হৃৎকম্প উভয়ের হয়। কোন স্থানে একক্ষণ স্থিতি নাহি রয়॥ পুনঃ স্বীয় পশ্চাতেতে করে নিরীক্ষণ। পুনঃ হেরে সুদর্শন করে আক্রমণ॥ তম আর সুদর্শন আসিছে দেখিয়া। উচ্চৈঃস্বরে ডাকি কহে সব শুনাইয়া॥ আহা অম্বরীষ কন্যা কিবা পুণ্যবতী। পুণ্য বলে আসি ধায় আমাদের প্রতি॥ এত বলি মহাবেগে হন ধাবমান। কোথাও যাইয়া আর নাহি পরিত্রাণ॥ অবশেষে বিষ্ণুলোকে করিয়া গমন। ডাকিতে লাগিল হরি করহে তারণ॥

উভয় মুনি কর্তৃক বিষ্ণুর স্তব।

বিষ্ণুলোকং ততো গত্বা নারায়ণ জগৎপতে।
বাসুদেব হৃষীকেশ পদ্মনাভ জনার্দ্দন॥
ত্রাহ্যাবাং পুণ্ডরীকাক্ষ নাথোঽসি পুরুষোত্তম।
ততো নারায়ণোঽচিন্তৎ শ্রীমান্ শ্রীবৎসলক্ষণঃ॥

ত্রিপদী। রক্ষ রক্ষ ওহে হরি, বুঝি আজ প্রাণে মরি, তব সুদর্শন নহে ক্ষান্ত। অবিরত পাছু ধায়, বধিলেক হেন প্রায়, আজ বুঝি মলেম একান্ত॥ তুমি হে জগৎপতি, তুমি বল তুমি শক্তি, তুমি হও দেবের দেবতা। প'ড়েছি বিষম দায়, এ দুঃখ কহিব কায়, রক্ষ দেব তুমি সর্ব্ব ত্রাতা॥ তুমি হে নন্দ-নন্দন, তুমি যশোদা জীবন, তুমি হও বাসুদেব সুত। তুমি প্রভু শ্রীগোবিন্দ, মোরা এবে নিরানন্দ, তব মায়া হেরিয়া অদ্ভুত॥ তুমি হরি বনমালী, হেথায় ছলিলে বলী, তুমি পদ্মনাভ জনার্দ্দন। হের কটাক্ষ করিয়া, ভক্তে দিতে পদছায়া, বোধ হয় না রহে জীবন॥ তুমি হে পুরুষোত্তম, তুমি যম তুমি সোম, তুমি পুণ্ডরীক নারায়ণ॥

রক্ষ এই ঘোর দায়, হ'য়েছি কাতর কায়, আমাদের কর হে মোচন ॥ মণীন্দ্র দাসের দাস, ভক্ত হিত সদা আশ, রক্ষ হরি ভক্তের জীবন। ভক্তাধীন ভগবান, একথা শাস্ত্রে প্রমাণ, কেন ভক্তে কর প্রতারণ ॥

নারদ ও পর্ব্বত ঋষির প্রতি ভগবানের দয়া।

নিবার্য্য চক্রং ধ্বান্তঞ্চ ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া।
অম্বরীষশ্চ মদ্ভক্তস্তথেমৌ মুনিসত্তমৌ ॥
অনয়োর্নৃপস্য তথা হিতং কার্য্যং ময়া পুনঃ।
আহূয় তৌ ততঃ শ্রীমান্ গিরা প্রহ্লাদয়ন্ হরিঃ ॥
উবাচ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্রূয়তামিতি মে বচঃ।
ক্ষমেতাং মুনিশার্দ্দূলৌ ভক্তসংরক্ষণায় মে ॥

পয়ার। এত যদি স্তব কৈল ঋষি দুই জন। স্তবেতে সন্তুষ্ট হৈয়া দেব নারায়ণ ॥ আপনার মনে মনে করিয়া চিন্তন। অম্বরীষ যেন ভক্ত ব্যক্ত ত্রিভুবন ॥ তেমনই ভক্ত এই ঋষি দুইজন। সকলে করিতে রক্ষা হইবে এখন ॥ এইরূপে মনে মনে চিন্তা করি হরি। সকলেরে দয়া ক'রে দিতে পদতরী ॥ আপনার চক্র অগ্রে আপনি লইয়া। ঘুচাইল সর্ব্ব দুঃখ তথায় থাকিয়া ॥ তদন্তেতে মুনিদ্বয়ে করিয়া আহ্বান। করিলেন শ্রীমুখেতে এই আজ্ঞা দান ॥ শুন শুন ঋষিদ্বয় আমার বচন। অম্বরীষ হেতু মুক্তি পেলে দুই জন ॥ আমার পরম ভক্ত অম্বরীষ হয়। তাহার কনিষ্ঠ যোগ্য কথনই নয় ॥ এ কারণ বলি আমি তোমা দুই জনে। আমার ভক্তকে রক্ষা করিবে যতনে ॥ স্বভাবতঃ সাধুগণ ক্ষমাশীল হয়। তাই তোমা দোঁহে কহি মঙ্গল বিষয় ॥ যদিও তাহার মায়া বুঝিয়াছ মনে। তথাচ তাহাকে ক্ষমা করিবে এক্ষণে ॥ আমার মুখের বাক্য না করিবে আন। কহিলাম শুভ যুক্তি দোঁহা বিদ্যমান ॥ এত যদি কহিলেন দেব নারায়ণ। শ্রবণে উভয় ঋষি কহিল তখন ॥ শুন ওহে চক্রধারী পুরুষ প্রধান। আর কেন বুঝিয়াছি ইহার প্রমাণ ॥ আপনিই মায়াময় মায়া প্রকা-

শিয়া। হরিলে শ্রীমতী কন্যা সভায় যাইয়া॥ এর অপরাধ-ভাগী তুমিই হে হরি। তোমারই যত দোষ দেখিনু বিচারি॥ তোমাকেই এর শাস্তি করিব প্রদান॥ কিছুতে তোমার ইথে নাহি পরিত্রাণ॥ কি আর তোমাকে শাপ দিব ওহে হরি। যেই মূর্ত্তি ধরি লৈলে শ্রীমতীকে হরি॥ সেইরূপে তোমা জন্ম লভিতে হইবে। আমাদের বাক্য কভু-অন্যথা নহিবে॥ অম্বরীষ-বংশে তব জন্ম হবে হরি॥ হবে দশরথ পুত্র মর্ত্তের উপরি॥ তোমার জননী হবে কৌশল্যা সুন্দরী। তাহার সতীন হবে কৈকেয়ী যে নারী॥ যে শ্রীমতী কন্যা তুমি করিলে হরণ। সে হবে পৃথিবী-কন্যা শুন নারায়ণ। জনক পাইবে তারে লাঙ্গলের ফালে। সীতা বলি নাম তার হবে সেই কালে॥ জনকের ঘরে কন্যা হবে বর্ত্তমান। হবে অতুলনা রূপ শুন ভগবান॥ ধনুর্ভঙ্গ পণে তার বিবাহ হইবে। সে ধনু ভাঙ্গিতে কেহ সক্ষম নহিবে॥ তুমি গিয়ে সেই ধনু করিবে ভঙ্গন। লভিবে সে সীতারূপী কন্যা মহাধন॥ আনিবে সীতাকে তুমি মনের হরষে। সুখে রবে অযোধ্যায় আনন্দ বিশেষে॥ তোমাকে করিতে রাজা হবেন উদ্‌যোগী। কৈকেয়ী পাষণ্ডী তাহে হবে দোষভাগী॥ কাল তুমি রাজা হবে এমন সময়। দিবে তোমা বনবাস ত্যজি লজ্জা ভয়॥ সীতা সঙ্গে তুমি বনে করিবে গমন। রাক্ষস তোমার সীতা করিবে হরণ॥ রাক্ষসের প্রায় তুমি যেমন হে হরি। সভা-মাঝে শ্রীমতীরে লইয়াছ হরি॥ সেইরূপ ওহে হরি রাক্ষস আসিয়া। তোমার সীতাকে হরি লইবে যাইয়া॥ আমরা যেমন ওই কন্যার কারণ। পাইলাম মনস্তাপ হৃদে অনুক্ষণ॥ সেই রূপ মনস্তাপ তুমি হে পাইবে। সীতা লাগি নানাদেশ ভ্রমণ করিবে। হা সীতা যো সীতা শব্দ করি অনুক্ষণ। ভ্রমিয়া বেড়াবে সদা এ বন ও বন॥ আর কি তোমারে শাপ দিব ওহে হরি। দিলাম হে এই শাপ তোমার উপরি॥ এত যদি বলিলেন দুই ঋষিবর। শুনি হরি করিলেন সেকালে উত্তর॥ সাধু সাধু তোমরা হে কি বলিব আর। করিলে যে যথার্থই তোমরা বিচার॥ ইহাতে আমার দুঃখ না হইল মনে। যেন কর্ম্ম তেন ফল ভুঞ্জিব

আপনে ॥ অম্বরীষ সাধু বংশ ধরা মাঝে হয়। সেই বংশে দশরথ পুণ্যের আলয় ॥ হইবেন সমুদ্ভূত জানি বিবরণ। হব আমি তাঁর পুত্র না হবে খণ্ডন ॥ মম নাম রাম হবে সেই অবতারে। দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘুষিবে সংসারে ॥ রাজার হইব আমি জ্যেষ্ঠ যে তনয়। সে কালের কথা আর শুন ঋষিদ্বয় ॥ আমার দক্ষিণ বাহু দেখ বিদ্যমান। এই বাহু সেই কালে ওহে জ্ঞানবান ॥ ভরত নামেতে মম কনিষ্ঠ হইবে। জন্মিয়া কৈকেয়ী গর্ভে বংশ উজলিবে ॥ আর মম যে হেরিছ বাম বাহুবর। ইহাতে হইবে দুই পুরুষ সুন্দর ॥ নাম হবে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন বলি। সুমিত্রার গর্ভে জন্ম হবে মহাবলী ॥ লক্ষ্মণ হইবে বড় শত্রুঘ্ন যে ছোট। উভয়ে সতত রবে উভয় নিকট ॥ তোমাদের বাক্য কভু অন্যথা নহিবে। অবশ্য ধরায় জন্ম আমার হইবে ॥ এত বলি চক্রধর চক্র ছাড়ি দিল। তমোচক্রে প্রতি এই সে কালে কহিল ॥ যেই কালে আমি হব রাম অবতার। সেই কালে শুন তমো বচন আমার ॥ ঘোররূপে আসি মোরে করিবে আক্রমণ। এবে অম্বরীষে ছাড়ি যাহ অন্যতম ॥ মুনি শ্রেষ্ঠদ্বয় আর অম্বরীষে ছাড়ি। যথা তথা ভ্রমে গিয়া ধরার উপরি ॥ যেই কালে শ্রীমাধব এ কথা কহিল ॥ মোহ আদি তমোজাল সব নাশ পাইল ॥ ভকত বৎসল হরি দেব নারায়ণ। এ সব সঞ্চয় করি রাখিলা আপন ॥ একবারে সর্ব্ব উপদ্রব নাশ হৈল। পূর্ব্বেকার ভাব আসি তথা প্রবর্ত্তিল ॥ ঋষিদ্বয় ভয় হৈতে মুক্তিলাভ করি। বার বার হৃষীকেশ প্রণমি আদরি ॥ হইলেন বহির্গত সে স্থান হইতে। পরস্পর কহে বার্ত্তা সন্তোষিত চিতে ॥ অদ্য হৈতে এই দেহ পতন অবধি। আর না বাঞ্ছিব দার পরিগ্রহ বিধি ॥ এইরূপ উভয়েতে প্রতিজ্ঞা করিয়া। করিতে লাগিল তপ কাননে পশিয়া ॥ শুদ্ধভাবে এক চিত্তে মুদিয়া নয়ন। ভাবিতে লাগিল হৃদে দেব নারায়ণ ॥ এখানেতে অম্বরীষ রাজা গুণধাম। সুখে সুপালন করি এই ধরাধাম ॥ অন্তিমেতে অনুচর আদি সঙ্গে করি। আইলেন বিষ্ণুলোক সর্ব্বের উপরি ॥ ভক্তাধীন ভগবান ভক্তে করি দয়া। ঋষিশাপ পালিবারে স্থিরচিত্ত হৈয়া ॥ রামরূপে

অম্বরীষ বংশেতে উদিলা। দাশরথি বলে সবে লোকে প্রচারিলা॥ পূর্ব্বেকার তমোচক্রে পড়িয়া শ্রীহরি। হ'লেন আত্মবিস্মৃত কার্য্যে আপনারি॥ পূর্ণব্রহ্ম হইয়াও অপূর্ণের ন্যায়॥ জন্মিলেন নিজ দোষে আসিয়া ধরায়॥ কখন কখন কোন কার্য্যের কারণ। হইতেন নিজে স্মৃতি জগতে তারণ॥ পুনশ্চ বিস্মৃত হৈয়া যেতেন তখনি। ভক্তের অধীন হরি ভক্তবাক্য মানি॥ কি আর কহিব ওহে ঋষি ভরদ্বাজ। হরির এরূপ লীলা সংসারের মাঝ॥ ভক্তগণে রক্ষিবারে এরূপ আকারে। উদিত হইয়া ভক্তে রক্ষেণ সংসারে॥ বুঝ এই সার কথা তুমি শিষ্যবর। ছলে বলে কিনা হয় সংসার উপর॥ ছলে সর্ব্বেশ্বর হরি মানব হইয়া। উদিয়া ছিলেন তবে দেখ বিচারিয়া॥ অতএব ওহে শিষ্য শুন মন দিয়া। করিবে সকল কার্য্য কপট ত্যজিয়া॥ কপটের দোষাদোষ করিতে জ্ঞাপন। এই অম্বরীষ কথা কহিনু এখন॥ যাহাতে রামের জন্ম তাহাও কহিনু। কহিয়া এসব কথা কৃতার্থ মানিনু॥ শ্রীহরির এই মায়া যে করে শ্রবণ। তার মায়া মোহ যায় শুন বাছাধন॥ অন্তিমে তাহার হয় বিষ্ণুলোকে বাস। আর নাহি থাকে তার শমনের ত্রাস॥ মণীন্দ্র লিখিল ভাষায় করিয়া রচন। শুনিবেক ভক্তগণ অদ্ভুত রামায়ণ॥

বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতার জন্ম-বৃত্তান্তের সূত্রকথন।

ভরদ্বাজ শৃণুষ্বাদ্য সীতাজন্মনি কারণম্।
পুরা ত্রেতাযুগে কশ্চিৎ কৌশিকো নাম বৈ দ্বিজঃ॥
বাসুদেবপরো নিত্যং নামগানরতঃ সদা।
ভোজনাসনশয্যাসু সদা তদগ্‌তমানসঃ॥
উদঞ্চরিতং বিষ্ণোর্গায়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
বিষ্ণুস্থলা সমাসংগ্য হরেঃ ক্ষেত্রমনুত্তমম্॥
অগায়ত হরিং তত্র তালগুণলয়ান্বিতম্।
মূর্চ্ছানামূর্চ্ছযোগেন শ্রুতিমণ্ডলবেদিতম্॥
ভক্তিযোগসমাপন্নো ভিক্ষামশ্নাতি তত্র বৈ।
তত্রৈনং গায়মানঞ্চ দৃষ্ট্বা কশ্চিৎ দ্বিজস্তথা॥
পদ্মাক্ষ ইতি বিখ্যাতস্তস্মৈ চান্নং দদৌ সদা।
সকুটম্বো মহাতেজা অশ্ননন্নঞ্চ তস্য বৈ॥
কৌশিকো হি তদা হৃষ্টো গায়ন্নাস্তে হরিং প্রভুং।
শৃণ্বন্নাস্তে স পদ্মাক্ষঃ কালে কালে চ ভক্তিতঃ॥
কালক্রমেণ সম্প্রাপ্তাঃ শিষ্যত্বং কৌশিকস্য চ।
সপ্ত রাজন্যবৈশ্যানাং বিপ্রাণাং কুলসম্ভবাঃ॥

এত যদি করিলেন বাল্মীকি প্রকাশ। শুনি ভরদ্বাজ ঋষি পূর্ণ অভিলাষ॥ পুনর্ব্বার কহিলেন করিয়া বিনয়। কি কথা কহিলে গুরু শীতল হৃদয়॥ মনের পিপাসা ইথে নহে নিবারণ। আর কিছু কর রাম কথার বর্ণন॥ শুনিয়া শিষ্যের কথা বাল্মীকি সুকবি। কহিতে লাগিল শুন মনেতে উৎসবি॥ রাম জন্ম-কথা এবে করিলে শ্রবণ। শুন কহি সীতা-জন্ম অপূর্ব্ব কথন॥ পূর্ব্বকালে কৌশিক নামেতে একজন। আছিলেন ধরাধামে তেজস্বী ব্রাহ্মণ॥ তিনি হে নিয়ত মাত্রে মুদিয়া নয়ন। এক চিত্তে ডাকিতেন দেব নারায়ণ॥ সেই নামে সেই গানে উন্মত্ত হইয়া। কাটাতেন দিবানিশি একান্ত হইয়া॥ কি ভোজন কি শয়ন কিবা উপবিষ্ট। [illegible]

কি আর বলিব শিষ্য তোমার গোচর। বিষ্ণু-লীলা গান মুখে করি নিরন্তর ॥ বিষ্ণুক্ষেত্রে গমন করিয়া দ্বিজবর। মূর্চ্ছন মূর্চ্ছনা যোগে সঁপিয়া অন্তর ॥ মধুর শ্রীতাল মানে উন্মত্ত হইয়া। ভক্তিযোগে হরিগুণ গাহিয়া গাহিয়া ॥ আপন জীবিকা ব্রত তাহে নির্ব্বাপণ। করিতে লাগিল দ্বিজ হ'য়ে হৃষ্টমন ॥ তাঁহার এরূপ ভাব করি দরশন। তথায় পদ্মাক্ষ নামে এক সুব্রাহ্মণ ॥ নিত্য নিত্য তারে অতি ভকতি করিয়া। তুষিতে লাগিল দিব্য আহার যে দিয়া ॥ মহাতেজা কৌশিক সে আহার পাইয়া। একবারে হরিগুণে উন্মত্ত হইয়া ॥ সেই স্থানে অবস্থান করিয়া আনন্দে। গাইতে লাগিল হরি গুণ প্রেমানন্দে ॥ তাঁহার সে সাধুভাব করি নিরীক্ষণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আদি সপ্তজন ॥ হইলেন তাঁর শিষ্য ভক্তির সহিত। সকলেই হরি-লীলা গানে বিমোহিত ॥ হেরি সে পদ্মাক্ষ দ্বিজ তাঁদের সহিত। কৌশিকে আহারাদি দিয়া করিলেন স্থিত ॥ তাহাতে কৌশিক দ্বিজ হ'য়ে হৃষ্টমন। সহ শিষ্য সেই স্থানে রন সর্ব্বক্ষণ ॥ বিষ্ণুস্থলী নাম সেই স্থানের যে হয়। হরি লীলা গুণ গানে তথা সবে রয় ॥ তথা ছিল এক বৈদ্য মাধব নামেতে। বাসুদেব পরায়ণ বৈষ্ণব মধ্যেতে ॥ তথা হরি লীলা গান করিয়া শ্রবণ। একেবারে ভক্তিভরে হইয়া মগন ॥ হরির উদ্দেশ্যে করি মাল্য সমর্পণ। মণ প্রাণ হরি পদে করিল অর্পণ ॥ মাধবের ছিল এক ভার্য্যা গুণবতী। নাম তার মালতী যে অতি শুদ্ধমতি। তিনিও প্রত্যহ উঠি প্রভাত কালেতে। গোময়াদি নানা দ্রব্য লইয়া সঙ্গেতে ॥ সেই হরিক্ষেত্র স্থান যতন করিয়া। করিতেন সুললিত ভক্তি সঞ্চারিয়া ॥ মধুর সে হরি গান শুনিয়া কর্ণেতে। রহিলেন সেই খানে পতির সঙ্গেতে ॥ অনন্তর কুশস্থলী দেশ সমুদ্ভুত। দৃঢ় ব্রত অত্যুত্তম বিপ্র পঞ্চাশত ॥ হরিসংকীর্ত্তন হেতু তথায় আইল। হেরিয়া কৌশিকে ভক্তি রসেতে গলিল ॥ ভক্তিভরে করিতে লাগিল তার সেবা। সে ভক্তির কথা বর্ণে হেন আছে কেবা ॥ হরিলীলা গানে মত্ত হ'য়ে সর্ব্বজন। সেইখানে করিলেন রামের সৃজন ॥ তখন সে কৌশিকের গান মনোহর।

সুপ্রসিদ্ধ বলিয়া রচিল সর্ব্বোত্তর ॥ কলিঙ্গ নামেতে তথা এক নৃপ ছিল। তাঁর হরিনাম গান যে কালে শুনিল ॥ স্বয়ং আসিয়া রাজা তাঁহার সদন। করিলেন যোড় হস্তে এই নিবেদন ॥ হে কৌশিক গুণধাম সাধুর চরিত। তব হরিলীলা গান অন্তিমের হিত ॥ বড়ই সন্তুষ্ট আমি শুনিনু শ্রবণে। নিবেদন করি এবে তোমার চরণে ॥ অনুগ্রহ করি আজ নিজ সম্প্রদায়। করহ আমার গুণ গান হে ত্বরায় ॥ রাজমুখে হেন বাক্য কৌশিক শুনিয়া। কহিল রাজার প্রতি বিনয় করিয়া। নিবেদন করি রায় তোমার সদন। হরিনাম বিনা গান না করি কখন। হরি নামে পুর্ণ এই আমার রসনা। অন্য গান গাহিবারে না করি বাসনা ॥ অন্য লীলা গুণ গান আমার বদনে। না আসিবে মহারাজ শুনুন শ্রবণে ॥ শুনিয়া রাজন মনে দুঃখিত হইয়া। কহিল তাঁহার সব শিষ্যকে চাহিয়া ॥ তোমরা আমার লীলা গুণ কর গান। শুনিয়া শীতল করি মম দগ্ধ প্রাণ ॥ কৌশিকের প্রিয়শিষ্য হন পঞ্চজন। বশিষ্ঠ গৌতম অরুণিক এ বর্ণন ॥ আর হন সারস্বত বৈশ্য চিত্রমাল। কহিলেন শুন শুন ওহে মহী-পাল ॥ আমাদের জিহ্বা কর্ণ হরিনাম বিনে। কখন অন্যের লীলা কর্ণে নাহি শুনে ॥ বিষ্ণুতেই মতি গতি আমা সবাকার। হরিনাম কৃষ্ণনাম করি অনিবার ॥ তথাকার আর ছিল যত কবিগণ। তাহারা কহিল এই রাজার সদন ॥ শুন মহারাজ তোমা করি নিবেদন। হরিনাম বিনা গীত না রচি কখন ॥ তোমার নামেতে গীত কেমনে রচিব। না আসিবে ছন্দ বন্দ বল কি করিব ॥ শ্রোতাগণ সেখানেতে যত জন ছিল। তাহারা বিনয় করি রাজারে কহিল ॥ শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন। শুনিবারে হরি নাম মগ্ন সদা মন ॥ তোমার এ লীলা গান বল কে শুনিবে। শুনিতে তোমার গান চিত্ত না লইবে ॥ মণীন্দ্র বলয়ে রায় না কহ এ কথা। শুনিলে হরির নাম ঘুচে সর্ব্ব ব্যথা ॥

কলিঙ্গরাজ নিজ চরিত্র গান করিতে স্বীয় ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়া কৌশিক ও তৎশিষ্যগণের দুরবস্থা করেন।

তৎ শ্রুত্বা পার্থিবো রুষ্টো গীয়তামিতি চাব্রবীৎ।
স্বভৃত্যান্ ব্রাহ্মণা হেতে কীর্ত্তিং শৃণ্বন্তি বৈ যথা ॥
ন শৃণ্বন্তি কথং তস্মাৎ গীয়মানং সমন্ততঃ।
এবমুক্তাস্তদ্‌ভৃত্যাশ্চ জগুঃ পার্থিবসত্তমম্ ॥
নিরুদ্ধকর্ণা বিপ্রাস্তে গানে বৃত্তে সুদুঃখিতাঃ।
কাষ্ঠশঙ্কুভিরন্যোঽন্যাং শ্রোত্রাণি বিভিদুঃ কিল ॥
কৌশিকাদ্যাস্তু তাং জ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং নৃপস্য চ।
নির্ব্বন্ধং কুরুতে তস্মাৎ স্বগানেঽসৌ নৃপঃ স্থিরম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা তে সুনিয়তা জিহ্বাগ্রং চিচ্ছিদুঃ স্বকম্।
ততো রাজা সুসংক্রুদ্ধঃ স্বদেশাত্তান্ ব্যবসয়ৎ ॥
আদায় বিত্তং সর্ব্বেষাং ততস্তে জগ্মুরুত্তরাম্।
দিশমাসাদ্য কালেন কালধর্ম্মেণ যোজিতাঃ ॥

এ কথা শ্রবণ করি কলিঙ্গ নৃপতি। ক্রোধেতে উন্মত্ত হৈয়া করিলা অনীতি ॥ আপনার ছিল যত প্রিয় ভৃত্যগণ। কহিল সবার প্রতি এই সে বচন ॥ তোমরা সকলে মিলে মম লীলা গান। গাইয়া পূর্ণিত কর এই তপঃস্থান ॥ উচ্চৈঃস্বরে কর গান একান্ত হইয়া। যাহাতে শুনিতে পায় ইহারা বসিয়া ॥ দেখিব আছয়ে যত ব্রাহ্মণের গণ। কেমনে আমার গান না করে শ্রবণ ॥ এইরূপ আজ্ঞা যদি করিল নৃপতি। শুনিয়া সকল ভৃত্য স্থির করি মতি ॥ আরম্ভ করিল তথা রাজলীলা গান। একেবারে পূর্ণ হৈল সেই তপঃস্থান ॥ তাহাদের সেই গান আরম্ভ হইলে। যতেক ব্রাহ্মণগণ একত্রেতে মিলে ॥ স্বীয় স্বীয় কর্ণে হস্ত করিয়া প্রদান। রহিলেন তথা বসি হ'য়ে ম্রিয়মাণ ॥ কৌশিকাদি হরিব্রতাচারী যাঁরা ছিল। যে কালে রাজার নীতি এরূপ হেরিল ॥ মনে মনে করিলেন এই সে চিন্তন। কেন রাজা হেন ভাব কৈল প্রদর্শন ॥

এত বলি সাধুগণ আপন রসনা। ছেদন করিয়া সবে হইল বিমনা॥ তাহা হেরি নৃপবর মহাক্রুদ্ধ হৈয়া। একে একে সেই সব সাধুকে ধরিয়া॥ তাঁহাদের যত সব সম্পত্তি আছিল। বল করি একেবারে সকল লইল॥ পরেতে করিয়া রায় মহা অত্যাচার। সকলে তাড়ায়ে দিল করি মহামার॥ উপায় না হেরি তাঁরা বিষণ্ণ বদনে। চলিল উত্তর মুখে স্মরি নারায়ণে॥ কালবশে তারা সব হইল নিধন। শুন ভরদ্বাজ ঋষি এই বিবরণ॥ এ কথা শুনিয়া ভরদ্বাজ ঋষিবর। কহিলেন বিনয়েতে এই সে উত্তর॥ একি কথা গুরুদেব শুনিনু শ্রবণে। বাসুদেব গুণ গান করিয়া বদনে॥ অন্তিমে এমন দশা হইল ঘটন। এবা কোন্ কথা গুরু নাহি লয় মন॥

গীত।

একি কথা অসম্ভব শ্রবণ করি শ্রবণে।
অন্তিমে অপার দুঃখ হরিনাম করি বদনে॥
হরিনাম যেই গায়, অন্তে রাঙ্গা চরণ পায়,
একি কথা মহাশয়, প্রতীত হয় মনে॥

ওহে গুরু একি কথা করিনু শ্রবণ। হরি লীলা গান করি যত সাধুগণ॥ অন্তিমে তাঁদের দুঃখ হইল অপার। প্রকাশিয়া কহ গুরু এই তথ্য সার॥ হাসিয়া বাল্মীকি দেব করিল উত্তর। কেন শিষ্য হও তুমি কাতর অন্তর॥ অতঃপর কহি শুন তার বিবরণ। যাহাতে তোমার সন্ধ হইবে মোচন॥ রাজ অত্যাচারে সেই সাধু মহাজন। করিল মানব-লীলা দুঃখ সম্বরণ॥ যেকালে শমনপুরে করিল গমন। তাঁদের দর্শন করি আপনি শমন॥ কতরূপ মনে মনে চিন্তিতে লাগিল। বিধি কি বিধান এই এদের করিল॥ এইরূপ মনে মনে চিন্তিয়ে শমন। এক্ষণে সে সব কথা শুন বাছাধন॥ স্বয়ং সে বিধিবর দেব পদ্মাসন। এই সব প্রত্যক্ষেতে করি দরশন॥ বিস্ময় করিয়া যত সুরপতিগণে। কহিতে লাগিল বাক্য সুধা সম্বোধনে॥

শুন ওহে দেবগণ আমার ভারতী। কৌশিকাদি দ্বিজগণ সাধু মহামতি॥ অবিরত হরি গান বদনে করিয়া। এবে লীলা সম্বরিল ধরায় থাকিয়া॥ যদি নিজ নিজ পদ রাখিবারে চাও। আমার বচনে সবে শীঘ্রগতি যাও॥ শমনের পুরে তারা আছে সর্ব্বজন। সত্বরে তাঁদের এবে কর আনয়ন॥ হইবে মঙ্গল ইথে তোমা সবাকার। আমার মুখের বাক্য এই জান সার॥ এত যদি পদ্মাসন কহিল বচন। স্বকর্ণে শ্রবণ করি যত দেবগণ॥ শূন্যমার্গে আরোহণ করি দেবগণ। কৌশিক কৌশিক বলি করেন আহ্বান॥ কোন দেব মালতী মালতী ব'লে ডাকে। কেহ বা পদ্মাক্ষ বলি ডাকে পাকে পাকে॥ দেবের অলঙ্ঘ্য বাক্য ওহে ঋষিবর। যেইকালে সে সবার হইল গোচর॥ সকলেই আসি সেই রথেতে বসিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেতে রথ চালাইয়া দিল॥ ব্রহ্মলোকে আসি রথ ক্ষণে উত্তরিল। ব্রহ্মা হেরি তাহা সবে আনন্দে পূরিল॥ কৌশিকির প্রতি ব্রহ্মা হ'য়ে তুষ্ট মন। কহিলেন কৌশিকিকে করি সম্বোধন॥ কহ কহ কৌশিকি হে সুধাই তোমায়। ভাল ত আছহ তুমি হরির কৃপায়॥ তুমি সাধু মহাভক্ত হরিতে ভকতি। হেরিয়ে তোমার মুখ বড় হৈনু প্রীতি॥ এইরূপে যবে ব্রহ্মা কৈল সম্বোধন। হেরিয়া ব্রহ্মার ভাব যত দেবগণ॥ একবার উচ্চনাদে কৈল কোলাহল। ধন্য হে কৌশিক বলি সবে উতরোল॥ পদ্মাসন সেই কালে যত দেবগণে। বুঝাইলা বিধিমতে মধুর বচনে॥ সান্ত্বনা করিয়া সবে হয়ে হৃষ্ট মন। সেই হরি ভক্ত যেই কৌশিকি ব্রাহ্মণ॥ তাঁহাকে লইয়া দেব মুনিগণ সঙ্গে। চলিলেন বিষ্ণুলোকে ভক্তি রস রঙ্গে॥ এখানেতে শুন বিষ্ণুলোকের কথন। হরি গুণ গানে বিজ্ঞ যত যত জন॥ সনকাদি সনাতন আর শ্রীনারদ। সকলেই বিষ্ণুরূপ হন বিশারদ॥ স্বয়ং বিষ্ণু বসি এথা উত্তম আসনে। তাঁহাদের ভক্তি গান শুনেন শ্রবণে॥ আর আর নানা প্রাণী শ্বেত দ্বীপবাসী। সকলে করিছে সেবা পদতলে বসি॥ এহেন সময়ে ব্রহ্মা হয়ে হৃষ্ট মন। কৌশিকাদি হরিগুণ গ্রাহী যতজন॥ সঙ্গে লয়ে

সেই স্থানে হয়ে উপনীত। আরম্ভ করিল স্তব যথা শাস্ত্রনীত॥ গরুড়ধ্বজের স্তব করিল অপার। শুনিয়া হইল হরি আনন্দ অপার॥ ব্রহ্মাকে যতন করি করিলা আহ্বান। কহিলেন ভাল ভাল ওহে মতিমান॥ তদন্তে মনেতে প্রীতি হয়ে অতিশয়। কৌশিকাদি করি যত দ্বিজ ভক্তচয়॥ সকলেরে কহিলেন প্রিয় সম্বোধন। বসিবারে কহি দিলা দিব্য সিংহাসন॥ এরূপ মহান কার্য্য যখন ঘটিল। আর আর ভক্ত তথা যত সবে ছিল॥ হরি জয় হরি জয় সকলে বলিয়া। উঠিলেন উচ্চরবে আনন্দে মোহিয়া॥ তখন শ্রীহরি মনে হয়ে অতি প্রীতি। করিলেন ব্রহ্মা প্রতি এই আজ্ঞানীতি॥ শুন শুন পদ্মাসন আমার বচন। কখন না করিবেক একথা খণ্ডন॥ কৌশিকের হরিগুণ গানের যে অর্থ। যেই দ্বিজগণ সব বুঝিতে সমর্থ॥ একবারে তাহাতেই মন মজাইয়া। না শুনিলা অন্য গান ভ্রমেও পড়িয়া॥ সেই সব কুশস্থলী বাসী দ্বিজগণে। সতত আসিতে দিবে আমার সদনে॥ কেন না ইহারা সব করিয়া যতন। করিলেক কৌশি-কের মানস পূরণ॥ ইহারা আমার ভক্ত জান পদ্মাসন। দেবযোগ্য এরা সব জান সর্ব্বক্ষণ॥ সাধ্য নামে দেবতা যে হইলেন এরা। অধিক এদের তত্ত্ব কি কহিব বাড়া॥ আমার নিকটে এরা সতত আসিবে। কোন মতে কখনই বাধা নাহি দিবে॥ এইরূপ দেব হরি ব্রহ্মাকে কহিয়া। পুনশ্চ কৌশিক প্রতি কহিল চাহিয়া॥ শুন শুন ওহে প্রাজ্ঞ কৌশিক ব্রাহ্মণ। তুমি হও প্রিয়ভক্ত মহাজ্ঞানী জন॥ বিদগ্ধ নামেতে তুমি গণাধিপ হৈয়া। তোমার যে দল বল সমস্ত লইয়া॥ আমি যেই স্থানে বসে করি অবস্থান। সেই স্থানে বসে তুমি রবে মতিমান॥ তদন্তে কহিলা হরি মালবের প্রতি। শুন হে মালব তুমি আমার ভারতী॥ যত দিন এই সৃষ্টি রবে বর্ত্তমান। এত দিন দিব্য রূপে তুমি হে শ্রীমান॥ ভার্য্যা আর অনুচর-গণের সহিত। আমার আলয়ে বাস সাধ মনোনীত॥ তৎপরেতে কহিলেন পদ্মাক্ষের প্রতি। শুনহ পদ্মাক্ষ তুমি আমার ভারতী॥ আমার বচনে তুমি কুবের হইয়া। কর মম পুরে বাস আনন্দে

ডুবিয়া ॥ তদন্তে কহিল হরি পুনঃ পদ্মাসনে। শুন শুন পদ্মাসন তুমি হে এক্ষণে ॥ হরি ভক্ত হন এই কৌশিক ব্রাহ্মণ। হইলেন গণাধিপ দেবতা গণন ॥ সত্বরেই তাঁহাকে হে তুমি আদি সব। অবিরত করিবেক গণ মন্ত্রে স্তব ॥ আমার সহিত সেই গণ অধিপতি। করিবেক মম লোকে সতত বসতি ॥ আর এই যে সকল ব্রাহ্মণের গণ। আমাতেই মন প্রাণ করিল অর্পণ ॥ আমা গুণ গান ভিন্ন অন্য হে কখন। কভু না করিল এরা কর্ণেতে শ্রবণ ॥ অন্য নাম যেই কালে হইল কীর্ত্তন। কর্ণ দ্বারে হস্ত দিয়া করিল বারণ ॥ এই সব মম ভক্ত যত দ্বিজগণ। করিল দেবত্ব লাভ শুন পদ্মাসন ॥ সে কারণে এরা সবে আমার সদনে। করিবারে বসবাস পাইল এক্ষণে ॥ আর কথা শুন ওহে তুমি বিধিবর। মালব ভার্য্যার সহ হয় একোত্তর ॥ আমার ক্ষেত্রেতে বসি ব্রত আচরিয়া। করিল আমার পূজা একান্ত হইয়া ॥ পরে যত বিপ্র সহ হয় একোত্তর। শুনিল আমার গান বসি নিরন্তর ॥ তৎ কারণ ওহে বিধি মালব এখন। করিলেক এই স্থান লাভ সর্ব্বক্ষণ। আর যে পদ্মাক্ষ ছিল কৌশিকের কাছে। কৌশিকে রাক্ষস সদা বাধা দেয় পাছে ॥ অন্ন দিয়া কৌশিকের রক্ষিলেন প্রাণ। হইল কুবের এবে আমার যে স্থান ॥ আমার নিকটে বাস সদত করিবে। সর্ব্বলোক পূজ্য বলি সকলে বলিবে ॥ এই রূপ কহি হরি ব্রহ্মার সদন। করিলেন আপনার বাক্য সম্বরণ ॥ তদন্তে আপন সেই ভক্তগণে লয়ে ॥ আপনার পদ্ম হস্তে পরিচর্য্যা করে। সকলের সেবা আদি করিতে লাগিলা। ভক্তগণ মহাসুখে তথায় বঞ্চিলা ॥ হরিকে বেষ্টন করি তারা সর্ব্বক্ষণ। হরিগুণ গান করি কাটায় জীবন ॥ মণীন্দ্র দাসের দাস কৃষ্ণ পদে মন। লিখিল ভাষায় গ্রন্থ করিয়া রচন ॥

ভরদ্বাজের প্রতি বাল্মীকির উত্তর।

কহিলা বাল্মীকি মুনি হয়ে হৃষ্ট মন। শুন শুন বাছাধন করিয়া যতন ॥ হরিতে যাহার মতি রয় সর্ব্বক্ষণ। তার কি কখন

হয় সুমিষ্ট ঘটন॥ তৎপরের কথা শুন হয়ে এক মন। হরি ভকতের মান্য হয় হে কেমন। ব্রহ্মা আদি দেবগণ হরিভক্ত কাছে। কখন না শোভা পায় রহে সবে পাছে॥ এইরূপ হরিভক্ত সবে করে স্থিতি॥ সাধিতে তাদের প্রীতি দেব লক্ষ্মীপতি॥ ক্ষণচিন্তা করিলেন মানস মধ্যেতে। শুন সে আশ্চর্য্য কথা তুমি এক্ষণেতে॥

গীত।

হরিভক্ত জনে কোথা আছয়ে শমন ভয়।
হরিভক্ত প্রেমে মত্ত, সদা প্রেমে মগ্ন রয়॥
হরি প্রেম সুধারসে, সদা ভক্ত সুখে ভাসে,
তারা কি এ ভব পাশে, আর বন্দি হয়ে রয়॥

ব্রহ্মাদি দেবগণের দর্প চূর্ণ।

তস্মিন্ ক্ষণে সমারব্ধো মধুরাক্ষসপেশলৈঃ।
মহামহোৎসবস্তত্র কৌশিক প্রায়তেঽদ্ভুতঃ॥
বিপতী-গুণতত্ত্বজ্ঞৈর্ব্বাদ্যবিদ্যাবিশারদৈঃ।
ততস্তং শ্রবণায়ালং চেটিকোটিসমাবৃতা॥
গায়মানা সামায়াতা লক্ষ্মীর্বিষ্ণুপরিগ্রহা।
বৃতা সহস্রকোটিভি র্ব্বেত্রপাণিভিরাশুগৈঃ॥
ব্রহ্মাদি সুরসঙ্ঘানাং ঘনং দৃষ্টা সমাগমম্।
চেটিনাধিপাত্তষ্টা ভুষণ্ডীপরিঘান্বিতাঃ॥
ব্রহ্মাদি স্তর্জ্জজস্ত স্তান্ মুনিশ্চাপি সমন্ততঃ।
উৎসার্য্য দৃঢ়সংহৃষ্টা বিষ্ঠিতাঃ পর্ব্বতোপমাং॥

শুন ঋষি সেইক্ষণে হরির মানসে। বীণাবাদ্য বিশারদ মজি ভক্তি রসে॥ আইল মধু রাক্ষস হয়ে হৃষ্টমন। কৌশিকিরে করিবারে তুষ্ট সম্বোধন॥ আর হে করিল তথা মহা মহোৎসব।

এমন করিল গান শুনে মত্ত সব ॥ ঐ গান শুনিবারে বিষ্ণুর ভাবিনী। সঙ্গে এক চেড়ী লয়ে মানসমোহিনী ॥ হরি আলাপন গান করিতে করিতে। একেবারে আইলেন সে সভা মধ্যেতে ॥ চেড়ীগণ বেত্র হস্তে করেন রক্ষণ। পরিচারিণীরা সব গানেতে মোহন ॥ ব্রহ্মা আদি দেব মুনি তথায় আছিল। তাঁহাদের জনতায় জনতা হেরিল ॥ ভুষণ্ডী পরিঘধারী যত চেড়ীগণ। সকলের প্রতি রুষ্ট হয়ে সেইক্ষণ ॥ তর্জ্জন গর্জ্জন করি ব্রহ্মা মুনি দেবে। একে একে সরাইয়া দিল তারা সবে ॥ ব্রহ্মা মুনি দেবগণ করি নিঃসারিত। বসিলেক জনে জনে হয়ে আনন্দিত ॥ পর্ব্বত সদৃশ সবে বসিল তথায়। হেরি ব্রহ্মা দেব মুনি অতি ক্ষুণ্ণকায় ॥ আর না তথায় করি ক্ষণ অবস্থান। করিলেন দেবগণ সহিত প্রস্থান ॥ দ্বারদেশে আসি এই কহিলেন বাণী। উপযুক্ত হইয়াছে এবে সবে মানি ॥ এইরূপ কহি সবে ক্ষোভ শূন্য হৈয়া। রহিলেন বহির্দ্দেশে সবে দাণ্ডাইয়া ॥ সকলের যোড় হস্ত ভক্তি অতিশয়। কাহার মনেতে তাতে কভু ক্ষোভ নয় ॥ ঐ সে কালেতে ঋষি করহ শ্রবণ। আইল তুম্বুরু ঋষি বিজ্ঞ মহাজন ॥ অনেক সম্মান সহ তথায় বসিল। কৌশিকের প্রীতি অর্থে শ্রীহরি কহিল ॥ কর ঋষি শুভগান এখানে কীর্ত্তন। শ্রবণ করিয়া হই সদা তুষ্টমন ॥ হরির আদেশে সেই তুম্বুরু যে ঋষি। কৌশিকি সম্মুখ ভাগে তখন যে বসি ॥ নানা মূর্চ্ছনায় গান আরম্ভ করিল। তাল মান সহকারে সকলে মোহিল ॥ সুমধুর স্বরে গান হয় সর্ব্বক্ষণ। কত বীণা কত বেণু করয়ে নিঃস্বন ॥ অনন্তর নানাবিধ রত্ন সমন্বিত ॥ পারিজাত মাল্য ও বসন সুরাজিত ॥ শ্রীহরির নিকটেতে লভি পুরস্কার। আনন্দেতে চলিল ঋষি আপন আগার ॥ সেইকালে ব্রহ্মা আদি দেব সমুদয়। সকলেতে আইলেন আপন আলয় ॥ মুনিগণ জয়নাদ করিতে করিতে। চলিলা আপন স্থানে হয়ে আনন্দিতে ॥ সেই কালে শ্রীনারদ আছিল তথায়। তুম্বুরু হরির ক্রিয়া হেরি আপনায় ॥ শোকেতে আকুল হয়ে দেব ঋষিবর। করিতে লাগিল চিন্তা বিষণ্ণ অন্তর ॥ তাঁহার হৃদয় মন তাহার কারণ।

হেরিতে হইল যেন কালীয়া বরণ ॥ তদন্তে তাঁহার ক্রোধ হৈল অতিশয়। কহিতে সে ক্রোধ সীমা বর্ণিত না হয় ॥ কমলার চেড়িগণ সেই সে কালেতে। করিলেন বহিষ্কৃত চিন্তিয়া মনেতে। সহসা লক্ষ্মীর প্রতি দিলা অভিশাপ। খণ্ডাইতে আপনার মনের সন্তাপ ॥ এতেই হইল মুনি সীতা অবতার। আর কি কহিব বাছা নিকটে তোমার ॥ মণীন্দ্র দাসের দাস কৃষ্ণ পদে মন। রচিল ভাষায় গ্রন্থ করিয়া যতন ॥

বাল্মীকির প্রতি ভরদ্বাজের প্রশ্ন।

এত যদি করিলেন বাল্মীকি উত্তর। শুনি ভরদ্বাজ মুনি হয়ে হৃষ্টান্তর ॥ কহিলেন গুরু প্রতি করিয়া বিনয়। কহ কহ গুরুদেব হইয়া সদয় ॥ কিবা শাপ দিল মুনি ক্রোধের কারণ। কোথায় হইল তাহে লক্ষ্মীর জনম ॥ বিশেষ করিয়া গুরু কহ মম স্থানে। শুনিয়া সন্তুষ্ট হই দগ্ধ এই প্রাণে ॥ অতি গুহ্য কথা এই মানি নিজ মনে। শুনিয়া শীতল করি আমার শ্রবণে ॥ মহা তেজস্বিন্ সেই হয় মুনিবর। তাঁহার বচন কভু নহে অন্যতর ॥ প্রকাশিয়া কহ মুনি এ দাসের প্রতি। শুনিয়া তোমার স্থানে মনে হই প্রীতি ॥ এত যদি কহিলেন ভরদ্বাজ ঋষি। কহিল তাঁহার প্রতি বাল্মীকি সম্ভাষি ॥ শুন ভরদ্বাজ শিষ্য হ'য়ে এক মন। কহি সে লক্ষ্মীর শাপ তোমার সদন ॥

নারদের অভিশাপে লক্ষ্মীর রাক্ষসী-গর্ভে জন্ম কথন।

ততঃ ক্রোধেন মহতা জজ্বাল মুনিপুঙ্গবঃ।
লক্ষ্মীং শশাপ সহসা তদ্দাসীভির্নিরাকৃতঃ॥
যদহং রাক্ষসং ভাবং গৃহীত্বা বিষ্ণুকান্তয়া।
চেটীভির্ব্বারিতোদূরঃ বেত্রেণ তেন তাড়িতঃ॥
তস্মাৎ সঞ্জায়তাং লক্ষ্মী রাক্ষসী-গর্ভসম্ভবা।
যতোঽহং বহিরাক্ষিপ্তশ্চেটীভিঃ সাবহেলনম্॥
হেলয়া রাক্ষসী চ ত্বাং বহিঃ ক্ষেপ্স্যতি ভূতলে।
ইত্যুক্তে নারদেনাথ চকম্পে ভুবনত্রয়ম্॥

ক্রোধেতে নারদ মুনি হইয়া বিভোর। করিলেন এই স্থানে এই সে উত্তর॥ শুন ওহে বিষ্ণু ভার্য্যা লক্ষ্মী গুণবতী। তব কার্য্য মত ফল শুনহ ভারতী॥ রাক্ষস আচার যেন করি প্রদর্শন। চেড়িগণ দিয়া কৈলে মানের হরণ॥ তাহার উচিত এই শুনহ শ্রবণে। রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম হইবে এক্ষণে॥ যেমনও চেড়িগণ রাক্ষসীর প্রায়। অনায়াসে খেদাড়িয়া দিলেক আমায়॥ রাক্ষসীর গর্ভে তোমা জনম হইবে। জন্মিবা মাত্রেতে তোমা দূরে ফেলি দিবে॥ এত বলি মুনিবর যবে শাপ দিলা। শ্রবণেতে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিলা॥ দেব ও দানব আর গন্ধর্ব্বের গণ। সকলেই হাহাকারে করিল রোদন॥ কিন্তু সে নারদ তাহে ক্ষান্ত না হইল। স্মরি নিজ অপমান কহিতে লাগিল॥ আহা একি সহ্য হয় আমার এ প্রাণে। তুম্বুরু পাইল মান নারায়ণ স্থানে॥ ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমার উপর। আমার অধিক আর কে মূঢ় পামর॥ চেড়িগণ আসি কিনা আমার সদন। করে দিল বহিষ্কৃত হীনের মতন॥ এত অপমান আমি কেমনেতে সহি। কেমনে এ মুখ আমি অন্যকে দেখাই॥ আহা কি তুম্বুরু কৈল মম অপমান। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ স্থির নহে প্রাণ॥ এইরূপ শ্রীনারদ নিজে ধিক্ দিয়া। হইয়া অতীব দুঃখী রহেন বসিয়া॥ এখানে শ্রীনারায়ণ করিলা শ্রবণ।

হইল লক্ষ্মীর শাপ অকথ্য কথন ॥ আর না থাকিতে পারি স্থির চিত্ত হৈয়া। তখনই কমলারে সঙ্গেতে লইয়া ॥ আসিয়া নারদ কাছে কুণ্ঠিত হইয়া। দিলেন লক্ষ্মীকে তার চরণে ফেলিয়া ॥ অতীব বিনয় করি লক্ষ্মী গুণবতী। কহিলা নারদ প্রতি এই সে ভারতী ॥ মম প্রতি যেই শাপ দিলে মুনিবর। কে করিতে পারে বল তাহার অন্তর ॥ এক্ষণেতে এই নিবেদন এ দাসীর। শুনিয়া তোমার শাপ পরাণ অস্থির ॥ এই সুবিধান দেব কর মম প্রতি। রাক্ষসীর গর্ভে মম হইবেক স্থিতি ॥ সেই সে রাক্ষসী যেন হ'য়ে মত্ত ঘোর। যত মুনি ঋষি রবে বনের ভিতর ॥ তাহাদের গাত্র রক্ত অল্প পরিমাণে। লইয়া পূরিবে কুম্ভ অতীব যতনে ॥ তদন্তে করিবে ওহে সেই রক্ত পান। তবে যেন মম জন্ম হয় মতিমান ॥ মুনি রক্তে মম যেন জন্ম বৃদ্ধি হয়। কর এ বিধান দেব হইয়ে সদয় ॥ মম যেন শুক্র আর শোণিত যোগেতে। নাহি জন্ম হয় সেই রাক্ষসী গর্ভেতে ॥ লক্ষ্মীর এরূপ বাক্য শুনি তপোধন। ক্ষণকাল মনে মনে করিয়া চিন্তন ॥ কহিলেন তাহাই হইবে তব প্রতি। তার জন্য চিন্তা তব নাহি গুণবতী ॥ এ কথা শ্রবণে লক্ষ্মী হ'য়ে হৃষ্টমন। হইলেন স্থিরচিত্ত ত্যজিয়া বেদন ॥

গীত।

আর দুঃখ দিও না হরি, এই দীন হীন জনে।
দুঃখ ভার আর বইতে নারি,
একবার চাও কৃপা নয়নে ॥
ওহে হরি হৃষীকেশ, কত সহে প্রাণে ক্লেশ,
ক্রমে তনু হ'ল শেষ, শেল সম দংশে প্রাণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের গানবন্ধুর নিকট যাইতে নারদকে আদেশ ও
নারদের গানবন্ধুর নিকট গমন কথন।

নারদস্তু অথেত্যাহ অস্যাঃ সর্ব্বং হি দারুণম্।
ততো নারায়ণো দেবঃ প্রোক্তবান্ নারদং মুনিম্ ॥
নাহং দানৈর্ন তপসা নেজ্যয়া নাপি তীর্থতঃ।
সন্তুষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথা নাম্নাং প্রকীর্ত্তনাৎ ॥
গানেন নামগুণয়োর্ম্মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
নিদর্শনং কৌশিকোঽত্র গানান্মল্লোকমাপ্নুয়াৎ ॥
মূর্চ্ছনাদিযুতং গানং নাম্নামতি মম প্রিয়ম্।
তুম্বুরুস্তৎপ্রভাবেন প্রিয়স্তত্ত্বোঽপি মে দ্বিজ ॥
মূর্চ্ছনাতালযোগেন গানেন ত্বং তথা ভব।
উলূকেন পশ্য গত্বা ত্বং যদি গানে মতিস্তব ॥
মানসোত্তরশৈলে তু গানবন্ধুরিতি স্মৃতঃ।
তদ্গচ্ছ শীঘ্রং শৈলেন্দ্রং গানবাংস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥

এইরূপ লক্ষ্মী কথা হৈলে অবসান। কহিলেন শ্রীনারদে দৈব নারায়ণ ॥ ওহে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দ্বিজ ব্রহ্মার নন্দন। সার তত্ত্ব কথা এবে করহ শ্রবণ ॥ নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব তপস্যার সার। নাম সঙ্কীর্ত্তনে মম আনন্দ অপার ॥ নাম-সঙ্কীর্ত্তনে আমি যত তুষ্ট হই। দান ও তপস্যা যজ্ঞে তীর্থেতেও নই ॥ মম নাম গুণ গান যেইজন করে। আমার সাযুজ্য মুক্তি লভে সে সত্বরে ॥ মূর্চ্ছনাদি সম্বলিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন। আমার অতীব প্রিয় জান সর্ব্বক্ষণ ॥ নাম গানে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তুম্বুরু প্রধান। তাই তব অপেক্ষা সে পাইল সম্মান ॥ এক্ষণেতে তুমি ঋষি হ'য়ে সাবধান। গাহকে প্রধান হও তুম্বুরু সমান ॥ যদি গান শিখিবারে তব হয় মন। উলূকের সহ গিয়া করগে মিলন ॥ তিনি এবে মানস সরোবরের উত্তর। অবস্থিতি করিছেন পর্ব্বত উপর ॥ গানবন্ধু নাম তার এবে হইয়াছে। যদি মন হয় তবে যাও তাঁর কাছে ॥ উত্তম রূপেতে গান

শিখিতে পারিবে। আর তব কোন চিন্তা মনে না রহিবে॥ হরি মুখে এই বাক্য শুনি ঋষিবর। অতীব বিস্ময় চিত্তে হইয়া সত্বর॥ মানস সরোবরের উত্তর শৈলেতে। গমন করিলা গানবন্ধু নিকটেতে॥ হেরিলেন তথা গিয়া দেব ঋষিবর। যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সর কিন্নর॥ গানবন্ধু চারি পাশে আছে উপবিষ্ট। মধ্যস্থলে গানবন্ধু আছে হ'য়ে নিষ্ঠ॥ সকলের কণ্ঠস্বর অতীব মধুর। শুনিলে শ্রবণে সব চিন্তা হয় দূর॥ সকলেই মহাভক্তি করিয়া প্রকাশ। শিখিতেছে গান সেই পক্ষীর সকাশ॥ সকলেই মহানন্দ নীরেতে মগন। সেখানে অসুখী আর নহে কোনজন॥ নারদ যাইয়া তথা দিল দরশন। ঋষিকে হেরিয়া গানবন্ধু সে তখন॥ ভক্তি-ভাবে প্রণিপাত করিয়া যতনে। জিজ্ঞাসি স্বাগত প্রশ্ন বসায়ে আসনে॥ কহিলেন এই বাক্য ঋষিবর প্রতি। কিবা হেতু আগমন কহ মহামতি॥ হে ব্রাহ্মণ কহ কহ করিয়া প্রকাশ। মম কাছে আসা তব কোন অভিলাষ॥ সত্বরে প্রকাশ করি বলুন আপনি। শুনি তব মুখ বাক্য যুড়াই পরাণী॥ গানবন্ধু মুখে হেন শুনি শ্রীনারদ। করিলেন এ উত্তর জ্ঞান বিশারদ॥ হে উলুকরাজ প্রাজ্ঞ কি বলিব আর। ঘটিয়াছে যাহা সব ভাগ্যেতে আমার॥ একে একে কহি আমি তব সন্নিধানে। শুন পক্ষিরাজ তুমি অতি সাবধানে॥ যাহোক ইহাতে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কহি আমি সব বাক্য শুন তার সার॥

নারদের উক্তি গীত।

কি কব দুঃখের কথা হরি হরি হরিলেন মান।
মনেতে সদা অসুখ দুঃখে কেঁদে উঠে প্রাণ॥
তুমি যদি দয়া কর, তবে যুড়াব অন্তর,
তুমি নও হে পক্ষিবর, অন্তরের বার্ত্তা জান॥

গানবন্ধুর নিকট নারদের আত্মদুঃখ প্রকাশ।

মম বৃত্তং প্রবক্ষ্যামি যচ্চ ভূতং মহাদ্ভুতম্।
বৈকুণ্ঠনগরে বিদ্বন্ নারায়ণসমীপগম্॥
মাং বিনির্ধূয় সংহৃষ্টং সমাহূয় চ তুম্বুরুম্।
লক্ষ্মীসমন্বিতোবিষ্ণুরশৃণোদ্গানমুত্তমম্॥
ব্রহ্মাদয়ো বয়ং সর্ব্বে নিরস্তাঃ স্থানতশ্চ্যুতাঃ।
কৌশিকাদ্যাঃ সমাসীনা গানযোগেন বৈ হরিম্॥

মম বার্ত্তা শুন ওহে তুমি গানবন্ধু। বৈকুণ্ঠনগরে যথা রন দীনবন্ধু॥ আমি হে তথায় ছিনু তাঁর সমীপেতে। হেন-কালে তুম্বুরু গাইল সে সভাতে॥ তুম্বুরু করিল যদি সভায় প্রবেশ। আমাকে শ্রীহরি করি মন মধ্যে দ্বেষ॥ তথা হইতে আমাকে হে করি নিঃসারণ। তুম্বুরুর মহামান করিলা বর্দ্ধন॥ লক্ষ্মীর সহিত হরি বসি একাসনে। শুনিল তুম্বুরু গান আহ্লাদিত মনে॥ আমি আর মম পিতা আর দেবগণ। তথা হ'তে বহিষ্কৃত হ'য়ে সর্ব্বজন॥ কি করিব সকলেই নিবৃত্ত হইনু। মন দুঃখে একবার মর্ম্মেতে মরিনু॥ দেখিলাম সে কৌশিকি শুদ্ধ গান যোগে। হরিকে সন্তুষ্ট করি নিজ অনুরাগে॥ অনায়াসে গাণপত্য লাভ যে করিল। হরি প্রিয় পাত্র হ'য়ে বৈকুণ্ঠে রহিল॥ সে কারণ আমি অতি হইয়া দুঃখিত। চিন্তিলাম মনে মনে এই সে নিশ্চিত॥ আমি যে কঠোর তপ কৈনু আচরণ। আমি যে করিনু দান অকথ্য কথন॥ আমি যে করিনু হোম বেদ অধ্যয়ন। আর যে করিনু নানা শাস্ত্র আলাপন॥ এ সকল সমস্তকে একত্রিত কৈলে। কণামাত্র পুণ্যফল তা হ'তে না মিলে॥ সামান্য এ তপ জপ কি বলিব আর। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য গানযোগ হয় সার॥ তপ জপ মহাপুণ্য করিলে সাধন। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য গানযোগী যারা হন॥ তাঁদের ষোড়শাংশের এক অংশ

আমি তথা দুঃখিত হইয়া। বিস্তর বিলাপ কৈনু আপনা নিন্দিয়া॥ আমার এ অনুতাপ শুনি দেব হরি। কহিলেন এই বাক্য আমাকে আদরি॥ ওহে ঋষি যদি তব গানে ভক্তি হয়। তবে শুন মম কথা যা কহি নিশ্চয়॥ গানবন্ধু নিকটেতে তুমি কর গতি। মনো আশা পূর্ণ তব হবে শীঘ্রগতি॥ গানবন্ধু আছে সদা গানেতে নিরত। তথাকারে যাও তুমি মম বাক্য মত॥ অবশ্যই তুমি তাহে পাগল হইবে। তোমার এ মনঃকস্ট সব নিবারিবে॥ ওহে গান বিদ্যাসিন্ধু গানবন্ধু পক্ষী। পাইয়া সে হরি আজ্ঞা তোমা উপলক্ষি॥ আইলাম এত দূর তোমার গোচর। তুমি হে আমায় হও প্রসন্ন অন্তর॥ অদ্য হ'তে তুমি মম গুরু মহামতি। আমি শিষ্য আমা প্রতি হও শ্রদ্ধামতি॥ নারদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন গানবন্ধু তাঁহাকে তখন॥ ওহে মহামতি সাধু তপ নারায়ণ। সামান্য না হও তুমি ব্রহ্মার নন্দন॥ অগ্রে শুন মম কথা কহি তব কাছে। তদন্তে বলিব সব মনে যাহা আছে॥ আমার ভাগ্যেতে যাহা পূর্ব্বেতে ঘটিল। সেই কথা বলি তোমা স্মরণ যে হৈল॥ সে অতি আশ্চর্য্য কথা শুন মতিমান। শুনিলে সে কথা সর্ব্ব পাপ হয় আন॥ হইবে মঙ্গল তব সে কথা শ্রবণে। এক মনে শুন তুমি আমার সদনে॥ পুরাকালে ভুবনেশ নামে একজন। আছিলেন নৃপবর বিখ্যাত ভুবন॥ অতীব ধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্ম পথে মন। সতত করিত ধর্ম্ম-পথেতে গমন॥ করিলেন কত যজ্ঞ হয়ে নিষ্ঠামন। সহস্রেক অশ্বমেধ কৈলা আচরণ॥ তদন্তে করিলা সহস্রেক বাজপেয়। তার কাছে অন্য জন সততই হেয়॥ যজ্ঞেতে করিল দান অতি পরিপাটি। ব্রাহ্মণ গণেরে দিল গাভী কোটি কোটি॥ অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দিল আর স্বর্ণ মুদ্রা। দানেতে হইল সব দ্বিজ অদারিদ্রা॥ বস্ত্র আদি রথ রথী সব অগণন। কত দিল তার কথা না হয় বর্ণন॥ এই সব দ্রব্য রাজা করিলেন দান। সে রাজার তুল্য নহে কেহ জ্ঞানবান॥ প্রজার পালন বেসে অতি সুপালনে। তাহার পালনে প্রজা সুখী জনে জনে॥ কিন্তু

রাজা শেষে এই কৈলা আজ্ঞাদান। আমার এ রাজ্য মধ্যে করিনু বিধান॥ মম প্রজা যত জন বৈসে এ রাজ্যেতে। গান যোগ্য আচরণ করি মানসেতে॥ নারিবে করিতে কেশবের আরাধন। আমার অনুজ্ঞা এই জান সর্ব্বজন॥ যেই জন এই কার্য্য স্বেচ্ছায় করিবে। নিতান্ত আমার বধ্য সে জন হইবে॥ শুন ওহে ঋষিবর হয়ে সাবধান। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পূজা আর বেদ গান॥ অতএব সেই সব ব্রাহ্মণের গণ। শুনিলেন বেদ গান করিতে বারণ॥ মনে মনে সকলেই দুঃখিত হইল। কি করিবে রাজ ভয়ে নিরস্ত রহিল॥ তদন্তে রাজার আজ্ঞা এই সে হইল। অপ্সরাদি করি যত গায়ক সকল॥ গান যোগে আমারই করিবে অর্চ্চন। ইহা ভিন্ন কেশবের না হবে সাধন॥ রাজ আজ্ঞা অনুসারে তাহাই করিল। রাজার চরিত্র গানে দেশ পূর্ণ হৈল॥ সুখেতে করেন রাজা রাজত্ব পালন। মহাতেজা মহামান্য বিখ্যাত ভুবন॥ তদন্তে শুনহ ওহে নারদ ধীমান। কহি বিষ্ণু ভক্ত কথা তোমার যে স্থান॥ সেই রাজনগরীর সন্নিকট স্থানে। আছিলেক এক বিপ্র বিষ্ণু যোগ ধ্যানে॥ সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত সেই দ্বিজ হন। হরি মিত্র নাম তার বিষ্ণু পরায়ণ॥ নদীর তটেতে তিনি করি অবস্থান। হরির প্রতিমা এক গঠি বিদ্যমান॥ ধূপ দীপ ঘৃত দধি মিষ্টান্ন অপার। বিবিধ নৈবেদ্য করি ভক্তিতে সঞ্চার॥ বিবিধ বিধান মতে হরিকে পূজিয়া। গদ গদ চিত্তে হরি পদে প্রণমিয়া॥ ভক্তিভাবে তাল মান লয় সহকারে। হরি গুণ গান করি হরিকে আদরে॥ এইরূপ দ্বিজবর করে আচরণ। না জানিতে পারে কেহ সতত গোপন॥ তথাপি কেমনে এক রাজ অনুচর। সন্ধান করিয়া আসি তাঁহার গোচর॥ ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপূজা দ্রব্য আদি যত। সকল দূরেতে রাখে রাগে হ'য়ে হত॥ বলেতে ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণে লইয়া। উপস্থিত করিলেন রাজ দ্বারে গিয়া॥ পরেতে রাজার কাছে রাজ অনুচর। আদ্যোপান্ত সমুদয় করিল গোচর॥ শ্রবণেতে মহারাজ অতি ক্রুদ্ধ হৈল। ব্রাহ্মণের প্রতি নানা কটু উক্তি কৈল॥ তদন্তে

ব্রাহ্মণেরে নির্ব্বাসিত করিল রাজন। হরির প্রতিমা হৈল আপনি গোপন ॥

বাল্মীকির প্রতি ভরদ্বাজের প্রশ্ন।

এত যদি কহিলেন বাল্মীকি প্রবীণ। শুনি ভরদ্বাজ ঋষি মনেতে মিলন ॥ কহিলেন একি কথা করিল প্রকাশ। শ্রবণে আমার চিত্ত হইল নিরাশ ॥ হরি পরায়ণ জনে অপমান কৈল। এত অত্যাচার তার জীবনে সহিল ॥ কহ গুরু তদন্তরে কথা সবিস্তারি। শ্রবণ করিয়া আমি চিত্ত স্থির করি ॥ হরি ভক্ত অপমান শুনিয়া শ্রবণে। বল প্রভু ধৈর্য্য ধরি কেমনে জীবনে ॥ হরি গতি হরি মতি হরি সর্ব্বসার। শুনিতে যে হরি কথা ইচ্ছা অনিবার ॥ হরি ভক্তে কৈল সেই রাজা অপমান। কেমনে শুনিয়া তবে ধৈর্য্য ধরি প্রাণ ॥ কহ কহ গুরুদেব ইহার কথন। কিবা গতি লাভ কৈল হরি স্থানে রাজন ॥ আহা একি কথা গুরু প্রাণে সহ্য নয়। হরিভক্তে আপনার সে রাজা করায় ॥

ধুয়া। হায় একি কথা গুরু শুনিনু আমি কর্ণেতে।
রাজা কৈল অপমান হরি ভক্ত জনেতে ॥
হরিভক্ত মহাজন পেলে তার দরশন।
দূরে যাবে ভববন্ধন, এ কথা শ্রুতিতে ভণে ॥

হরিভক্তদ্বেষী রাজার মৃত্যু ও তৎপরকালকথা বর্ণন।

ততঃ কালেন মহতা কালধর্ম্মমুপেযিবান্।
লোকান্তরমনুপ্রাপ্য উলূকং দেহমাশ্রিতঃ ॥
সর্ব্বত্র গচ্ছমানোহপি কিঞ্চিদন্নং ন চাপ্তবান্।
ক্ষুধার্ত্তশ্চ সদা খিন্নো-যমমাহ সুদুঃখিতঃ ॥
ক্ষুৎপীড়া বর্ত্ততে দেব দুর্গতস্য সদা মম।
ময়া পাপং কৃতং কিংবা কিং করিষ্যামি বৈ যম ॥
ততস্তং ধর্ম্মরাজঃ প্রাহ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকঃ।
ত্বয়া হি সুমহৎ পাপঙ্কৃতমজ্ঞানতো নৃপ ॥
হরিমিত্রং প্রতি তদা বাসুদেবপরায়ণম্।
হরিমিত্রে কৃতং পাপং বাসুদেবার্চ্চনাদিষু ॥

হাস্য করি কহিলেন বাল্মীকি প্রবর। কেন শিষ্য হও তুমি অস্থির অন্তর ॥ তদন্তের কথা এবে করহ শ্রবণ। কালেতে হইল সেই রাজার মরণ ॥ নরদেহ ছাড়ি সেই দুষ্ট নরবর। লভিল উলুক দেহ পক্ষী কলেবর ॥ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে ক্ষুধার লাগিয়া। কোথাও না মিলে ভক্ষ্য কণ্ঠাগত হিয়া ॥ বার বার অন্বেষণ করয়ে আহার। না মিলে আহার তার করে হাহাকার ॥ এইরূপে মহাকষ্ট ভোগি নিরন্তর। যমের উদ্দেশে এই করিল উত্তর ॥ শুন শুন ধর্ম্মরাজ আমার বচন। ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ দহে সর্ব্বক্ষণ ॥ আর নাহি সহ্য হয় এ সামান্য প্রাণে। কি করিব কোথা যাই বল কার স্থানে ॥ কত পাপ কৈনু আমি স্বয়ং অর্জ্জন। তেকারণে হেনগতি আমার এখন ॥ এইরূপ অবিরত কান্দিয়া কান্দিয়া কহিল যমের প্রতি করুণা করিয়া ॥ প্রসন্ন হইয়া যম করিল উত্তর। শুন তব পূর্ব্ব কথা ওহে পক্ষিবর ॥ পূর্ব্বজন্মে ছিলে তুমি রাজা মহামতি। ঘটিল দুর্ব্বুদ্ধি তব হইলে দুর্ম্মতি ॥ তমোমদে মত্ত হ’য়ে তুমি হে রাজন। হরি ভকতের কৈলে

সর্ব্বস্ব লৈলে করি অবিচার॥ তদন্তে করিলে তাকে তুমি নির্ব্বাসিত। ভুগিছ তাহার এবে শাস্তি সমুচিত॥ তাহার কারণ ভক্ষ্য না পাও খুঁজিয়া। জ্বলিতেছ অবিরত ক্ষুধার লাগিয়া॥ দান যজ্ঞ বহুবিধ তুমি করেছিলে। আপনার কর্ম্মদোষে সব ভস্মে দিলে॥ জাননা কি হরি ভিন্ন আর গতি নাই। সে হরির ভক্তে দুঃখ দিলে ঠাঁই ঠাঁই॥ হরি মিত্র অতি নিষ্ঠ হরি পরায়ণ। সর্ব্বদা করিত হরিনাম-সংকীর্ত্তন॥ তুমি ত করিলে তারে মহা অত্যাচার। আর ভৃত্যগণ যত আছিল তোমার॥ বাসুদেব সম্মুখেতে সেই বিপ্রবর। নানাবিধ পূজা দ্রব্য রাখি থরে থর॥ করিতে আছিল কেশবের আরাধন। সেই সব ভৃত্যগণ তোমার রাজন॥ কেশবের সম্মুখেতে পূজা দ্রব্য যত। ফেলাইয়া দিল সব মদে হ'য়ে হত॥ কিরূপে সে পাপ তাহে তুমি হে করিলে। এমন কি তব ভক্ষ্য কোথাও সে মিলে॥ আর কথা মন দিয়া করহ শ্রবণ। তোমার রাজ্যেতে ছিল যত দ্বিজগণ॥ তাহা সবে এ আদেশ তুমি করেছিলে। যে পূজিবে কেশবের মূর্ত্তিময় শিলে॥ তাঁহার জীবন নাশ স্বহস্তে করিব। কোন মতে কার বাধা তাহে না শুনিব॥ যদি গান করিবারে মন হয় কার। গাইবে আমার যশঃ কীর্ত্তন অপার॥ বল দেখি তুমি এবে করিয়া বিচার। ব্রাহ্মণের এক ধর্ম্ম বেদ সু-উচ্চার॥ সেই বেদ হরিগুণ গানেতে করিত। তব বাক্যে তাহে হৈল সকলে বিরত॥ কত যে অধর্ম্ম তাহে বল দেখি শুনি। কিসে ভক্ষ্য পাবে তুমি ওহে নৃপমণি॥ সেই জন্য তোমার হে ইহ পরকাল। আপনিই করিয়াছ আপনে জঞ্জাল॥ তোমার স্বর্গাদি ভোগ সব গেছে রায়। শুভ বাঞ্ছা যদি তব হয় এ বিধায়॥ শুনহ আমার বাক্য হ'য়ে এক মন। পর্ব্বত কোটরে কর সত্বরে গমন॥ এক মন্বন্তর তথা রহ পক্ষিবর। ক্ষুধা হৈলে নিজ দেহ খাবে নিরন্তর॥ ক্ষয় না হইবে দেহ জানিবা মনেতে। যত পার তত খাবে আনন্দ মনেতে॥ এক মন্বন্তর

তৎপরে মনুষ্য দেহ তুমি হে পাইবে। নিজ কর্ম্মদোষে রবে বল কি করিবে॥ এইরূপে পক্ষিবর নারদের প্রতি। কহিল কৌশল করি আপন ভারতী॥ তদন্তে কহিল নিজে করিয়া প্রকাশ। আমিই সে পক্ষী ঋষি জানিবে আভাস॥ আমিই আছিনু সেই অধর্ম্মী রাজন। কর্ম্ম মত ফল ভোগ দেখহ এখন॥ হরিভক্তে হিংসা করি আমার এ গতি। পেয়েছি উলুক দেহ হের মহামতি॥ আমি সেই ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা মানি মনে। মানস পর্ব্বতে বাস বান্ধিনু যতনে॥ যেমন তথায় গিয়া কৈনু অবস্থান। অমনি সে পূর্ব্ব দেহ এল বিদ্যমান॥ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঐ দেহ ঋষিবর। ভুঞ্জিবারে যত্নবান হইনু সত্বর॥ এমন সময়ে হরি মিত্র দ্বিজবর। দৈবযোগে তথা আসি মিলিল সত্বর॥ দেখ তুল্য দেহ তাঁর সূর্য্যের সঙ্কাশ। সঙ্গে বিষ্ণুদূত বিপ্র হ'লেন প্রকাশ॥ বিষ্ণুভক্ত বিপ্র তিনি মহা তেজোবান। হেরিল আমাকে তিনি নিজ বিদ্যমান॥ আর হেরিলেন তিনি করি দরশন। আমার যে পূর্ব্ব দেহ ছিল সুগঠন॥ যে দেহের নাম ছিল ভুবনেশ বলি। হেরিল আমার কাছে আছয়ে উজলি॥ সদয় হৃদয় দ্বিজ তাহা নিরখিয়া। আহা মরি আমা প্রতি কহিল ডাকিয়া। শুন শুন পক্ষি বর আমার বচন। তব কাছে যেই সব করি দরশন॥ রাজা ভুবনেশ বলি এর নাম ছিল। এখানেতে এই দেহ কেমনে আইল॥ আর হে তুমিই কেন ও সব নিকটে। বসিয়া রয়েছ চিত্ত করিয়া কপটে॥ তব ভাবে হেন মম হয় অনুমান। ওদেহ ভক্ষণ করি তুষিলেক প্রাণ॥ পক্ষিবর এই কথা করিয়া শ্রবণ। অশ্রুনীর দুই নেত্রে করি বরিষণ॥ কহিলেন হরিমিত্র পদে প্রণমিয়া। কি আর কহিব দেব তোমা প্রকাশিয়া। আমিই সে ভুবনেশ ছিনু নরপতি। আপনার কার্য্য দোষে হেন হ'ল গতি॥ তুমি হরিভক্ত দ্বিজ হরির সমান। ইচ্ছায় করিনু আমি তব অপমান॥ তুমি ভক্তিভরে হরি করিতে পূজন। আমাকে কহিল আসি কোন এক জন॥ নিতান্ত কুবুদ্ধি মম তাহাতে ঘটিল। নিজ অদৃষ্টের দোষ খণ্ডন নহিল॥ তোমাকে করিয়া বল ধরিয়া আনিনু। সর্ব্বস্ব লইয়া তোমা খেদাড়িয়া দিনু॥ সেই সে মহাপাতক

কার্য্যের কারণ। লভিনু এ পক্ষিদেহ আমি যশোধন॥ পক্ষি-দেহ ধরি ভ্রমি ভক্ষ্যের লাগিয়া। নাহি মিলে ভক্ষ্য মম কণ্ঠাগত হিয়া॥ আকুল হইনু আমি আহার বিহনে। সম্ভাষিয়া কহিলাম তখন শমনে॥ কর হে আমার মৃত্যু ওহে ধর্ম্মরায়। আর নাহি রহে প্রাণ দারুণ ক্ষুধায়॥ শমন আমার বাক্যে সদয় হইল। দয়া করি এই বাক্য আমারে কহিল॥ মহা অপরাধ কৈলে পূর্ব্ব জনমেতে। এখন তোমার ভক্ষ্য মিলিবে কিমতে॥ মহাসাধু হরি মিত্র তব রাজ্যে ছিল। করিত হরির পূজা বিখ্যাত অখিল॥ তুমি তার যথোচিত কৈলে অপমান। সেই পাপে হেন দশা তোমার ধীমান॥ সেই পাপে হৈল তব পক্ষিকলেবর। না পাও আহার সদা জ্বলয়ে উদর॥ তব ভক্ষ্য না মিলিবে করি অন্বেষণ। যদি সাধ জীব-নেতে শুনহ বচন॥ সত্বরেতে যাও তুমি মানস শৈলেতে। তথায় মিলিবে ভক্ষ্য আমার বাক্যেতে॥ অন্য ভক্ষ্য না মিলিবে তোমার হে রায়। তব পূর্ব্ব দেহ ভুঞ্জি রক্ষিবেক কায়॥ এক মন্বন্তর রবে সে দেহ ভুঞ্জিয়া। তৎপরে কুক্কুর হবে স্বকার্য্য লাগিয়া॥ তদন্তে মানব দেহ তোমার হইবে। না করি বিলম্ব আর তুমি যাও এবে॥ কি করিব সাধুবর ক্ষুধায় দহিয়া। আইনু এ স্থানে আমি ভক্ষ্যের লাগিয়া॥ যেমন এখানে আমি আসি উত্তরিনু। সম্মুখেতে পূর্ব্ব দেহ দেখিতে পাইনু॥ ক্ষুধায় আকুল প্রাণ কি করিব বল॥ আমার ক্ষুধায় এই হয়েছে সম্বল॥ এত যদি কহিলেন হরিমিত্র প্রতি। সদয় হইলা হরিমিত্র মহামতি॥

বাল্মীকির প্রতি ভরদ্বাজের উত্তর।

অতঃপর কহিলেন বাল্মীকি সুধীর। শুন ভরদ্বাজ ঋষি চিত্ত করি স্থির॥ সাধুর স্বভাব কিবা করহ শ্রবণ। শুনিলে সাধু চরিত্র পবিত্র হয় মন॥ এত অপরাধ কৈল ভুবনেশ রায়। তথাপি কি কৈল বিপ্র তার সে বিধায়॥ তাই বলি শিষ্যবর সাধুর চরিত্র। কি আর কহিব হয় পরম পবিত্র। সাধু পথে কর তুমি সতত গমন। অবশ্য হইবে তব সর্ব্বাঞ্ছা পূরণ॥ সাধুর

হৃদয়ে হরি সদা করে বাস। করিলে সাধুর সেবা পূর্ণ হয় আশ॥ অহো সাধুদের কত দয়ার সঞ্চার। শত অপরাধী জনে করেন নিস্তার॥

গীত।

ভবের মাঝে আর কিবা ধন।
যদি তরবি শমন, কর যতন,
ভজ সদা সাধুর চরণ।
যেই তারক ব্রহ্ম হরি, তিনি সাধুর আজ্ঞাকারী।
তা নৈলে কি নাম তারি হয় হে ভক্তের অধীন॥

হরিমিত্র বিপ্রের ভুবনেশরাজার প্রতি ক্ষমা দান।

এতদাকর্ণ্য করুণো হরিমিত্রোযশোধন।
কৃপয়া মাং সমাচষ্ট শৃণূলুকং মহীপতে॥
ময়ি ত্বয়াপরাদ্ধং যৎ তৎ সর্ব্বং ক্ষান্তবানহম্।
শবোহ্যদর্শনং যাতু ন চ শ্বা ত্বং ভবিষ্যসি॥
ত্বমাদ্য গানযাগশ্চ প্রাপ্নোতু মৎপ্রসাদতঃ।
স্তুহি বিষ্ণুংতদ্ গানেন জিহ্বা স্পৃষ্টা চ জায়তাং॥
সুরবিদ্যাধরাণাঞ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসান্তথা।
গানাচার্য্যো ভবেথাস্ত্বং ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতঃ॥

সাধুর প্রকৃতি হরিমিত্র দ্বিজবর। শুনিয়া রাজার দুঃখ হইয়া কাতর॥ কহিলেন শুন ওহে ভুবনেশ ভূপ। নিজ কর্ম্ম দোষে তুমি হইলে উলুপ॥ এক্ষণেতে শুন তুমি আমার বচন। করিলে যে অপরাধ আমার সদন॥ সে সকল ক্ষমিলাম হয়ে হৃষ্টমন। না লইতে হবে আর কুক্কুর জনম॥ আমার বচনে তোমা সুখাদ্য মিলিবে। আর নাহি পচা মড়া খাইতে হইবে॥ হরিমিত্র যেই এই বাক্য নিঃসারিল। অমনই সে মৃত্যু দেহ অদৃশ্য হইল॥ মিলিল উত্তম খাদ্য আসিয়া নিকটে। হেরি রাজা যোড় হস্তে রহে

সন্নিকটে ॥ রাজার সে দৃঢ় ভক্তি হেরি বিপ্রবর। পুনঃ কহিলেন সেই রাজার উপর ॥ আমার বচন রাজা কর অবধান। যাহাতে পাইবে তুমি অন্তে পরিত্রাণ ॥ অদ্য হ'তে কর গান বিদ্যা আলাপন। ঘুচিবে অরিষ্ট তব না কর চিন্তন ॥ মম বাক্যে গান বিদ্যা হবে বিশারদ। তাহাতে নরক তব হইবে হে রোধ ॥ হইলে উত্তমরূপে গান আলাপন। করিবে হে গান যোগ তুমি আচরণ ॥ গানযোগে হরিনাম করিলে কীর্ত্তন। জিহ্বার জড়তা তব হইবে মোচন ॥ হইবে হরির কৃপা তোমার উপরে। হইবে গানের গুরু সর্ব্বের উপরে ॥ অপ্সরা কিন্নর আর বিদ্যাধর যত। সকলেই তব কাছে হবে অনুগত ॥ সকলে শিখিবে গান তোমার সদন। গানবন্ধু তব নাম হইবে কীর্ত্তন ॥ ভক্ষ্য জন্য কোন চিন্তা আর না থাকিবে। যা করিবে ইচ্ছা তাই নিকটে মিলিবে ॥ তদন্তর কিছুকাল গত হৈলে পর। সকল পাইবে তুমি দিনু আমি বর ॥ কি আর কহিব তুমি ব্রহ্মার নন্দন। সেই হরিমিত্র কথা কহিলে এখন ॥ সাধুর বচন সেই না হয় খণ্ডন। আমার হইল ঘোর নরকমোচন ॥ কোন কষ্ট আর মম দেহে না রহিল। আমার দ্বিগুণ বল অঙ্গেতে হইল ॥ বিষ্ণু ভক্ত তুল্য ভক্ত আর কেহ নাই। বিষ্ণুভক্ত কাছে কল্প বৃক্ষ হে সদাই ॥ যাহা ইচ্ছা তাহা পাই অতি ক্ষমা-বান। আমারে করিল বিষ্ণুভক্ত পরিত্রাণ ॥ তদন্তরে কথা ঋষি করুন শ্রবণ। আমার এরূপে করি নরক মোচন ॥ হরি গুণ গান মুখে করিতে করিতে। করিলেন গতি তিনি বৈকুণ্ঠ পুরীতে ॥ এইরূপে আমি ঋষি গানবন্ধু হৈনু। মম পূর্ব্ব কথা সব তোমাকে কহিনু ॥ এই গান যোগ আমি করি আলাপন। লভিনু শ্রীহরি পদ একান্ত মনন ॥ অতি শোভনীয় এই মম কথা হয়। যে করে শ্রবণ ইহা ওহে সদাশয় ॥ তাহার অন্তিমে হয় বৈকুণ্ঠেতে গতি। হরিদাস কথা এই জানে মহামতি ॥

নারদের প্রতি গানবন্ধুর পুনরায় উপদেশ।

গানবন্ধুঃ পুনঃ প্রাহ নারদং মুনিসত্তমং।
এতে কিন্নরসঙ্ঘা বৈ বিদ্যাধরাপ্সরো গণাঃ॥
গানাচার্য্যমুলুকং মাং গানশিক্ষার্থমাগতাঃ।
তপসা নৈব শক্যা বৈ গানবিদ্যা তপোধন॥

এত কহি গানবন্ধু হয়ে হৃষ্টমন। পুনর্ব্বার কহিলেন নারদে তখন॥ ওহে দেব মুনিবর যদি কৃপা ক'রে। এলেন আমার কাছে গান শিক্ষা তরে॥ পুনর্ব্বার কহি শুন ওহে ঋষিবর। এই যে হেরিছ সব অপ্সরা কিন্নর॥ ইহারা জানিবে শুদ্ধ গান শিক্ষা হেতু। এখানেতে আসিয়াছে পেতে মুক্তি সেতু॥ আমি হে সামান্য এই উলুক প্রকৃতি। দ্বিজ বাক্যে গান গুরু হয়েছি সম্প্রতি॥ কিন্তু মম এইগুণে ওহে ঋষিবর। তপ জপ নানা পুণ্য কৈল বহুতর॥ গান বিদ্যা তাহে লাভ করা নাহি যায়। গান বিদ্যা মহাবিদ্যা মুক্তি আছে যায়॥ অতএব শ্রমশীল হইয়া সতত। শিখিবারে গান বিদ্যা তুমি হও রত॥ আমার নিকটে কর গান আলাপন। অচিরে হইবে তব দুঃখ নিবারণ॥ এত যদি গানবন্ধু ঋষিরে কহিল। শুনিয়া ঋষির অঙ্গ শিহরি উঠিল॥ মহাভক্তি উপজিল গান শিখিবারে। গুরু বলি মান্য করি অতি সদাচারে॥ কহিলেন কর গুরু আমার উপায়। যাহে গান শিখি আমি তোমার কৃপায়॥ ওহে ভরদ্বাজ ঋষি করহ শ্রবণ। নারদের গান শিক্ষা উলুক সমান॥ থাকয়ে উত্তম বিদ্যা যদি নীচ কাছে। শিখিবেক বিজ্ঞজন গিয়া তার পাছে॥ সাধুর নিয়ম এই হয় পূর্ব্বাপর। নারদ শিখিতে তবে হইল তৎপর॥

নারদের গানবন্ধুর নিকট গানশিক্ষা।

তস্মাচ্ছ্রমেণ যুক্তস্তং মত্তস্ত্বং গানমাপ্নুহি।
এবমুক্তো মুনিস্তস্মৈ প্রণিপত্য জগৌ যথা॥
তৎ শৃণুষ্ব দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাসুদেবং নমস্য চ।
উলুকেনৈবমুক্তস্তু নারদো মুনিসত্তমঃ॥
শিক্ষাক্রমেণ সংযুক্তস্তত্র গানমশিক্ষত।
গানবন্ধুস্তমাহেদং ত্যক্তলজ্জো ভবাধুনা॥
স্ত্রীসঙ্গমে তথা গীতে ক্ষুতে ধ্যানসমাগমে।
ব্যবহারে চ ধান্যানামর্থানাঞ্চ তথৈব চ॥
আয়ে ব্যয়ে তথা নিত্যং ত্যক্তলজ্জস্তু বৈ ভবেৎ।
ন কুণ্ঠিতেন গূঢ়েন নিত্যং প্রাবরণাদিভিঃ॥

নারদ এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। শিখিবারে গান বিদ্যা স্থির করি মন॥ গুরু বলে উলুকেরে করিল প্রণাম। যোড় হস্তে কন ঋষি পুরাইতে কাম॥ শুন ভরদ্বাজ ঋষি তুমি মন দিয়া। নারদ করিলে পর এইরূপ ক্রিয়া॥ কহিল উলুক সেই মুনিবর প্রতি। শুন শুন মুনিবর আমার ভারতী॥ অগ্রে বাসুদেব প্রতি কর নমস্কার। তদন্তে শিখিবে গান অন্তিম-নিস্তার॥ শুনিয়া উলুক বাক্য নারদ ধীমান। স্থির চিত্তে করি বাসুদেবে অনুধ্যান॥ ভক্তিভরে প্রণামাদি বন্দনা করিয়া। শিখিতে আরম্ভ কৈলা গান হরষিয়া॥ সেইকালে গানবন্ধু কহিলা বচন। শিক্ষার প্রণালী মুনি করুন শ্রবণ॥ শিখিতে এ গানবিদ্যা মুক্তির কারণ। লজ্জাকে অগ্রেতে হয় করিতে বর্জ্জন॥ কোন কোন কাজে লজ্জা অগ্রেতে ত্যজিবে। একে একে কহি মুনি শুন তুমি এবে॥ পত্নী সহ বাস আর গানের সময়। ভোজনাদি ধন ধান্য করিতে বিক্রয়॥ ইহাতে করিতে হয় লজ্জা নিবারণ। না করিলে শুভফল না দর্শে কখন॥ আমি এ গানের প্রথা কহি তব স্থানে। মন দিয়া শুন তুমি মম বিদ্যমানে॥ গান বিদ্যা আলাপন করিবে যখন। হস্তের চালনা কিম্বা মুখের ব্যাদন॥

না করিতে কদাচিত ইহাতে বারণ। গানবিদ্যা মহাধন শুন যশোধন॥ আর যে কালেতে গান করিবে অভ্যাস। যদি পূরাইতে ঋষি তব অভিলাষ॥ গান কালে জিহ্বা যেন নহে বহির্গত। নিম্ন দৃষ্টে থাকিতে হইবে হে সতত॥ ঊর্দ্ধবাহু করি কিম্বা মুনি অন্য শুনে। না করিবে কদাচন গান আলাপনে॥ যখন করিবে তুমি গান আলাপন। করিবে আপন অঙ্গ সদা নিরীক্ষণ॥ হাস্য ভয় কম্প কিম্বা অন্যদিকে মন। নিষেধ জানিবে এই গানের কারণ॥ আর কথা কহি মুনি শুন সাবধানে। যখন শিখিবে গান মম বিদ্যমানে॥ এক হস্তে কভু তাল না ধরিবে তায়। বড়ই নিষেধ ইথে কহিনু তোমায়॥ গান কোন ব্যক্তি শুন না করিব গান। কহি আমি একে একে তাহার বিধান॥ সেইজন অতিশয় ক্ষুধায় পীড়িত। কিম্বা সেই জন হয় ভীত পিপা-সিত॥ তাহারা কদাচ এই গান না করিবে। গানেতে নিষেধ এই মনেতে মানিবে॥ আর কথা শুন ওহে মুনি মতিমান। হরিগুণ গান এই পরম মহান্॥ অন্ধকারে এই গান কভু না করিবে। অন্ধকারে গান কৈলে নিষিদ্ধ হইবে॥ পক্ষিবর হেন বাক্য যখন বলিল। দেবঋষি তার প্রতি বিনয়ে কহিল॥ অবশ্যই তব বাক্য করিব পালন। দেহ গান উপদেশ আমার কারণ॥ অপমানে মম অঙ্গ দহে সর্ব্বক্ষণ। গান শিক্ষা দিয়া কর শীতল জীবন॥ এত যদি ঋষিবর করিল স্বীকার। গানবন্ধু হরিগুণ যাহা সারাৎসার॥ সহস্র বৎসর পক্ষী দিলা শিক্ষাদান। শিখিলেন ঋষিবর হয়ে সাবধান॥ গানের কৌশল যত সকল শিখিলা। স্বরভেদে ঋষিবর সুনিপুণ হৈলা॥ ষট্‌ত্রিংশৎ অযুত সহস্র স্বরভেদ। একে একে শিখিলেন যার যত ভেদ॥ মুনির সে গান শিক্ষা দেশে রীতি নীতি। গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণ মনে হৈয়া প্রীতি॥ তাহার সহিত গানে মন মজাইল। সেই গানে সকলেই আনন্দ মানিল॥ এই রূপে গান শিক্ষা করি ঋষিবর। গান-বন্ধু প্রতি এই করিলা উত্তর॥ শুন গুরু গানবন্ধু দয়ার সাগর। তোমার প্রসাদে মম প্রসন্ন অন্তর॥ তব কাছে গান শিক্ষা করি

বিজ্ঞ তব তুল্য নাই। নিবেদন করি এই তোমার হে ঠাঁই॥ গান শিক্ষা দিয়া মোরে করিলে নিপুণ। বলিতে না পারি আমি তব যত গুণ॥ তোমার কাছেতে আমি নিতান্ত বাধিত। এবে তুমি মম কাছে কর সুবিদিত॥ তোমার বাসনা কিবা মনের মাঝার। পূর্ণ করিতে করি তব প্রত্যুপকার॥ দুঃসাধ্য হ'লেও তাহা সুসাধ্য করিব। তব উপকারে কভু বিমুখ নহিব॥ এত যদি ঋষিবর করিলা উত্তর। কহিলেন গানবন্ধু তাঁহার গোচর॥ যদি ঋষি দয়াবান হইলে আমারে। আজি কহি মনোভাব খুলিয়া তোমারে॥ ব্রহ্মার দিবস অন্তে ওহে ঋষিবর। হবে চতুর্দ্দশ মনু গত এ উত্তর॥ সেইকালে ত্রৈলোক্যেতে প্রলয় হইবে॥ সকলেই হরি অঙ্গে আশ্রয় লইবে॥ এই ভিক্ষা মাগি আমি হও হে সদয়। সেকাল পর্য্যন্ত যেন মম কীর্ত্তি রয়॥ ইহার বিধান যদি তুমি কর ঋষি। তা হ'লেই প্রেমানন্দে সদা আমি ভাসি॥ ইহা ভিন্ন তব কাছে আর নাহি চাই। কর এই উপকার তুমি হে গোঁসাই॥ এত যদি গানবন্ধু কন ঋষি স্থানে। কহিল মনের ভাব যথার্থ প্রমাণে॥ শ্রবণেতে ঋষিবর করিলা উত্তর। মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ তব হবে পক্ষিবর॥ আমার বচন কভু অন্যথা নহিবে। অল্প কাল অন্তে তুমি গরুড় হইবে॥ অচ্যুতের গুণগানে তুমি সে প্রধান। লভিবে সাযুজ্য মুক্তি তাঁহার সমান॥ তোমার মঙ্গল ইচ্ছা মম সর্ব্বক্ষণ। মঙ্গল করুন তব দেব নারায়ণ॥ এক্ষণে প্রসন্ন হয়ে আমার হে প্রতি। স্বইচ্ছায় গমনেতে করুন আরতি॥ নারদের বাক্য শুনি তুষ্ট পক্ষিবর। গমনে আদেশ দিলা হয়ে হর্ষান্তর॥

নারদের তুম্বুরু আলয়ে গমন ও রাগ রাগিণীগণের দুরবস্থা দেখিয়া আক্ষেপ।

এবমুক্ত্বা যযৌ বিপ্র জেতুং তুম্বুরুমুত্তমম্।
তুম্বুরোশ্চ গৃহাভ্যাসে দদর্শ বিকৃতিকৃতীন্॥
কৃত্তবাহূরুপাদাংশ্চ কৃত্তনাসাক্ষিবক্ষসঃ।
কৃত্তোত্তমাঙ্গাঙ্গুলীংশ্চ ছিন্নভিন্নকলেবরান্॥
পুংসঃ স্ত্রিয়শ্চ বিকৃতান্ দদর্শাযুতশো বহূন্।
নারদেন তে প্রোক্তাঃ কে যূয়ং কৃত্তবিগ্রহাঃ॥
নারদং প্রোচুরপি তে ত্বয়া কৃত্তাঙ্গকা বয়ম্।
বয়ং রাগাশ্চ রাগিণ্যো গানেন ভিন্নসন্ধিনা॥
ভবতা গীয়তে যর্হি তর্হ্যবস্থেদৃশী হি নঃ।
পুনস্তুম্বুরুগানেন ছিন্নভিন্নপ্ররোহণং॥
তুম্বুরু জীবয়িষ্যতি নারদ।
তদাশ্চর্য্যং মহদ্ দৃষ্টা চ বিস্ময়ান্বিতঃ॥
ধিক্ ধিগুক্ত্বা জ[illegible]াথ নারদাহপি জনার্দ্দনম্।
শ্বেতদ্বীপে স ভগ[illegible]ারদং প্রাহমাধবঃ॥

সন্তুষ্ট হইয়া মুনি করিল গমন। জিনিব তুম্বুরু এই মনে আকিঞ্চন॥ সত্বরে গেলেন মুনি তুম্বুরু বসতি। যাইয়া দেখিলা তথা এই সে আকৃতি॥ কতকগুলি স্ত্রী পুরুষ তাঁর সন্নিহিত। হস্তপদ হীন সবে নাহিক সম্বিত॥ কার বা নাসিকা নাই কেহ চক্ষু হীন। কাহার মস্তক ভগ্ন গমনে বিহীন॥ কার বা অঙ্গুলি নাই বক্ষঃস্থল ভঙ্গ। সকলেই কদাকার দেখিতে কুরঙ্গ॥ এই রূপ হেরিলেন তথা মুনিবর। অযুতেক স্ত্রী পুরুষ ভগ্ন কলেবর॥ হেরি মুনি কহিলেন তাহাদের প্রতি। তোমাদের কেন হেন হয় হে আকৃতি॥ তোমরা বা কেবা হও এই স্থানে রও। যথার্থ করিয়া সবে মম প্রতি কও॥ নারদের হেন বাক্য তাহারা শুনিয়া। কহিল নারদ প্রতি দুঃখিত হইয়া॥ কি আর কহিব প্রভু তব সন্নিধান। আমাদের হইয়াছে ওষ্ঠাগত প্রাণ॥ আমরা যে স্ত্রী

পুরুষ হেরিছ নয়নে। রাগ ও রাগিণী মোরা হই সর্ব্বজনে ॥ তুমিই করেছ এই সবার দুর্দ্দশা। কি আর জিজ্ঞাসা কর তুমি সেই ভাষা ॥ তুমিই সন্ধিবিচ্ছেদ রাগ আলাপিয়া। আমাদের ছিন্ন অঙ্গ দিয়াছ করিয়া ॥ তুমি মুনি যবে কর গান আলাপন। তখনই এই দশা পাই সর্ব্বজন ॥ কিন্তু মুনি এ অবস্থা সদা নাহি রয়। যখন সুবিজ্ঞ সে তুম্বুরু মহাশয় ॥ গানের আলাপ করে করিয়া যতন। তখনই সর্ব্ব অঙ্গ হয় সুশোভন ॥ অপেক্ষা করিয়া তুমি দেখ মহাশয়। এখনি তুম্বুরু আসি হবেন সদয় ॥ সদয় হইয়া যবে গান আলাপিবে। আমাদের পূর্ব্বাবস্থা তখনি হইবে ॥ কিন্তু মুনি তুমি তাহা না রাখিবে আর। গান আলাপন করি করিবে সংহার ॥ নারদ এ সব কথা করিয়া শ্রবণ। মনেতে আশ্চর্য্য অতি মানি সেইক্ষণ ॥ আপনারে মনে মনে ধিক্কার যে দিয়া। গেলা শ্বেতদ্বীপে হরি সমীপে চলিয়া ॥ তথা গিয়া হেরিলেন দেব ঋষিবর। করিছে বিরাজ হরি হয়ে হর্ষান্তর ॥ ভক্তি করি শ্রীপদেতে বন্দনা করিলা। হেরি হরি নারদেরে এই সম্ভাষিলা ॥ শুনহ বিধির পুত্র আমার বচন। গানবন্ধু কাছে কৈলে গান আলাপন ॥ কিন্তু তুমি ওহে ঋষি তাহার সদন। ভাল রূপ শিক্ষা নাহি কৈলে কদাচন ॥ এখন না হইয়াছ তুম্বুরু সমান ॥ তুম্বুরু গানেতে বিজ্ঞ জান মতিমান ॥ গানেতে নিপুণ তুমি হবে ঋষিবর। কহি আমি সেই কথা তোমার গোচর ॥ বৈবস্বত মনুকাল হইবে যখন। দ্বাপরের শেষ ভাগে ওহে তপোধন ॥ সেই কালে আমি ঋষি যদুবংশে গিয়া। হইব উদয় সব পাতকী লাগিয়া ॥ দেবকীর গর্ভে জন্ম আমার হইবে। বাসুদেব বলি মোরে সকলে কহিবে ॥ সেইকালে তুমি গিয়া মম বিদ্যমান ॥ একথা স্মরণ করি দিবে মতিমান। সেই কালে আমি অতি হয়ে হৃষ্টমতি॥ করিব হে সুশিক্ষিত গানে মহামতি। এমন কি সেই কালে ওহে মতিমান ॥ তুম্বুরুর উপরেতে করিব প্রধান। এত দিন বৃথাকাল না করি ক্ষেপণ ॥ শিক্ষা কর গান যথা গন্ধর্ব্বের গণ। গন্ধর্ব্বের গান

কালে ॥ এত বলি ভগবান হৈলা অন্তর্দ্ধান। শিখিলাম গান এই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

নারদের নানাস্থানে ভ্রমণ ও গন্ধর্ব্বদিগের স্থানে গানাদি শিক্ষা।

ততো মুনিঃ প্রণম্যৈনং বীণাবাদনতৎপরঃ।
দেবর্ষির্দ্দেবসঙ্কাশঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥
তপসাং নিধিরত্যর্থং বাসুদেবপরায়ণঃ।
স্কন্ধে বিপঞ্চীমাধায় সর্ব্বলোকাংশ্চচার সঃ ॥
বারুণং যাম্যমাগ্নেয়মৈন্দ্রং কৌবেরমেব চ।
বায়ব্যঞ্চ তথৈশানং নৈঋর্তং প্রাপ্য ধর্ম্মবিৎ ॥
গায়মানো হরিং সম্যগবী নাবাং বিচক্ষণঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং সঙ্ঘৈঃ পূজ্যমানস্ততস্ততঃ ॥
ব্রহ্মলোকং সমাসাদ্য কস্মিংশ্চিৎ কালপর্য্যায়ে।
হাহা হুহুশ্চ গন্ধর্বৌ গীতবাদ্যবিশারদৌ ॥
ব্রহ্মণো গায়কৌ দিব্যৌ নিত্যং গন্ধর্ব্বসত্তমৌ।
তত্র তাভ্যাং সমাসাদ্য গায়মানো হরিং বিভুং ॥
ব্রহ্মণা চ মহাতেজাঃ পূজিতো মুনিসত্তমঃ।
তং প্রণম্য মহাত্মানং সর্ব্বলোকপিতামহং ॥

শ্রীনারদ হরি মুখে এতেক শুনিয়া। ভক্তিভরে হরি পদে প্রণাম করিয়া ॥ আপনার বীণা যন্ত্র করিয়া গ্রহণ। সর্ব্বস্থান ভ্রমণেতে করিলা মনন ॥ কিন্তু বীণা বহনেতে হইয়া বিরত। স্কন্ধেতে লইলা বীণা চিন্তে নিজ হিত ॥ বাসুদেব পরায়ণ ঋষি গুণধাম। স্কন্ধেতে করিয়া বীণা ভ্রমে সর্ব্বধান ॥ তদন্তেতে সন্ধিহান হইয়া চিত্তেতে! বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গাইতে গাইতে ॥ বরুণ ও যাম্য আর আগ্নেয় কৌরব। বায়ব্য ঈশান আদি স্থানের উৎসব ॥ ক্রমে ক্রমে সর্ব্বস্থান করিলা ভ্রমণ। গন্ধর্ব্ব অপ্সর তাঁরে করি দরশন ॥ করিলা তাহার পূজা অতীব যতনে।

নন্দন। ব্রহ্মলোক পরে গিয়া দিলা দরশন ॥ ব্রহ্মলোকে হাহা হুহু সহ ঋষি মিলিত হইয়া। করিলেন হরি গুণ গান আনন্দিয়া ॥ তাহাতে ব্রহ্মার স্থানে ব্রহ্মার নন্দন। মহা সমাদর মান করিয়া গ্রহণ ॥ ভক্তিভরে ব্রহ্মা পদে প্রণাম করিয়া। নান স্থানে মন সুখে গেলেন চলিয়া। নানা স্থানে নানা দেশে করিয়া ভ্রমণ। আবার তুম্বুরালয়ে দিলেন দর্শন ॥ বীণা হস্তে তথা ঋষি করিয়া গমন! হেরিলেন তথাকার পুরনারীগণ ॥ ধ্রুপদ সহিত ষড়-জাদি স্বর তান ॥ করিতেছে আলাপন মন আনন্দেতে। হেরিয়া লজ্জিত ঋষি হয়ে আপনাতে ॥ তথা হৈতে সত্বরেই করিলা প্রস্থান। নানা স্থানে ভ্রমিলেন শিক্ষা হেতু গান ॥ অনন্তর যথাকালে দেব শ্রীনিবাস। স্বইচ্ছায় দেবকীর গর্ভে করি বাস ॥ অবতীর্ণ হইলেন যাদব বংশেতে। সেইকালে শ্রীনারদ বীণা যন্ত্র হাতে ॥ সপ্তস্বর অঙ্গনাকে করিতে দরশন। রৈবতক পর্ব্বতে করিলা গমন ॥ রৈবত পর্ব্বতে মুনি হয়ে উপস্থিত। কৃষ্ণপদে প্রণমিয়া হইয়া বিনীত ॥ পূর্ব্বে শ্বেতদ্বীপে হরি আপন বদনে ॥ কহিলেন যেবা কথা গীত আলাপনে ॥ অবিকল তাহা সব করিয়া বর্ণন : স্মরণ করায়ে দিলা হ'য়ে হৃষ্ট মন ॥ লোকনাথ হরি তাহা করিয়া শ্রবণ। মনেতে অতি আনন্দ মানি সেইক্ষণ ॥ হাস্য মুখে কহিলেন জাম্বুবতী প্রতি। শুন জাম্বুবতী তুমি আমার ভারতী ॥ এই যে এসেছি ঋষি ব্রহ্মার নন্দন। তুমি এবে যথাভাবে করিয়া যতন ॥ বীণা আর গান বিদ্যা যাহা সর্ব্বসার। ভাল রূপে শিক্ষা দেও বচনে আমার ॥ হরি মুখে হেন বাক্য শুনি জাম্বুবতী। কহিলেন হাস্য করি তাঁহার যে প্রতি ॥ তব মুখে আজ্ঞা দেব কে করিবে আন। শিখাব সঙ্গীত বিদ্যা যাহা মম স্থান ॥ এত বলি ঋষিবরে করিয়ে যতন। যাহা সার গান হয় আলাপন ॥ শিখাইতে লাগিলেন দেবী জাম্বু-বতী। ঋষিবর শিখি তাহা মনে অতি প্রীতি ॥ ক্রমেতে বৎসর কাল হইলে অতীত। কহিলেন পুনঃ হরি মনে হয়ে

হৈল শিক্ষার ভাজন। এবে সত্যভামা কাছে করিয়া গমন। যথাযোগ্য শিখ গান করিয়া যতন ॥ হরি আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি ঋষিবর। সত্যভামা কাছে গেল হইয়া তৎপর ॥ সত্যভামা নিকটেতে করিয়া গমন। করিলেন প্রণিপাত হয়ে ভক্তি মন ॥ বলে ওগো সত্যভামা কৃষ্ণের ভামিনী। হরি বাক্যে তব স্থানে এলাম আপনি॥ হরিগুণ আলাপন সার যেই গান। তাহা শিক্ষা দিয়া মোর তুষ্ট কর প্রাণ ॥ ঋষি বাক্য শুনি সত্যভামা গুণবতী। গান শিক্ষা দিতে তাঁরে হৈলা যত্নবতী ॥ এক সম্বৎসর গান শিক্ষা তিনি দিলা। তাঁহার গানেতে ঋষি মানসে মোহিলা ॥ তদন্তে কহিলা হরি নারদের প্রতি। সত্যভামা গান শিক্ষা হৈল মহামতি ॥ এবে কর রুক্মিণীর আলয়ে গমন। তোমাকে শিখাবে গান করিয়া যতন। হরির মুখের আজ্ঞা শুন ঋষিবর। চলিলেন ভক্তি ভরে রুক্মিণী গোচর ॥ রুক্মিণীর পদে ঋষি প্রণাম করিয়া। কহিলা আপন বার্ত্তা সব প্রকাশিয়া ॥ রুক্মিণী তাহাতে তুষ্ট হয়ে অতিশয়। শিক্ষা দিতে লাগিলেন সুগান বিষয় ॥ মুনিবর শিখে তাহা করিয়ে যতন। দাসীগণ সেই গান করিয়া শ্রবণ ॥ কহিল মুনির প্রতি বিনয় করিয়া। করিতেছ গান মুনি তুমি মন দিয়া ॥ কিন্তু তুমি সব জ্ঞাত হও যে এখন। কত দিন শিক্ষা করি হবে বিজ্ঞজন ॥ তাহা শুনি নারদের মনে ঘৃণা হৈল। গান শিক্ষা হেতু মহা পরিশ্রম কৈল ॥ দুই বর্ষ রুক্মিণীর স্থানে মুনিবর। শিক্ষা কৈল গান বিদ্যা সঁপিয়া অন্তর ॥ এত কষ্ট করি মুনি গান শিক্ষা কৈল। তবু স্বরাঙ্গনাগণে তুষিতে নারিল ॥ স্বয়ং শ্রীহরি তাহা দূর করিবারে। আপনি ডাকিয়া সেই ব্রহ্মার কুমারে ॥ অনুত্তম গান যাহা তাহা শিক্ষা দিলা। তাহাতে মুনির দুঃখ সব নিবারিলা ॥ সে গান শিক্ষায় তাঁর পূর্ণতা পাইল। গানযোগে স্বরাঙ্গনা তাতেও লভিল ॥ গানযোগে যবে মুনি হইলা নিপুণ। মুনির উদয় হইল তাহে দিব্যগুণ ॥ হিংসা দ্বেষ সমস্তই তাঁর দেহ হৈতে। হইলেক অন্তর্হিত শিক্ষার গুণেতে ॥ তুম্বুরুর প্রতি তাঁর যেই ঈর্ষা ছিল। তখন সে কথা আর মনে না উদিল ॥

পূর্ণানন্দে মত্ত হয়ে তখন নারদ। অন্য বাক্য একেবারে সব করি রোধ। হরিপদে মতি করি বলি হরিবোল। আনন্দেতে নৃত্য করি হইল বিভোল॥ মুনির সে ভাব হেরি দেব নারায়ণ। কহিলেন মুনি প্রতি এই সে বচন॥ সর্ব্বজ্ঞাতা হইয়াছ তুমি মুনিবর। আর কেন মত্ত ভাবে রহ নিরন্তর॥ এক্ষণে প্রাচীন গান যোগ যাহা সার। আমার কাছেতে বসি কর অনিবার॥ তোমার প্রার্থনা যাহা হইল পূরণ। আর কেন মুনি তুমি করিছ এমন॥ অদ্যাবধি তুমি মুনি আমার ভবনে। গান নৃত্য করিবেক তুম্বুরুর সনে॥ এই কথা শুনি মুনি হয়ে আনন্দিত। যথা যোগ্য যোগাচারে কৈল মনোনীত॥ শুন বৎস ভরদ্বাজ প্রিয়শিষ্য বরে। এইরূপ কৃষ্ণ আর মহাদেব হরে॥ পূজিতে বিধান হয় কি বলিব আর। তাই কহিলেক হরি করিয়া বিচার॥ নারদ সে হরি বাক্য করি ব্রহ্মজ্ঞান। কৃষ্ণ গুণ গানযোগ হয়ে সাবধান॥ শঙ্করের মন্দিরেতে করিয়া গমন। আরম্ভ করিলা গানযোগ আচরণ॥ রুক্মিণী ও জাম্বুবতী আর সত্যভামা। মিলিয়া কৃষ্ণের সনে নারদ ধীমান্॥ করিতে লাগিল গানযোগ আচরণ। শুন বৎস ভরদ্বাজ জ্ঞানী মহাজন॥ এর নাম গানযোগ সর্ব্বযোগ সার। এর তুল্য কোন যোগ নাহি আছে আর॥ ব্রহ্মার হইয়া যদি করি নিষ্ঠামন। বাসুদেব গানযোগ করে আচরণ॥ বিষ্ণুর সালোক্য সেই দ্বিজ প্রাপ্ত হয়। কিছুতেই ইথে নাহি আছয়ে সংশয়॥ বাসুদেব গুণগানে না করিয়া মতি। যদি অন্য গানে দ্বিজ স্থির করে মতি॥ নরকে গমন সেই দ্বিজ সে করিবে। বেদের বচন ইহা মনেতে মানিবে॥ এমন কি মন প্রাণ করিয়া অর্পণ। বাসুদেব গুণগান করিলে শ্রবণ॥ অন্তে তিনি বাসুদেবে অবশ্যই পান। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয় এই বাসুদেব গান॥ অতএব বাসুদেব গানে মন দিবে। অন্তিমে সকল কষ্ট দূরিত হইবে॥ এই ত কহিনু শুভ জানকীর কথা। জানকীর জন্ম ইথে মুক্তাহারে গাঁথা॥ অতি গোপনীয় হয় এই কথা ঋষি। কহিলাম ব্যক্ত করি তোমারে সম্ভাষি॥ অখিলের পাপ ইথে হয় হে খণ্ডন। দেবগণ এই কথা করে অন্বেষণ॥ মনুষ্য-

গণেতে এই দুর্ল্লভ যে হয়। শ্রবণে করিবে যত্ন কি আছে সংশয় ॥ সর্ব্বসার কথা এই করিনু বর্ণন। তদন্তরে আর কথা করিব কীর্ত্তন ॥

জানকী কিরূপে ঋষিশোণিত হইতে রাক্ষসীগর্ভে সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন তাহার বিশেষ কথন।

যথা সা শোণিতোদ্ভূতা রাক্ষসীগর্ভসম্ভবা।
যথা ভূমিতলোৎপন্না জানকী চ যথা হি সা ॥
সীতা তৎ শৃণু বিপ্রেন্দ্র বর্ণয়ামি তবানঘ।
দশাস্যো রাবণো নাম তপস্তপ্তুং মনো দধে ॥
ত্রৈলোক্যস্যাধিপত্যায় অজরামরণায় চ।
বহুবর্ষং তপস্তপ্ত্বা জ্বলনার্কসমোঽজ্বলৎ ॥
তত্তেজসা জগৎ সর্ব্বং দহ্যমানং যদাভবৎ।
তমুবাচ তদা ব্রহ্মা সমাগম্য সুরৈর্বৃতঃ ॥
পৌলস্ত্য বিরমাস্ব ত্বং তপসো মম বাক্যতঃ।
তপসোগ্রেণ মহতা লোকা ভস্মীকৃতা ইব ॥

কহিলা বাল্মীকি দেব ভরদ্বাজ প্রতি। অতঃপর শুন বৎস স্থির করি মতি ॥ যে রূপে শোণিত হৈতে রাক্ষসী গর্ভেতে। লভিলেন সীতা জন্ম আসিয়া মর্ত্তেতে ॥ আর হইলেন যাতে জনক দুহিতা। এবে কহি সেই কথা মহা পবিত্রতা ॥ স্থির চিত্তে ঋষি তুমি কর অবধান। যে কথা শ্রবণে অন্তে পাবে পরিত্রাণ ॥ রাক্ষসেন্দ্র দশানন লঙ্কার ঈশ্বর। কাননে আরম্ভ কৈল তপ ঘোরতর ॥ মনেতে বাসনা এই তাহার হে মুনি। ত্রিলোকের অধিপতি হইবে আপনি ॥ আর হে অমর হব সংসার ভিতর। কভু না যাইব সূর্য্য-পুত্রের গোচর ॥ এ ইচ্ছায় ঘোর তপে মন মজাইল। তপের প্রভাব তার বড়ই বাড়িল ॥ ক্রমে তার তপ তেজঃ অগ্নিবৎ হৈল। তপের প্রভাবে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ॥ সে অগ্নিতে দগ্ধ হয় সকল ভুবন। ব্রহ্মা তাহা স্বচক্ষেতে করি দরশন ॥

সর্ব্বদেবগণে লয়ে আপন সঙ্গেতে ॥ আগমন করিলেন তার সমক্ষেতে ॥ হেরিলেন দশানন তপেতে নিরত। কার পানে নাহি চায় যেন মৃত্যুবৎ ॥ তাহার তপের প্রভা অগ্নির সমান। সে অগ্নিতে ভস্মীভূত করে সর্ব্বস্থান ॥ ব্রহ্মা কহিলেন তারে করি সম্বোধন। মম কথা শুন ওহে পৌলস্ত নন্দন ॥ আমি ব্রহ্মা আসিয়াছি কাছেতে তোমার। তপে ক্ষান্ত হও তুমি হইয়া সত্বর ॥ তোমার তপের প্রভা অদ্ভুত যে হয়। তব তপাগ্নিতে আর জগৎ না রয় ॥ সবে ভস্মীভূত হয় দেখনা চাহিয়া। তপে ক্ষান্ত হও তুমি বিশ্বের লাগিয়া ॥ যাহা লাগি ঘোর তপ করি-তেছ তুমি। তব মনোমত বর দিয়া যাব আমি ॥ কহ কহ প্রকাশিয়া তব মন কথা। বর দিয়া খণ্ডাই তোমার মর্ম্ম ব্যথা ॥ রাবণ সে ঘোর তপে নিরত আছিল। সূর্য্যমণ্ডলেতে স্বীয় চক্ষু রেখেছিল ॥ এক্ষণে আশ্বাস বাক্য করিয়া শ্রবণ। হেরিলেন সৃষ্টি নাথে মেলিয়া নয়ন ॥ হেরি সে চতুরাননে আপন সকাশ। প্রার্থনা করিল বর পূরাইতে আশ ॥ কহিলেন ওহে সৃষ্টিনাথ পদ্মাসন। যদি দাসে বর দিতে করেছেন মন ॥ তাহা হ'লে এই বর করহ প্রদান। কিছুতে না যায় যেন আমার এ প্রাণ ॥ আমারে অমর বর করুন প্রদান। অমর হইয়া আমি তুষ্ট করি প্রাণ ॥ রাবণের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥ ক্ষণকাল চিন্তি মনে দেব পদ্মাসন ॥ কহিলেন রাবণেরে মধুর বচনে। কেন চিন্তা কর তুমি তাহার কারণে ॥ মহা তেজোবান্ তুমি কে মারে তোমায়। তুমি কি অমর হবে আমার কথায় ॥ কিন্তু আমি নিজ মুখে এ হেন বচন। কহিতে নারিব কভু ওহে দশানন ॥ এই বর আমি দিলে তোমার উপর। হইবেন দেবগণ তাপিত অন্তর ॥ অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। অন্যবর মাগ তুমি আমার সদন ॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য শুনিয়া রাবণ। কহিলেক ছল করি এই সে কথন ॥ তবে প্রভু এই বর করুন প্রদান। দেবতা অসুর কিম্বা পিশাচ প্রধান ॥ যক্ষরক্ষ বিদ্যাধর কিন্নর অপ্সর। কেহই আমার সনে করিয়া সমর ॥ বিনাশিতে না পারিবে আমার এ প্রাণ। কৃপা করি এই বর করুন প্রদান ॥ তবে

এই কথা মাত্র রহিল ইহাতে। কহি আমি মম মৃত্যু হইবে যাহাতে ॥ যেইকালে আপনার স্বকীয় দুহিতা। কামভরে তার প্রতি হইয়া মোহিতা ॥ বাসনা করিব তারে করিতে রমণ। সেইকালে মম মৃত্যু হইবে ঘটন ॥ রাবণের হেন বাক্য শুনি পদ্মাসন। অন্তরে হইয়া তিনি পুলকে মগন ॥ তথাস্তু বলিয়া সেই বর করি দান। আপনার নিজ স্থানে করিলা প্রস্থান ॥ ওহে ভরদ্বাজ শিষ্য কি বলিব আর। রাবণ নিজের দর্পে মত্ত অনিবার ॥ মনুষ্যকে তৃণবৎ করিয়া গণন। ব্রহ্মা কাছে এই বর করিল গ্রহণ ॥ বর লাভে মহামত্ত হ'য়ে অনিবার। একবারে জয়ী হৈল ত্রৈলোক্য সংসার ॥

রাবণের মুনিরক্ত গ্রহণ বৃত্তান্ত।

একদা রাবণো রাজা দণ্ডকারণ্যমগমৎ।
তত্রর্ষীনগ্নিকল্পাংশ্চ দৃষ্ট্বা মনস্যচিন্তয়ৎ ॥
এতানজিত্বা হি কথং ত্রিলোকীজয়ভাগহম্।
এষাং বধেন চ শ্রেয়ো ন পশ্যামি মহাত্মনাং ॥
দুরাত্মা স বিচিন্ত্যৈতৎ প্রাহ তান্ মুনিপুঙ্গবান্।
অহং সর্ব্বস্য জগতঃ শাস্তা চ জয়ভাগহং ॥
ভবতাং জয়মাকাঙ্ক্ষে জয়ং দত্ত দ্বিজভাষাং

একদা রাবণ রাজা দণ্ডক অরণ্যে। গমন করিল অন্য কারণের জন্যে ॥ তথায় যাইয়া দুষ্ট করিল দর্শন। করিছে তপস্যা সব তপোধন গণ ॥ সকলেই তেজঃপুঞ্জ তপের বলেতে। হেরিয়া রাবণ চিন্তা করিল মনেতে ॥ এরা এই বনে রয় নিজের প্রভায়। কারে নাহি কর দেয় আপন ইচ্ছায় ॥ ইহাদিগে যদি আমি জয় না করিনু। তবে ত্রিভুবন জয়ী আমি কিসে হৈনু ॥ কিন্তু এই তপচারী যত দ্বিজগণ। করিলে পরেতে ইহাদিগের নিধন ॥ তাহাতে না হইবেক কোন কার্য্যসিদ্ধি। এক্ষণেতে করি আমি ইথে কোন বুদ্ধি ॥ এইরূপ মনে মনে চিন্তিয়া

রাবণ। কহিলেন মুনিগণে করি সম্বোধন॥ ত্রিলোক বিজয়ী আমি রাজা দশানন। সবা কাছে কর লই করিয়া শাসন॥ তোমাদের জয় আশে এলেম এথায়। কর মোরে করদান আপন ইচ্ছায়॥ ঋষিগণ বলে মোরা বন মধ্যে রই। ফল মূল ভুঞ্জি তপস্যায় ব্রতী হই॥ আমাদের কিবা আছে জয় পরাজয়। যাহে তুষ্ট হও তুমি কর সে বিষয়॥ ধন অর্থ আমাদের কখনই নাই। কিবা কর নিয়া আজ দিব তব ঠাঁই॥ কহিল রাবণ কর দিতে কিছু হবে। নতুবা ত্রিলোকজয়ী নাম কিসে রবে॥ এত বলি সেইখানে এক কুম্ভ ছিল। হস্তেতে করিয়া সেই কুম্ভকে লইল॥ কুম্ভ লয়ে শরাসনে বাণ আকর্ষিল। তাহে মুনিদের বক্ষস্থল বিদারিল॥ তাহাতে রুধির যত হইল নির্গত। পূরিলেক সেই কুম্ভ বুদ্ধি হয়ে হত॥ শুন সে কুম্ভের কথা ওহে ঋষিবর। গৃৎস্মমুখ নামে এক তাপস প্রবর॥ তথায় কুটীর করি ছিলেন যতনে। শত পুত্র পিতা তিনি বিদিত ভুবনে। শতপুত্র তার ভার্য্যা কোলেতে পাইয়া। বাঞ্ছিলেক এক কন্যা মনেতে মোহিয়া॥ হবেন স্বয়ং লক্ষ্মী আমার নন্দিনী। এইরূপ ইচ্ছা করি সেই সে ব্রাহ্মণী॥ উক্ত কুম্ভ যতনেতে করিয়া স্থাপন। প্রত্যহ হোমের ঘৃত করিয়া যতন॥ কুশাগ্র করিয়া তাহে করিত স্থাপন। সেদিন ব্রাহ্মণী তথা না ছিল তখন॥ সেই কুম্ভে সে রাবণ করিয়া গ্রহণ। মুনি রক্তে পূর্ণ করি হয়ে হৃষ্টমন॥ আপনার লঙ্কাধামে করিল প্রবেশ। মন্দোদরী প্রতি এই কহিল বিশেষ॥ কি কর সুন্দরী শুন আমার বচন। কর এই কলসকে যতনে রক্ষণ॥ কলসেতে পূর্ণ আছে মুনির শোণিত। বিষের অধিক উহা জানিবে নিশ্চিত॥ ভুলেও না দিবে কভু কাহাকে খাইতে। নিজেও না খাবে তুমি আমার বাক্যেতে॥ যদি বল তবে উহা কেন হে আনিলে। কেন ইহা আনি মুনিগণে দুঃখ দিলে॥ তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ। ত্রিভুবন জয়ী আমি রাজা দশানন॥ গেলাম সে মুনিগণ জয় করিবারে। না করিয়া জয় ফিরি কেমনে সংসারে॥ মুনিগণ দেখি মোরে পরাস্ত মানিল। কিন্তু রাজকর মোরে কিছু নাহি দিল॥ রাজকর তাহাদের না কৈলে গ্রহণ।

কেমনে ত্রিলোকজয়ী কহিব কথন ॥ তাই আমি শরাসনে বাণ সংযোগিয়া। তাহাদের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ॥ এই কুম্ভ পূর্ণ করি তাদের রুধিরে। আইলাম লঙ্কাধামে পুনর্ব্বার ফিরে ॥ আজি আমি যথার্থই ওহে মানময়ী। হইলাম সদর্পেতে ত্রিভুবন জয়ী ॥ এত বলি দশানন হয়ে হৃষ্ট মন। রাণী কাছে মুনি রক্ত করিয়া অর্পণ ॥ জয় আশে সসৈন্যে পুনঃ যাত্রা কৈল। জয় হেতু নানা দেশ ভ্রমিতে লাগিল ॥

মন্দোদরীর মুনিরক্ত পান ও সীতাকে গর্ভে ধারণ কথন।

দেবদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ কন্যকাঃ।
আহৃত্য রময়ামাস মন্দরে সত্যপর্ব্বতে ॥
হিমবন্মেরুবিন্ধ্যাদ্রৌ রমণীয়বনে তথা।
মন্দোদরী তথা দৃষ্টা পতিং সা হি মনস্বিনী ॥
আত্মানং গর্হয়ামাস ভর্ত্তুঃ স্নেহমপশ্যতী।
ধিক্ জীবিতং হি নারীণাং যৌবনং কুলমেব চ ॥
বঞ্চিতাঃ পতিনা যাঃ স্যুস্তস্যাস্মে মরণং বরম্।
পুরা রাবণসন্দিষ্টং শোণিতং ক্ষেড়তোহধিকং ॥
পপৌ মরণমাকাঙ্ক্ষ্য পতিনা বঞ্চিতা সতী।
লক্ষ্মী শরণগুেন মিশ্রিতাচ্ছোণিতাদভূৎ ॥
সদ্যো রাবণকান্তায়া গর্ভো জ্বলনসন্নিভঃ।
ততো বিস্ময়মাপন্না সা হি মন্দোদরী শুভা ॥
ততঃ কালেন কিয়তা জনকর্ষির্ম্মহামনাঃ।
কুরুক্ষেত্রং সমাসাদ্য লাঙ্গলং যজ্ঞমাবহৎ ॥

দিগ্বিজয়ে দশানন মতি করি স্থির। দেব ও দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব জাতির ॥ সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা করিয়া হরণ। কামের প্রভাবে মত্ত হয়ে অনুক্ষণ ॥ সতত বিন্ধ্য পর্ব্বতে করি অবস্থিতি। ভুঞ্জিতে লাগিল রতি মনে হয়ে প্রীতি ॥ মন্দোদরী পতি তার এরূপ হেরিয়া। ছেদিল প্রণয় পাশ মনেতে চিন্তিয়া ॥ অতিশয় মন দুঃখে দুঃখিত হইয়া। ত্যজিব আপন

প্রাণ মনেতে ভাবিয়া॥ পরিতাপ করি এই কহিল বচন। যাহাদের পতি হয় কামিনী বঞ্চন॥ বৃথাই তাদের হয় জীবন যৌবন। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তাদের কারণ॥ তাদের মরণ শত গুণেতে যে ভাল। কত আর পতি কষ্ট সহে চিরকাল॥ এত বলি পতি-শোকে রাণী মন্দোদরী। আপনার মৃত্যু শুভ মনেতে বিচারি। কুম্ভে পূর্ণ ছিল যেই মুনির শোণিত। তাহাই ভক্ষণ কৈল হিতে বিপরীত॥ লক্ষ্মী আবির্ভাব ঐ শোণিতে আছিল। যেই মাত্র মন্দোদরী ভক্ষণ করিল॥ অমনই হইলেক গর্ভের সঞ্চার। সর্ব্ব সুলক্ষণা গর্ভ আশ্চর্য্য ব্যাপার॥ মন্দোদরী তাহে অতি বিস্মিত হইল। সন্তাপেতে এই বাক্য তখন কহিল॥ কি কার্য্য করিনু আমি আপনা খাইয়া। পান কৈনু মুনি রক্ত বিষ বিবেচিয়া॥ বিষেতে অমৃত গুণ ইহার হইল। মৃত্যু না হইয়া কোথা গর্ভ দেখা দিল॥ এরূপে বিস্ময় ভাবে রাণী মন্দোদরী। কহিতে লাগিল এই আক্ষেপ যে করি॥ এখন কি করি আমি ইহার উপায়। পরবশে আছে স্বামী যথায় তথায়॥ যদি স্বামী গৃহে আসি এ হেন লক্ষণ। আপনার প্রত্যক্ষেতে করেন দর্শন॥ মম পতিব্রতা নাম কেমনে থাকিবে। ভাল কথা আমা প্রতি কেমনে কহিবে॥ আমি বা তাঁহার কাছে কি উত্তর দিব। কি করি কেমনে আমি এ দোষ ঢাকিব॥ সম্বৎসর কাল তিনি আছে যথা তথা। কেমনেতে হবে গুপ্ত মম এই কথা॥ এইরূপ চিন্তা করি রাণী মন্দোদরী। অনিবার নয়নেতে দুঃখে বহে বারি। কহিতে লাগিল এই মনের দুঃখেতে। হায় বিধি এই ছিল আমার ভাগ্যেতে॥ কেন বা এমন জন্ম হইল আমার। সতত কাঁদিতে হ'লো করি হাহাকার॥ রমণী পতির সুখে সুখী সর্ব্বক্ষণ। নাহি করে পতি মম মুখ দরশন॥ আনন্দে তথায় রয় লয়ে পর নারী। মনে নাহি চিন্তা করে আছে ঘরে নারী॥ সেই চিন্তা অবিরত চিন্তিয়া মনেতে। কিবা কর্ম্ম করিলাম আমি এক্ষণেতে॥ মুনিরক্ত পান করি গর্ভবতী হৈনু। আপনি আপন ধর্ম্ম

জলাঞ্জলি দিনু ॥ অর্জ্জিনু দারুণ পাপ আপনা খাইয়া। কি করি কোথায় যাই ইহার লাগিয়া ॥ এইরূপ নানা মত চিন্তা করি সতী। ঢাকিতে কলঙ্ক স্বীয় করিয়া যুকতি ॥ তীর্থ যাত্রা ছল করি বহির্গত হৈলা। চড়িয়া উৎকৃষ্ট রথে ভ্রমিতে লাগিলা ॥ ক্রমে আসি কুরুক্ষেত্রে দিল দরশন। রমণীর কুরুক্ষেত্র পুণ্য নিকেতন ॥ অভাব নির্জ্জন তীর্থ শুন ঋষিবর। তথায় সে মন্দোদরী হয়ে অগ্রসর ॥ আছিল যে গর্ভ ভার নিঃসারণ কৈল। সেই গর্ভ মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখিল। প্রোথিত করিয়া গর্ভ মাটীর ভিতর। তথা হৈতে কৈল সতী গমন সত্বর ॥ শুচি হেতু সরস্বতী নীরে স্নান কৈলা। স্নান করি পুনর্ব্বার গৃহেতে আইলা ॥

জনকরাজের সীতা প্রাপ্তি কথন।

স্বর্ণলাঙ্গলমাদায় যজ্ঞভূমিঞ্চকর্ষ সঃ।
স্বর্ণলাঙ্গলসীতাতঃ কন্যৈকা প্রোত্থিতাভবৎ ॥
পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী পপাত কন্যকোপরি।
তদ্‌দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং রাজা বিস্ময়মাগতঃ ॥
কর্ত্তব্যে মূঢ়তামাপ ততঃ খেহভূৎ সরস্বতী।
রাজন্ গৃহাণ কন্যাং ত্বং পালয়ৈনাং মহাপ্রভাং ॥

কতকাল হৈল গত জনক যে ঋষি। উপস্থিত হইলেন তথাকালে আসি ॥ কেন আইলেন তথা শুন ঋষিবর। অগ্রেতে করিল যজ্ঞ রাজ রাজেশ্বর ॥ যজ্ঞ সমাধা হৈলে শাস্ত্রীয় বিধানে। লইয়া লাঙ্গল হল অতি সাবধানে ॥ করিতে হইত ভূমি কর্ষণ আপনে। এ হেতু জনক ঋষি আইল তৎস্থানে ॥ সুবর্ণ লাঙ্গল স্কন্ধে করি ঋষিবর। তথা আসি দেখা দিল হইয়া সত্বর ॥ ধার্ম্মিকের শিরোমণি ধর্ম্মে রাখি মতি। চষিবারে লাগিলেন কুরুক্ষেত্র ক্ষিতি ॥ ঐ স্বর্ণ লাঙ্গলের শিরাল হইতে। এক কন্যা সমুত্থিতা হৈল আচম্বিতে ॥

দেবগণ॥ রাজা সে আশ্চর্য্য দৃষ্ট করিয়া নয়নে॥ অতীব আশ্চর্য্য হয়ে চিন্তে মমে মনে॥ কি করেন ভাবি কিছু না পান উপায়। নিস্তব্ধ হইয়া রাজা রহেন তথায়॥ হেন কালে বিমানেতে দৈববাণী হৈল। কেন হে রাজন তুমি চিন্তিয়া বিহ্বল॥ তুমি ঐ সর্ব্ব শুভশালিনী কন্যায়। লয়ে যাও নিজ গৃহে আনন্দিত কায়॥ গৃহে লয়ে কর তুমি কন্যাকে পালন। ঘুচিবে অরিষ্ট তব কন্যার কারণ॥ কন্যা হ'তে গুরুতর কার্য্যসিদ্ধি হবে। বিশ্বের মঙ্গল এই কন্যাতে সম্ভবে॥ মঙ্গল হইবে এই কন্যার কারণ। গৃহে লয়ে যাও তুমি করিয়ে যতন॥ গৃহে কন্যা রাখি কর যজ্ঞ সম্পাদন। কিছুতেই না হইবে বিঘ্ন সংঘটন। লাঙ্গল শিরালে এই কন্যা সমুত্থিল। এ কন্যার সীতা নাম জগতে হইল॥ তুমি হে ইহাকে ঋষি কন্যকা যে কর। কন্যকার এই অর্থ হয় পূর্ব্বাপর॥ অর্থাৎ এ কন্যা আমি করিনু গ্রহণ। এর গর্ভে হবে যেই পুত্র রত্নধন॥ তাহারা হইবে মম পুত্রের সমান। অন্তিমে করিবে মম জল পিণ্ডদান॥ এইরূপ দৈববাণী হইল তথায়। স্বকর্ণে শ্রবণ করি জনক সে রায়॥ তথা বহুবিধ ব্যয় করি হৃষ্ট মনে। যজ্ঞ সমাপণ কৈল অতীব যতনে॥ তদন্তে সীতাকে বক্ষে করিয়া ধারণ। আপনার গৃহে গতি কৈল তপোধন॥ আপনার গৃহে গিয়া মহিষীকে ডাকি। প্রত্যর্পণ করিলেন সেই সে জানকী॥ শুন ওহে ভরদ্বাজ ঋষি গুণধাম। অতি শুভ কথা এই পুণ্যের হে ধাম॥ কহিনু সীতার জন্ম কারণ কথন। শ্রবণেতে সর্ব্ব পাপ হয় নিবারণ॥ এই কথা যেই জন করায় শ্রবণ। কিম্বা স্থির চিত্তে বসি শুনে সর্ব্বক্ষণ॥ হইবে ইহাতে পুণ্য তাদের অপার। পুনঃ জন্ম সংসারেতে না হইবে আর॥ স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা তার গৃহ না ছাড়িবে। সকল পাতকে সেই অন্তিমে তরিবে॥

ধুয়া। মিছে মায়া বশে।
ও মন মজিছ কুরঙ্গ রসে॥
ভাই বন্ধু পরিবার, এ সব নহে কাহার,
যদি হবে ভবে পার, মজ দীনবন্ধু রসে॥

পরশুরামের দর্পচূর্ণ কথন।

রামঃ সীতাপরিণয়ং কৃত্বা দশরথাদিভিঃ।
ভ্রাতৃভিশ্চাপি সহিতো ভার্য্যয়া সহ সীতয়া॥
অযোধ্যাং গন্তুমারেভে নানাবাদ্যপুরঃসরম্।
আর্চীকনন্দনো রামো ভার্গবো রেণুকাসুতঃ॥
তস্য দাশরথেঃ শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বিবাহকৌতুকং বীরঃ পথি তেন সমাগমৎ॥
ধনুরাদায় তদ্দিব্যং ক্ষত্রিয়াণাং নিবর্হণম্।
জিজ্ঞাসমানো রামস্য বীর্য্যং দাশরথেস্তদা॥
স তমভ্যাগত্য দৃষ্ট্বা উদ্যতাস্ত্রমবস্থিতং।
প্রহসন্নিব বিপ্রেন্দ্রং রামো বচনমব্রবীৎ॥
স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ কিং কার্য্যং করবাণি তে।
প্রোবাচ ভার্গবো বাক্যং স্বাগতেন কিমস্তি তে॥

রামচন্দ্র সীতা সতী করি পরিণয়। আপনার পিতা ভ্রাতা পারিষদদ্বয়॥ সকলেতে একত্রেতে হ'য়ে হৃষ্ট মনে। হইলেন ত্বরান্বিত অযোধ্যা গমনে॥ চারিদিকে নানা বাদ্য বাজে অনিবার। বাদ্যের নিনাদে স্তব্ধ হয় ত্রিসংসার॥ শুভযাত্রা করি মনে করেন গমন। সেই সময়ের কথা শুন তপোধন॥ আর্চীকনন্দন রেণুকার গর্ভজাত। ভৃগুকুলোদ্ভব রাম শমন সাক্ষাৎ॥ সেই দশরথ সুত রাম পরিচয়। শ্রবণ করিয়া লোকমুখেতে নিশ্চয়॥ ক্ষত্রিয় নিহন্তা ধনু শর করি করে। উপস্থিত হইলেন রামের গোচরে॥ শ্রীরামের বল বীর্য্য পরীক্ষা কারণ। আইলেন মুনিবর লয়ে শরাশন॥ শমনের প্রায় দ্বিজ করি আগমন। অস্ত্র সমুদ্যত করি দর্পেতে আপন॥

রহিলেন রাম কাছে করি অবস্থিতি। তাঁর ভাবে হাসিতে লাগিলা দাশরথি॥ হাস্য করি কহিলেন দ্বিজে সম্বোধিয়া। আসুন হে দ্বিজবর করুণা করিয়া॥ আপনার কিবা আজ্ঞা হয় মম প্রতি। প্রকাশ করিয়া ঋষি মনে দাও প্রীতি॥ কোন কার্য্য সাধনে তোমার পূরে আশা। যতনে সাধন করি কহ সেই ভাষা॥ তখন ভার্গব দেব কহিলেন বাণী। জানি জানি ওরে রাম তোরে আমি জানি॥ স্বাগত প্রশ্নেতে তোর নাহি প্রয়োজন। চাহি দেখ মম হস্তে যেবা শরাসন॥ এই শরাসনে ক্ষত্রকুল নিপাতিনু। আপন প্রতিজ্ঞা পালি কৃতার্থ মানিনু॥ যদি শক্তি থাকে তোর শোন রে রাঘব। এ ধনুকে বাণ যোজি করহ উৎসব॥ ভার্গবের এই কথা শুনিয়া শ্রীরাম। কহিলেন ওহে বিপ্র শুন গুণধাম॥ মোরে তিরস্কার করা তবোচিত নয়। তিরস্কারে কিবা ফল আছে মহাশয়॥ দেখুন ব্রাহ্মণ প্রতি ক্ষত্রিয় জাতির। সততই মহাভক্তি অন্তরেতে স্থির॥ ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষত্রি সদা নত্রমান। সাজে কি ক্ষত্রিয় দর্প ব্রাহ্মণের স্থান॥ বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকু বংশীয় যত জন। কদাচ বলের গর্ব্ব না করে কখন॥ স্থির হৌন কেন এত ক্রোধের সঞ্চার। এত কি করিনু দোষ চরণে তোমার॥ রামচন্দ্র এই কথা কহিলে ভার্গবে। কহিলা ভার্গব অতি দর্পের গৌরবে॥ ওরে রাম কেন এত ক'স ছল কথা। তোর ও কথায় মম হৃদে লাগে ব্যথা॥ এখন আমার বাক্য শোন স্থির মনে। শীঘ্র জ্যা যোজনা কর মম শরাসনে॥ এত যদি কহিলেন ভার্গব সে ঋষি। সে কথায় রামচন্দ্র ক্রোধানলে ভাসি॥ ক্রোধভরে তার হস্ত হইতে তখন। লইলেন শরাসন করিয়া যতন॥ লয়ে সেই শরাসন হেলা করি রাম। তাহাতে অর্পিয়া বাণ পূর্ণ কৈলা কাম॥ বাণ সংযোজনা করি দিলেন টঙ্কার। তাহাতে হইল স্তব্ধ এই ত্রিসংসার॥ তদন্তর রামচন্দ্র কহিলা রামেরে। হেরুন হে বিপ্রবর শুভদৃষ্টি করে॥ তব শরাসনে বাণ যোজনা করেছি। এবে কি করিব তাই চিন্তা করিতেছি॥ বলুন

প্রকাশ করি তব শ্রীবদনে। পালন করিয়া হৃষ্ট হই আমি মনে॥ এত শুনি রেণুকার গর্ভজাত রাম। দিব্য এক শর লয়ে পূরাইতে কাম॥ রামকরে প্রদানিয়া কহিলেন বাণী। এই শর আকর্ষিয়া তুষ্ট কর প্রাণী॥ রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া শ্রবণে। ক্রোধেতে পূর্ণিত হ'য়ে আপনার মনে॥ কহিলেন এই বাক্য ভার্গবের প্রতি। শুনহ ভার্গব তুমি আমার ভারতী॥ যা কহিলে সকলেই শ্রবণ করিনু। ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহা সব ক্ষমা দিনু॥ কিন্তু তুমি অতিশয় দর্পেতে দর্পিত। তোমার না আছে জ্ঞান কোন হিতাহিত॥ পিতামহ প্রসাদেতে তুমি হে ব্রাহ্মণ। দারুণ ক্ষত্রিয় তেজঃ করিলে হরণ॥ সেই অহঙ্কারে তুমি হ'য়ে অহঙ্কারী। অনিবার কর দর্প যম বরাবরি॥ এক্ষণে দর্শন কর স্বরূপ যে হয়। তোমাকে প্রদান করি দিব্য চক্ষুদ্বয়॥ এত বলি দিব্য চক্ষু ভৃগুবরে দিলা। দিব্য চক্ষে ভৃগুবর হেরিতে লাগিলা॥ প্রথমেই হেরিলেন মেলিয়া নয়ন। সেই রাম হন মাত্র ব্রহ্ম সনাতন॥ তাঁহার শরীরে শোভে আদিত্যের গণ। আর বসু রুদ্রগণ সকলে মগন॥ মরুৎগণ পিতৃগণ অগ্নিগণ আদি। সে রাম অঙ্গেতে থাকি শোভে নিরবধি॥ নক্ষত্র ও তারা আর সব রাশিগণ নদ নদী যক্ষ রক্ষ সবে সুশোভন॥ ব্রহ্মভূত সনাতন বালখিল্য-গণ। সে রাম অঙ্গেতে সবে শোভে অনুক্ষণ॥ দেবঋষি ব্রহ্মঋষি সমুদ্র পর্ব্বত। সকলেই রাম অঙ্গে শোভেন নিয়ত॥ আর শোভে উপনিষদাদি করি বেদ। সাম, ঋক, যজুঃ ও নিখিল ধনুর্ব্বেদ॥ বষট্ ও যজ্ঞ রাম অঙ্গে শোভা পায়। মেঘ বর্ষা ছয় ঋতু বিদ্যুৎ প্রভায়॥ কি আর বলিব ঋষি পূর্ণ ভগবান। পরিত্যাগ করিলেন এই মহাবাণ॥ কি কব শব্দের কথা শত বজ্র প্রায়। সেই শব্দে হৈল রাম জ্ঞানশূন্য কায়॥ প্রভু রাম সেই শব্দ যোগেতে করিয়া। তাহার অঙ্গের তেজ নিলেন হরিয়া॥ কিছুকাল অচেতন থাকিয়া ভৃগুরাম। পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন জানি সেই রাম॥ বহুবিধমতে

তদন্তে শ্রীরাম আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ। মহেন্দ্র পর্ব্বত মুখে করিলা গমন॥ কিন্তু তিনি ভয় আর সঙ্কট কারণ। রহিলেন সেইখানে করিয়া আসন॥ হইলে বৎসর কাল এরূপে অতীত। তাঁর দুঃখে পিতৃগণ হইয়া দুঃখিত॥ তাঁর প্রতি কহিলেন এরূপ বচন। শুনহ ভার্গব তুমি মহা তপোধন॥ বিষ্ণু প্রতি কৈলে কেন হেন আচরণ। জাননা কি বিষ্ণু সর্ব্ব জীবের জীবন॥ সর্ব্বদা করিবে সেই বিষ্ণুর পূজন। বিষ্ণু তুষ্ট হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি সর্ব্বক্ষণ॥ এ হেন বিষ্ণুকে তুমি অমান্য করিলে। আপনার দোষে তুমি আপনি মজিলে॥ যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কে করে খণ্ডন। এক্ষণেতে শুন কহি তোমার কারণ॥ বধূসর নামে নদী বিরাজে যথায়। আমাদের বাক্যে কর গমন তথায়॥ তথায় যাইয়া সর্ব্ব তীর্থে স্নান কৈলে। পূর্ব্ববৎ হবে তুমি তেজ আর বলে॥ সে তীর্থের নাম হয় দীপ্তোদ বলিয়া। তব পিতামহ তথা একান্ত করিয়া॥ দৈবযোগে করিলেন তপস্যা কঠোর। যাও তুমি তথাকারে হইয়া সত্বর॥ রাম পিতৃগণ মুখে শুনি এ বর্ণন। করিলেন সেই পথে ত্বরিত গমন॥ তথা অবস্থান করি যে আদেশ দিলা। যত্ন করি সেই সব কার্য্য সমাপিলা॥ শুন ওহে ভরদ্বাজ প্রিয় শিষ্যবর। সেই সব কার্য্য গুণে সে রাম প্রবর॥ পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ তেজঃ প্রাপ্ত হৈলা। আপনার মন দুঃখ সব দূরে দিলা॥ অতি মনোহর হয় এই রাম কথা। ভক্তিতে শ্রবণ কৈলে ঘুচে সর্ব্ব ব্যথা॥ ঐহিকেতে নানা সুখ ভুঞ্জন যে করি। অন্তেতে থাকয়ে সেই বিষ্ণুলোকোপরি॥

রামসীতার অযোধ্যায় গমন।

ততো রামো জানকীস্পৃষ্টপাণিঃ।
সূতৈর্ভক্ত্যা মাগধৈঃ স্তূয়মানঃ॥
পুষ্পাসারৈরাস্তুতো দেবসঙ্ঘৈঃ।
স উজ্জবান কোশলানাজগাম॥

এখানেতে রামচন্দ্র সীতার সহিত। উঠি চতুর্দ্দোলোপরি হয়ে আনন্দিত॥ করিলেন অযোধ্যায় সুখে শুভ যাত্রা। সূত ও মগধগণ শুনি শুভ বার্ত্তা॥ নানারূপ স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। বাদ্য রবে চতুর্দ্দিক স্তম্ভিত হইল॥ স্বর্গে হেরি দেবগণ হ'য়ে আনন্দিত। আনন্দেতে বরষিল পুষ্প অপ্রমিত॥ যবে আসি অযোধ্যায় উত্তীর্ণ হইলা। সকলেতে মহানন্দে নৃত্য আরম্ভিলা॥ রাজপুরে আনন্দের সীমা নাহি রয়। হেরিবারে রাম সীতা সবে ব্যস্ত হয়॥ কৌশল্যা বধূর মুখ করি নিরীক্ষণ। হইলেন একেবারে আনন্দে মগন॥ কত অর্থ করিলেক তাহে বিতরণ। স্বরূপ করিয়া তাহা কে করে বর্ণন॥ দশরথ পুণ্যশ্লোক পুণ্যে সদা মতি। পুত্র আর পুত্রবধূ গৃহে কৈলে স্থিতি॥ করিলেন নানারূপ দান আর-স্তুণ। দানে অদরিদ্র সব হইল ব্রাহ্মণ॥ সকলেই মহাতুষ্ট হইয়া মনেতে। আশীর্ব্বাদ করিলেন হস্ত দিয়ে মাথে॥ অযোধ্যায় সীতার হইল অবস্থান। হইল অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ সমান॥ লক্ষ্মী অবস্থিতি কৈল অযোধ্যা ভুবনে। প্রজাগণ সদা সুখী ধান্য আর ধনে॥ সকলেই মহাসুখে রহে সর্ব্বক্ষণ। তিল তরে নাহি জানে দুঃখ সে কেমন॥ সকলেই রাম গুণ সদা করে গান। রামগত সকলের হইল পরাণ॥ মনে মনে সকলেই এই বাঞ্ছা করে। কবে রাম রাজা হবে এ অযোধ্যা পুরে॥ আমরা হইব সব রামের যে প্রজা। ঘরে ঘরে তুলে দিব রাম নামে ধ্বজা॥ রামরাজ্যে আমাদের হইবেক বাস। সকলের হইবেক পূর্ণ অভিলাষ॥ এইরূপ প্রজাগণ কামনা করয়। কবে রাম রাজা হবে আনন্দ হৃদয়॥

রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে অবস্থান কথন।

অথ সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সহ কেনাপি হেতুনা।
জগাম বিপিনং রামো দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ॥
তত্র গোদাবরীতীরে পর্ণশালাং বিধায় সঃ।
উবাস কিঞ্চিৎ কালন্বৈ মৃগয়ামভিকারয়ন্॥
রাবণো রাক্ষসেন্দ্রোঽথ কালপাশনিযন্ত্রিতঃ।
রামেণ লক্ষ্মণেনাপি রহিতাং জানকীং ততঃ॥
অহরৎ রাবণো মোহাল্লঙ্কায়াঞ্চ ন্যবাসয়ৎ।
তামদৃষ্ট্বা ততো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ॥
অটতুশ্চাটবীং সর্ব্বাং সীতাদর্শনলালসৌ।
রামস্য রুদতস্তস্য বাষ্পবারিসমুদ্ভবা॥
নদী বৈতরণী চাভূৎ চক্ষুষোঽশ্রুসমুদ্ভবা।
বিতরত্যশ্রু বৈ যস্মাদতো বৈতরণী স্মৃতা॥

সীতা আর লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম। যাইয়া দণ্ডকারণ্য করিলা বিশ্রাম॥ কি আর কহিব ঋষি বিশেষ ভারতী। কোনও কারণে তাঁর তথা হৈল স্থিতি॥ ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া ভগবান। গোদাবরী তীরে কৈলা কুটীর নির্ম্মাণ॥ নিত্য নিত্য কাননেতে মৃগয়া যে করি। কিছুকাল তথা রন বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥ অনন্তর দুষ্টমতি রাক্ষস রাবণ। কালবশে বদ্ধ হয়ে নাশিতে জীবন॥ পঞ্চবটী বনে আসি উপস্থিত হৈল। সীতাকে হেরিয়া দুষ্ট মানসে মোহিল॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ যেই কালে তথা নাই। সেই কালে বল করি তথাকারে যাই॥ লক্ষ্মীরূপা জানকীরে করিয়া হরণ। রথে লয়ে লঙ্কাপুরে কৈল প্রবেশন॥ রাখিলেন সীতা লয়ে অশোকের বনে। কান্দে সীতা অনুক্ষণ শ্রীরাম কারণে॥ এখানেতে রাম আর লক্ষ্মণ আসিয়া। কুটীরেতে সীতাদেবী চক্ষে না হেরিয়া॥ অতিশয় দুঃখার্ণবে হইয়া মগন। করিতে লাগিলা জানকীর

হেরিয়া রাম সীতার বদন॥ সীতা শোকে একেবারে হইয়া কাতর। কান্দিতে লাগিলা রাম করি উচ্চৈঃস্বর॥ অবিরত নেত্রে নীর এরূপ বহিল। সে এক নদী তথায় নীরেতে হইল॥ নয়নাশ্রুজাতা বলি সে নদীর নাম। হইয়াছে বৈতরণী কহে সর্ব্ব ধাম॥ বৈতরণী নদী সেই পুণ্য নিকেতন। তাহাতে করিলে স্নান আর হে তর্পণ॥ মনুষ্যের পিতৃগণ তাহাতে উদ্ধারে। সে কারণে বৈতরণী নাম এ সংসারে॥ নেত্র অশ্রু সহ যেই মল নিঃসারিল। তাহাতে অনেক বিধ পর্ব্বত হইল॥ এইরূপে রামচন্দ্র সীতার কারণ। অবিরত নেত্রনীর করি বিসর্জ্জন॥ সুগ্রীবের সহ তিনি মিত্রতা করিতে। তথা হৈতে গাত্রোত্থান করি আচম্বিতে॥ চলিলা লক্ষ্মণ সহ হ'য়ে ম্রিয়মাণ। ঋষ্যমুক অভিমুখে করিলা প্রস্থান॥ ঋষ্যমুক পর্ব্বতের শুন বিবরণ। তথায় সুগ্রীব রহে হয়ে ক্ষুণ্ণমন॥ তাহার অগ্রজ হয় বালী যে বানর। বালীর বিক্রম অতি সংসার ভিতর॥ তার সঙ্গে বিসম্বাদ তাহার হইল। তার ভয়ে ঋষ্যমুকে অবস্থিতি কৈল॥ পঞ্চ মন্ত্রী সহ তথা করে অবস্থান। সর্ব্বের প্রধান হয় বীর হনুমান॥ যেইকালে রাম চন্দ্র তথা উপজিল। ধনুর্ব্বাণ হস্তে ছিল তারা নিরীক্ষিল॥ মনেতে চিন্তিল তারা এরা দুইজন। হইবে বালীর চর হেন লয় মন॥ ভীত হয়ে মনে মনে করিয়া বিচার। কটকে প্রধান যেই হনুমান তাঁর॥ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বেশে যত্নে সাজাইয়া। দিলেন রামের কাছে যত্নে পাঠাইয়া॥ হনুমান রাজ আজ্ঞা করিয়া বহন। চলিল রামের কাছে হয়ে ক্ষুণ্ণমন॥ প্রণাম করি রামের কাছেতে আসিয়া। কহিল বিনয় করি রামেরে চাহিয়া॥ কে তুমি হে মহাশয় দাও পরিচয়। হেরিয়া তোমাকে মম উপজিল ভয়॥ হনুমান এই বাক্য যেমন কহিল। অমনই বিশ্বরূপে তারে দৃশ্য দিল॥ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজধারী। গলে দোলে বনমালা শোভার মাধুরী॥ পরিধানে পীতবাস শ্রীবৎসলাঞ্ছন। ভূষণে ভূষিত অঙ্গ মানস মোহন॥ নবজল-ধর বর্ণ পুরুষ প্রধান। সেইরূপে হইলেন তথা শোভমান॥

প্রত্যক্ষে সেরূপ রাশি হেরি হনুমান। একেবারে মানসেতে হইল অজ্ঞান॥ পুনর্ব্বার হেরিলেক করি নিরীক্ষণ। সেই সে ঈশ্বররূপী পুরুষ রঞ্জন॥ তাঁর এক পার্শ্বে লক্ষ্মীরূপে আলো করে। আর পার্শ্বে সরস্বতী আনন্দে বিহরে॥ সনকাদি মুনিগণ চারি পাশে থাকি। করিতেছে কত স্তব বার বার ডাকি॥ দেব ও গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ। করিতেছে আরাধন মুদিয়া নয়ন॥ ব্রহ্মরূপ সাক্ষাতেতে হয় বিদ্যমান। পদ্মনেত্র যুগ্মভুরু সরল শ্রীমান॥ শত চন্দ্রবৎ মুখপদ্ম শোভা করে। ব্রহ্মাণ্ডের তমঃ তার সেরূপেতে হরে॥ রামরূপ হেনমত হনু নিরখিয়া। দেখিলা লক্ষ্মণ প্রতি নেত্র ফিরাইয়া॥ সেকালে লক্ষ্মণ তবে মানব কারণ। ধরিলেন নিজরূপ পরম কারণ॥ প্রত্যক্ষে অনন্তদেব করেন বিরাজ। মস্তকে সহস্রফণা পরম সুসাজ॥ সেই সব ফণা করি সগর্ব্বে বিস্তার। রাখিয়াছে রাম মাথে ছত্রের আকার॥ অন্য অন্য নাগগণ হয়ে হৃষ্টমন। করিছে হরির স্তব সদা সর্ব্বক্ষণ॥

রামচন্দ্র সহ হনুমানের পরিচয়।

আত্মানং দর্শয়ামাস রামচন্দ্রো হনূমতে।
তদ্রূপং হনুমান্ বীক্ষ্য কিমেতদিতি বিস্মিতঃ॥
ক্ষণং নিমীল্য নয়নে পুনঃ সোঽপশ্যদদ্ভুতম্।
স্তুত্বা নত্বা চ বহুধা সোঽব্রবীৎ রাঘবং বচঃ॥
অহং সুগ্রীবসচিবো হনুমান্ নাম বানরঃ।
সুগ্রীবেণ প্রেষিতোঽহং যুবাঞ্চ জ্ঞাতুমাগতঃ॥
দৃষ্ট্বা যুবাঞ্চ দ্বিভুজৌ চাপবাণধরৌ পরৌ।
আগত্য চান্যথা দৃষ্টৌ বদ মে কো ভবানিতি॥
ইতি পরমদ্ভুতং ব্যাকুলং ব্যাহরন্তং।
কিমিতি কথমিতীদং কম্পমানং প্লবঙ্গম্॥

হনুমানে এই রূপে রাম রঘুবর। দেখালেন ব্রহ্মরূপ পরম সুন্দর॥ হনুমান সেইরূপ হেরিয়া নয়নে। বিস্ময়েতে

পূরিলেক আপনার মনে। ক্ষণকাল স্বীয় নেত্র মুদিত করিয়া। হৃদিপদ্মে ঐরূপ প্রত্যক্ষে হেরিয়া॥ তখন সে রামচন্দ্রে ইষ্ট দেব জানি। করিল প্রণাম হনু যোড় করি পাণি॥ প্রণাম করিয়া হনু অতি ভক্তিভরে। করিল বিবিধ গান হরে রাম হরে॥ তদন্তে কহিল এই রামের গোচর। আমি হই পরিচয়ে সুগ্রীবের চর॥ জাতিতে বানর আমি নাম হনুমান। সুগ্রীবের পাত্র ঋষ্যমুকে অবস্থান॥ সুগ্রীবের আদেশেতে আমি হে এখন। ছদ্মবেশে আইলাম হইয়া ব্রাহ্মণ॥ তাঁহার উদ্দেশ্য এই হইয়াছে মনে। জানিবেক কে তোমরা এলেন দুজনে॥ কিন্তু আমি প্রথমেতে আসিয়া হেথায়। হেরিলাম ধনুর্ব্বাণ ধারী দুজনায়॥ কিন্তু এবে অন্যরূপ করি নিরীক্ষণ। স্বরূপে বলুন হন কেবা দুইজন॥ এইরূপ বলি হনু হইয়া বিস্ময়। একি একি বলি নিজ মনে পায় ভয়॥ আপন হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। মস্তকে অঞ্জলি করি ধরিয়া রহিল॥ হনুর সে ভাব রাম করি নিরীক্ষণ। বলিতে লাগিল তবে এই সে বচন॥

রামচন্দ্রের হনুমান প্রতি নিজ পরিচয় ছলে সাংখ্য যোগ কথন।

রামঃ প্রাহ হনুমন্তমাত্মানং পুরুষোত্তমঃ।
বৎস বৎস হনূমাংস্ত্বং ভক্তো যৎ পৃষ্টবানসি॥
ভক্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতো মম।
অবাচ্যমেতদ্বিজ্ঞানমাত্মগুহ্যং সনাতনম্॥
যন্ন দেবা বিজানন্তি যতন্তোঽপি দ্বিজাতয়ঃ।
ইদং জ্ঞানং সমাশ্রিতাঃ ব্রহ্মভূতা দ্বিজোত্তমাঃ॥
ন সংসারং প্রপশ্যন্তি পূর্ব্বেঽপি ব্রহ্মবাদিনঃ।
গুহ্যাৎ গুহ্যতমং সাক্ষাৎ গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥
বংশে ভক্তিমতো হ্যস্য ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।
আত্মা যঃ কেবলঃ স্বচ্ছঃ শান্তঃ সূক্ষ্মঃ সনাতনঃ॥
অস্তি সর্ব্বান্তরঃ সাক্ষাচ্চিন্মাংস্তমসঃ পরঃ।
সোঽন্তর্য্যামী স পুরুষঃ স প্রাণঃ স মাহেশ্বরঃ॥
স কালাগ্নিস্তমব্যক্তং সত্ত্বো বেদয়তি শ্রুতিঃ।
অস্মাদ্ধি জায়তে বিশ্বমত্রৈব প্রবিলীয়তে॥
মায়াবী মায়য়া বদ্ধং করোতি বিবিধং তনুম্।
ন চাপ্যয়ং সংসরতি ন চ সংসারয়েৎ প্রভুঃ॥
নায়ং পৃথ্বী ন সলিলং ন তেজঃ পবনো নভঃ।
ন প্রাণী ন মনো ব্যক্তং শব্দঃ স্পর্শ এব চ॥
ন রূপরসগন্ধাশ্চ নায়ং কর্ত্তা ন বাগপি।
ন পাণিপাদৌ নো পায়ুর্নচোপস্থং প্লবঙ্গম॥
ন কর্ত্তা ন চ ভোক্তা চ নৈব প্রকৃতিপুরুষৌ।
ন নারা নৈব চ প্রাণশ্চৈতন্যং পরমার্থতঃ॥
যথা প্রকাশতমসোঃ সম্বন্ধো নোপপদ্যতে।
তদ্বদেব ন সম্বন্ধঃ প্রপঞ্চপরমাত্মনোঃ॥
ছায়াতরুর্যথা লোকে পরস্পরবিলক্ষণৌ।
তদ্বৎ প্রপঞ্চপুরুষৌ বিভিন্নৌ পরমার্থতঃ॥
যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বস্থো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ।

পশ্যন্তি মুনয়ো মুক্তাঃ স্বাত্মানং পরমার্থতঃ।
বিকারহীনং নির্দুঃখমানন্দাত্মানমব্যয়ম্ ॥
অতঃ কর্ত্তা সুখী দুঃখী কৃশঃ স্থূলেতি যা মতিঃ।
সাপ্যহঃ কৃতিসম্বন্ধাদাত্মন্যারোপ্যতে জনৈঃ ॥
বদন্তি বেদবিদ্বাংসঃ সাক্ষিণং প্রকৃতেঃ পরম্।
ভোক্তারমক্ষয়ং বুদ্ধা সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্ ॥
তস্মাদ্ জ্ঞানমূলোঽয়ং সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজ্ঞানাদন্যথা জ্ঞানং তচ্চ প্রকৃতিসঙ্গজম্ ॥
নিত্যোদিতং স্বয়ং জ্যোতিঃ সর্ব্বগঃ পুরুষঃ পরঃ।
অহঙ্কারোঽবিবেকেন কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥
পশ্যন্তি ঋষয়োঽব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং বুদ্ধাঃ কারণং ব্রহ্মবাদিনং ॥
তেনাত্র সঙ্গতো হ্যাত্মা কূটস্থোঽপি নিরঞ্জনঃ।
আত্মানমক্ষয়ং ব্রহ্মনাববুধ্যেত তত্ত্বতঃ ॥
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং তস্মাদ্ দুঃখং তথৈব তৎ।
রাগদ্বেষাদয়ঃ সর্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ ॥
কার্য্যে হ্যস্য ভবেদ্দোষঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি শ্রুতিঃ।
তদ্বশাদেব সর্ব্বেষাং সর্ব্বদেহসমুদ্ভবঃ ॥
নিত্যঃ সর্ব্বত্রগোহ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।
একো বিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥
তস্মাদদ্বৈতমেবাহু মুনয়ঃ পরমার্থতা।
ভেদোব্যক্তস্বভাবেন সা চ মায়াত্মসংশ্রয়া ॥
যথা হি ধূমসম্পর্কান্নাকাশো মলিনো ভবেৎ।
অন্তঃকরণজৈ র্ভাবৈরাত্মা তদ্বন্ন লিপ্যতে ॥
যথা স্বপ্রভয়া ভাতি কেবলং স্ফাটিকোঽমলঃ।
উপাধিহীনো বিমলস্তথৈবাত্মা প্রকাশতে ॥
জ্ঞানস্বরূপমেবাহুর্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ।
অর্থস্বরূপমেবোঞ্চাঃ পশ্যন্ত্যন্যে কুবুদ্ধয়ঃ ॥
কূটস্থো নির্গুণো ব্যাপী চৈতন্যাত্মা স্বভাবতঃ।
দৃশ্যতে হ্যর্থরূপেণ পুরুষৈর্ভ্রান্তদৃষ্টিভিঃ ॥

যথা সংলক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলঃ স্ফটিকো জনৈঃ।
রক্তিমাব্যবধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ॥
তস্মাদাত্মাক্ষরঃ শুদ্ধো নিত্যং সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ।
উপাসিতব্যো মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ॥
যদা মনসি চৈতন্যং ভাতি সর্ব্বত্রগং সদা।
যোগিনোঽব্যবধানেন তদা সম্পদ্যতে স্বয়ম্॥
যদা সর্ব্বাণি ভূতানি স্বাত্মন্যেবাভিপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
যদা সর্ব্বাণি ভূতানি সমাধিস্থো ন পশ্যতি।
একীভূতঃ পারণাসৌ তদা ভবতি কেবলঃ॥
যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে যেঽস্য হৃদি ব্যবস্থিতাঃ।
তদা সাবমৃতীভূতঃ ক্ষেমং গচ্ছতি কোবিদঃ॥
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে সদা॥
যদা পশ্যতি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ।
মায়ামাত্রং জগৎ কৃৎস্নং সদা ভবতি নির্বৃতঃ॥
যদা জন্মজরাদুঃখব্যাধীনামেকভেষজম্।
কেবলং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জায়তেঽসৌ তদা শিবঃ॥
যথা নদ্যঃ সদা লোকে সাগরেণৈকতাং যযুঃ।
তদ্বদাত্মাক্ষারেণাসৌ নিষ্কলেনৈকতাং ব্রজেৎ॥
তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং লোকে বিজ্ঞানং তেন মুহ্যতি॥
যজ্‌জ্ঞানং নির্ম্মলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং যদব্যয়ং।
অজ্ঞানমিতি তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানমিতি মে মতং॥
এতত্তে পরমং সাংখ্যং ভাবিতং জ্ঞানমুত্তমং।
সর্ব্ববেদান্তসারং হি যোগস্তত্রৈকচিত্ততা॥
যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ যোগঃ প্রবর্ত্ততে।
যোগজ্ঞানাভিযুক্তস্য নাবাপ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
যদেব যোগিনো যান্তি সাংখ্যৈস্তদভিগম্যতে।

অন্যে চ যোগিনো বৎস ঐশ্বর্য্যাসক্তচেতসঃ।
মজ্জন্তি তত্র তত্রৈব তত্ত্বাত্রৈকমিতি শ্রুতিঃ॥
যত্তং সর্ব্বগতং দিব্যমৈশ্বর্য্যমচলং মহৎ।
জ্ঞানযোগাভিযুক্তস্তু দেহান্তে তদবাপ্নুয়াৎ॥
এষ আত্মাহমব্যক্তো মায়াবী পরমেশ্বরঃ।
কীর্ত্তিতঃ সর্ব্বদেবেষু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ॥
সর্ব্বকামঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বগন্ধোহজোহমরঃ।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদোহহমন্তর্য্যামী সনাতনঃ॥
অপাণিপাদো জবনো গৃহীতো হৃদি সংস্থিতঃ।
অচক্ষুরপি পশ্যামি কথাকর্ণঃ শৃণোম্যহং॥
বেদহং সর্ব্ব মে বেদং ন মাং জানাতি কশ্চন।
প্রাহুর্ম্মহান্তঃ পুরুষং মামেকং তত্ত্বদর্শিনঃ॥
নির্গুণামলরূপস্য যত্তদৈশ্বর্য্যমুত্তমং।
যন্ন দেবা বিজানন্তি মোহিতা মায়য়া হিমং॥
যন্মে গুহ্যতমং দেহঃ সর্ব্বগং তত্ত্বদর্শিনঃ।
প্রবিষ্টা মম সাযুজ্যং লভন্তে যোগিনোহব্যয়ং॥
যেষাং হি ন সমাপন্না মায়া মে বিশ্বরূপিণী।
লভন্তে পরমং শুদ্ধং নির্ব্বাণন্তে ময়া সহ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি।
প্রসাদান্মম তে বৎস এতদ্বেদপ্রশাসনম্॥
নাপুত্রশিষ্যযোগিভ্যো দাতব্যং হনুমন্ ক্বচিৎ।
মদুক্তমেতদ্বিজ্ঞানং সাংখ্যযোগসমাশ্রয়ম্॥

রামচন্দ্র হনুমানে হইয়া সদয়। স্বগুণেতে দিতে তারে আত্ম পরিচয়॥ কহিলেন এই বাক্য হনুমান প্রতি। শুন বৎস হনুমান আমার ভারতী॥ তুমি মম প্রিয় ভক্ত হও এ সংসারে। বিশেষ প্রকাশি সব বলিব তোমারে॥ ভক্ত কাছে পরিচয়ে মম বাধা নাই। বিশেষ কহিব তাই তোমার যে ঠাঁই॥ মনোযোগী হয়ে তুমি করহ শ্রবণ। অবক্তব্য কথা এই হয় সর্ব্বক্ষণ। নিয়ত গোপন রাখা আমার উচিত।

তথাপি কহিব আমি চিন্তি তব হিত ॥ দেবগণ এর তত্ত্ব নহেন বিদিত। সাধুগণ যত্ন করি শুনিতে বাঞ্ছিত ॥ যত্ন করি এর তত্ত্ব শুনিতে যত পান। কহি আমি তব স্থানে শুন মতিমান ॥ সাধুগণ এই তত্ত্ব জানিতে পারিলে। ব্রহ্মার স্বরূপ হয়ে উঠে অবহেলে ॥ পুরাকালে যত সাধু ব্রাহ্মণের গণ। বিধি মতে এই তত্ত্ব করি অন্বেষণ ॥ জানিতে না পারিলেন হইয়া নৈরাশা। ত্যজিলেন নিজ প্রাণ রাখিয়া পিপাসা ॥ এর তুল্য গোপনীয় নাহিক এমন। অতি গোপনীয় বলি শাস্ত্রেতে বর্ণন ॥ এ বিষয় অতিশয় গোপন যে করে। রাখিতে বিধান হয় জান কপিবরে ॥ ইহাতে পরমভক্ত ব্যক্তিগণ বংশে। ব্রহ্মবাদিগণ জন্ম লভে অবতংশে ॥ শুন ওহে হনুমান হয়ে একমন। যিনি আত্মা যিনি অদ্বিতীয় বস্তুধন ॥ যিনি স্বচ্ছ যিনি শান্ত তিনি সূক্ষ্ম নিত্য। তিনি সকলের আত্মা স্বরূপেতে নিত্য ॥ যিনি সকলের দেহ অভ্যন্তরবর্ত্তি। যিনি প্রাণ সর্ব্ব ক্ষণ দেহে পান স্ফূর্ত্তি ॥ তিনিই হে মহেশ্বর তিনিই হে কাল। তিনিই হে অগ্নিশ্রুতি জান সর্ব্বকাল ॥ তিনিই সে অবক্তব্য পদার্থকে সদা। প্রণিপাদন করিয়া হে হন বিশারদা ॥ তা হ'তেই এই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয়। তাহাতেই এই বিশ্ব হয়ে থাকে লয় ॥ তিনিই হে মায়াময় হন হনুমান। তিনিই সে মায়াযোগে নানা মূর্ত্তিমান ॥ তাহার সংসার নাই কি বলিব আর। সংসারে লওয়াতে মতি ইচ্ছা নাই তার ॥ নহেন পৃথিবী তিনি নহেন হে জল। তেজ ও আকাশ তিনি নহে মহাবল ॥ বায়ু নদ প্রাণ নন নহেন শমন। ব্যক্ত নন শব্দ নন নহেত স্পর্শন ॥ রূপ নন রস নন নহেন হে গন্ধ। কর্ত্তা নন বাণী নন নাহি তাঁর সম্বন্ধ ॥ কত সে কহিব আমি তাঁহার কথন। পুরুষ প্রকৃতি তিনি নন হে কখন ॥ ভোক্তা নন প্রাণ নন নন বায়ু পদ ॥ চৈতন্য স্বরূপ তিনি হন বিশারদ ॥ আলো অন্ধকারে যেন সম্বন্ধ হে নাই। প্রপঞ্চ পুরুষ তেন বিভিন্ন সদাই ॥ আত্মা যদি মিলন ও বিকারী হতেন। অকর্ম্ম পথেতে মন সতত দিতেন ॥ তা হ'লে হে শতজন্ম গোঙালেও

পর। না হইত মুক্তি এই বিশ্বের উপর॥ মুক্ত মুনিগণ সব আপন আত্মাকে। যথার্থ স্বরূপে দৃশ্য করিয়া যে থাকে॥ তিনি হে বিকার দুঃখ সততই হীন। আনন্দ অক্ষয় তিনি হন চিরদিন॥ আমি কর্ত্তা আমি সুখী আমি হই দুঃখী। আমি কৃশ আমি স্থূল যে চিন্তার থাকি॥ এইরূপ জ্ঞান শুদ্ধ অহং যোগেতে। আরোপ করিয়া থাকি জানিবে আত্মাতে॥ বেদ বেত্তাগণ ভুক্তো আত্মাকে সর্ব্বদা। অক্ষয় ও বর্ত্তমান জানি বিশারদা॥ কহিয়া থাকেন এই স্থির করি মতি। তিনি হন সাক্ষী ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তি॥ অতএব শুন তুমি বীর হনুমান। যত জীবগণ সবে রহে বর্ত্তমান॥ অমূলক সংসারকে মূলক বলিয়া। সততই জ্ঞান করে অজ্ঞানে মোহিয়া॥ প্রকৃতিও হন ইহা সহিত সংশ্লিষ্ট। শুন হনুমান তোমা বুঝাই এ স্পষ্ট॥ অন্তর্য্যামী হন যিনি পরম পুরুষ। অধিক কি কব তার তোমাতে পৌরুষ॥ তিনিই যে নিত্য বস্তু সদা প্রভামান। তিনিই সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ স্বরূপ বিধান॥ অহং বুদ্ধিতে আর অবি-বেক বশে। আপনাকে কর্ত্তা জ্ঞানে সদতই ভাষে॥ জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রহ্মবাদী যত ঋষিগণ। নিত্য সৎ অব্যক্ত আত্মাকে সর্ব্বক্ষণ॥ প্রকৃতি কারণ রূপে দর্শিয়া যে থাকে। অন্তর সহিত তারা তাহাকেই ডাকে॥ নিরঞ্জন নিরাশ্রয় হইয়াও আত্মা। সেই কারণের সহ হয়ে একত্রিতা॥ আপনাকে পরমাত্মা ব্রহ্মের কিরূপ। জানিবারে পারে হনুমান কপিরূপ॥ অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান হইলে উদয়। তাহাতেই নানা দুঃখ আসি উপ-জয়॥ রাগ দ্বেষ সমস্তই ভ্রান্তির বশেতে। উৎপন্ন হইয়া থাকে এই জগতেতে॥ শ্রুতি আছে স্বধর্ম্মের বশে সর্ব্বক্ষণ। পাপ পুণ্য দোষাদোষ হয় হে ঘটন॥ তাহাদের কারণ সব জীবের জীবন। ধ্বংশ হয় অবিরত থাকি এ ভুবন॥ আত্মা সর্ব্বস্থানে রন নিত্য বস্তু ধন। সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত শুন বাছাধন॥ তিনি এক হইয়াও মায়াশক্তি বশে। ভিন্ন ভিন্ন [illegible] জগতে প্রকাশে। স্বরূপত তার কোন বিভেদ

বলি অদ্বিতীয় কন। সার তত্ত্ব কথা এই শুন বাছাধন॥ প্রকাশ নিবন্ধ তিনি বিভেদ যে হয়। প্রকৃতি সম্বন্ধ বশে তাহা হে নিশ্চয়॥ যেমন হে মহাধূমে আকাশ ব্যাপিলে। তবু না মিলন হয় চাহিয়া দেখিলে॥ সেইরূপ আত্মা সর্ব্ব অন্তরেতে থাকি। মিলিত না হন কভু ধ্যান শ্রেষ্ঠ কপি॥ নির্ম্মল স্ফটিক যেন রক্তিমা বস্তুতে। রক্ত বর্ণ বলি বোধ হয় সর্ব্বত্রেতে॥ আত্মাও সেরূপ জান হয় সুনির্ম্মল। অন্য বস্তু প্রভাবেতে অন্যেতে প্রবল॥ উপাধি বিহীন তিনি অন্য বস্তুযোগে। উপাধি লভিয়া থাকে বুঝ অনুরাগে॥ জ্ঞানিগণ এজগৎ জ্ঞানের বলেতে। জ্ঞানময় কহিয়া থাকেন সর্ব্বত্রেতে॥ অজ্ঞানে ইহাকে বস্তু স্বরূপ বলিয়া। নির্দ্দেশ করিয়া থাকে শুন মন দিয়া॥ আত্ম স্বভাবত হন উদাসী নির্গুণ। সর্ব্বব্যাপী ও চৈতন্য স্বরূপ বর্ণন॥ জীব শুদ্ধ ভ্রান্তিবশে ডাকে হনুমান। বিষয়ে স্বরূপ স্ফুরে তাঁহার প্রমাণ॥ রক্তিমার ব্যবধান যেন না থাকিলে। বিশুদ্ধ স্ফটিক নাহি হেরে চক্ষু মিলে॥ পরম পুরুষ জান হন সেইরূপ। বুঝ বৎস হনুমান তুমি কপিরূপ॥ অতএব নিত্যবস্তু বিশুদ্ধ আহার। ধ্যান উপা-সনা করা বিধান হে সার॥ যে কালে যোগীর চিত্তে ওহে হনুমান। সর্ব্ব আত্মাময় সচৈতন্য ভগবান॥ পূর্ণভাবে অব-স্থিতি প্রকাশ হে পান। তখনই তিনি আত্মস্বরূপতা পান॥ আর যবে যোগিবর করেন দর্শন। পূর্ণ নিত্যময় যিনি পূর্ণ সনাতন॥ সকল প্রাণীতে আর আমার দেহেতে। আমিও যে অবস্থান করি সর্ব্বভূতে॥ তখনই যোগীবর হন ব্রহ্মময়। সারতত্ত্ব এই কথা শুন সদাশয়॥ আর যবে সমাধিস্থ হয়ে যোগিবর। নাহি হেরে কোন বস্তু নয়ন গোচর॥ পরম পুরুষ সহ একীভূত হন। তখনি অদ্বৈত যোগী শুন বাছাধন॥ আর যবে হন যোগী বাসনা রহিত। তত্ত্বজ্ঞানী হন যোগী সেকালে নিশ্চিত॥ তখনই মৃত্যুশূন্য হয়ে যোগিবর। আপন মঙ্গল লাভ করে নিরন্তর॥ আর যবে ভিন্ন হেরে পদার্থ সকলে।

হ'তে ওহে হনুমান। ভিন্ন ভিন্ন ভাব সব দেখিবারে পান॥ তখনই ব্রহ্মময় হন যোগিবর। যথার্থ বচন এই জান পূর্ব্বাপর॥ আর যবে যোগীবর প্রকৃত রূপেতে। দ্বৈতহীন দৃশ্য করি স্বীয় মানসেতে॥ নিখিল জগৎ সব হয় মায়াময়। মায়ার কারণ সব হের সমুদয়॥ তখনই যোগিবর হয়েন হে সুখী। কোন বিষয়েতে আর তিনি নন দুঃখী॥ আর যবে জন্ম জরা মহাদুঃখ রূপ। উৎকট ব্যাধির মাত্র ঔষধ স্বরূপ॥ পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞানে জ্ঞানী হন যোগিবর। তখনই তিনি শিব হন এ উত্তর॥ যেমন হে নদ নদীগণ সমুদয়। সাগরের সহ মিলি একীভূত হয়॥ যোগীও তেমনি জান অখণ্ড আত্মায়। একীভূত হইয়া হে শোভে সে শোভায়॥ অতএব বিজ্ঞানই সদা হয় সৎ। প্রবঞ্চ বা এ সংসারে কভু নহে সৎ॥ তবে এ সংসারে সার বিজ্ঞান যে ধন। অজ্ঞানেতে আচ্ছাদিত আছে সর্ব্বক্ষণ॥ সেই সে কারণ বশে বীর হনুমান। লোকের সতত ভ্রান্তি পথেতে পয়ান॥ নির্ম্মল সূক্ষ্ম নির্ব্বিকল্প অব্যয়। ইহা-কেই জ্ঞান বলি মান সদাশয়॥ আমার মতেতে হয় উহাই অজ্ঞান। আমার মতেতে হয় উহাই বিজ্ঞান॥ আমি এই সমুদয় কহিনু তোমাকে। সুসিদ্ধ পরম সাংখ্য ব্যক্ত জ্ঞানী লোকে॥ ইহা হয় সর্ব্ব বেদ বেদান্তের কথা। ইহাতেই জন্মে যেই চিত্ত একাগ্রতা॥ তাহাকেই যোগ বলি উক্ত সদা হয়। যোগ তুল্য বস্তু আর নাহি সদাশয়॥ যোগ হইতেই জ্ঞান জন্মে সার জ্ঞান। অজ্ঞানেতে হয় যোগ প্রবৃত্তি বিধান॥ যার আছে যোগ জ্ঞান উভয় সমান। তাহার অভাব কিছু নাই মতিমান॥ যোগিগণ যোগবলে যাহা প্রাপ্ত হন। সাংখ্য জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাহাই লভেন॥ অধিক কি কব আর বীর হনুমান। তিনি সাংখ্য আর যোগ দেখেন সমান॥ তিনিই হে তত্ত্বজ্ঞানী মহামান্য জন। তাঁহার সর্ব্বত্র জয় হয় সর্ব্ব-ক্ষণ॥ বেদেতে কথিত আছে এ হেন বচন। অন্য প্রকার যেই হয় যোগিজন॥ বিষয়েই স্বীয় চিত্ত বহন করিয়া। ঐ বিষয়েই আত্মা রোধ যে করিয়া॥ সতত নিমগ্ন রহে শুন হনু-

মান। এ কথা শ্রবণে সদা খণ্ডায় অজ্ঞান॥ সেই যে সর্ব্বত্র ব্যক্ত অচল ঐশ্বর্য্য। অর্থাৎ পরমপদ যাহা হয় ধার্য্য॥ জ্ঞানযোগে যোগিগণ তাহাই হে পায়। দেহান্তে অনন্ত সুখে ভাসে সর্ব্বদায়॥ কি আর কহিব তোমা তুমি মম ভক্ত। আমি হে হই আত্মা আমিই অব্যক্ত॥ আমিই পরমেশ্বর আমিই মায়াবী। আমার প্রভাবে যত দৃশ্য হয় সবি॥ বেদেতে আমাকে সদা করেন বর্ণন। সকলেই আত্মা সর্ব্বসুখ নারায়ণ॥ আমিই হে সর্ব্ব কাম সর্ব্ব রস গন্ধ। আমিই অজরাম নাই তায় সন্ধ॥ আমিই হে সনাতন হই অন্তর্যামী। আমিই এ ত্রিলোকের একমাত্র স্বামী॥ আমারই হস্তপদ সর্ব্বদিকে স্থিত। আমিই ঈশ্বর বলি বেদে নিরূপিত॥ মম হস্ত আর পদ কিছুই হে নাই। কিন্তু আমি পরিচিয়া থাকি সর্ব্বঠাঁই॥ সর্ব্ব দেহে আমি সদা করি অবস্থিতি। আমারই প্রভাবেতে এ বিশ্ব মহতী॥ চক্ষু নাই আমি তবু করি যে দর্শন। কর্ণ নাই তবু আমি করি হে শ্রবণ॥ আমি এই বিশ্ব বার্ত্তা সব অবগত। কিন্তু হে আমাকে কেহ কভু নহে জ্ঞাত॥ তত্ত্বজ্ঞানিগণ যত আমাকে সদাই। অদ্বিতীয় বলিয়া বর্ণেন সর্ব্বঠাঁই॥ আমি হই নির্গুণ ও নির্ম্মল সতত। কিন্তু যোগিগণ যত রহেন তাবত॥ আমার ঐশ্বর্য্য আর মায়ায় মোহিয়া। জানিতে না পারে তাহা একান্ত করিয়া॥ মম যে নিরতিশয় গুপ্ত দেহ হয়। তত্ত্বজ্ঞানী হন যত যোগী সমুদয়॥ আমার সাযুজ্য লাভ করিয়া যতনে। তাহা প্রাপ্ত হয়ে সুখে রণ সর্ব্বক্ষণে॥ অধিক কি কব তোমা ভক্ত হনুমান। আমার বিশ্বব্যাপিনী মায়া যে মহান্॥ যাহাদের নাহি করে আশ্রয় গ্রহণ। তাহারাই তোমাকে হে করিয়া যতন॥ পরম বিশুদ্ধ যেই নির্ব্বাণ সে মুক্তি। তাহাই হে লাভ করে এই সার উক্তি॥ আমারই প্রসাদেতে তাঁরা হনুমান। শতকোটি কল্পকাল যে হয় মহান্॥ আমার আশ্রমে থাকি সুখে কাল হরে। পুনঃ না আসিতে তারে হয় মর্ত্ত্যপুরে॥ বেদের আভাষ এই হয় সর্ব্বক্ষণ। এই বাক্য কোন কালে না হয় খণ্ডন॥

সর্ব্বসার এই কথা সংখ্যযোগ হয়। তব স্থানে কহিলাম পবন তনয় ॥ পুত্র শিষ্য যোগী ভিন্ন এই সার কথা। না কহিবে কার' কাছে নিষেধ সর্ব্বথা ॥

শ্রীরামচন্দ্রের হনুমানকে ব্রহ্মবস্তু কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সার উপদেশ কথন।

রামঃ পুনঃ প্রবচনমুবাচ দ্বিজপুঙ্গব।
অব্যক্তাদভবৎ কালঃ প্রধানং পুরুষঃ পরঃ ॥
তেভ্যঃ সর্ব্বমিদং জাতং তস্মাৎ সর্ব্বমিদং জগৎ।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং ॥
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাবং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং ॥
সর্ব্বাধারং নিরানন্দমব্যক্তদ্বৈতবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বাপমানরহিতং প্রমাণাতীতমব্যয়ম্ ॥
নির্ব্বিকল্পং নিরাভাসং সর্ব্বাভাসং পরামৃতম্।
অভিন্নং ভিন্নসংস্থানং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্ ॥
নির্গুণং পরমং ব্যোম তজ্‌জ্ঞানং স্থরয়ো বিদুঃ।
স আত্মা সর্ব্বভূতানাং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শয়ঃ ॥
সোঽহং সর্ব্বত্রগঃ শান্তো জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরঃ।
ময়া ততমিদং বিশ্বং জগদব্যক্তরূপিণী ॥
তৎস্থানি সর্ব্বভূতানি যস্তং বেদ স তত্ত্ববিৎ।
প্রধানপুরুষঞ্চৈব তত্ত্বদ্বয়মুদাহৃতম্ ॥
তয়োরনাদিনির্দ্দিষ্টঃ কালঃ সংযোজকঃ পরঃ।
ত্রয়মেতদনাদ্যন্তমব্যক্তং সমবস্থিতম্ ॥
তদাত্মকং তদন্যৎ তদ্রূপং মামকং বিদুঃ।
মহদাদ্যবিশেষান্তং সম্প্রসূয়েঽখিলং জগৎ ॥
যা সা প্রকৃতিরুদ্দিষ্টা মোহনী সর্ব্বদেহিনাম্।
পুরুষপ্রকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে যঃ প্রাকৃতান্ গুণান্ ॥
অহঙ্কারা বিবিক্তত্বাৎ প্রোচ্যতে পঞ্চবিংশকঃ।
আদ্যো বিকারপ্রকৃতের্ম্মহানাত্মেতি কথ্যতে ॥

বিজ্ঞানশক্তিবিজ্ঞানাদহঙ্কারস্তুঃখিতঃ।
এক এব মহাত্মনা সোঽহঙ্কারোঽভিধীয়তে ॥
স জীবঃ সোঽন্তরাত্মেতি গীয়তে তত্ত্বচিন্তকৈঃ।
তেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু ॥
স বিজ্ঞানাত্মকস্তস্য মনঃ স্যাদুপকারকম্।
তেনাবিবেকস্তস্মাৎ সংসার পুরুষস্য চ ॥
সদাবিবেকঃ প্রকৃতৌ সঙ্গাৎ কালেন সোঽভবৎ।
কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ ॥
সর্ব্বে কালস্য বশগা ন কালঃ কস্যচিদ্বশে।
সোঽন্তরা সর্ব্বমেবেদং নিযচ্ছতি সনাতনঃ ॥
প্রোচ্যতে ভগবান প্রাণঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরমং মনঃ প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমহঙ্কারান্মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ॥
পুরুষাদ্ ভগবান্ প্রাণস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ।
প্রাণাৎ পরতরং ব্যোম ব্যোমতীতোঽগ্নিরীশ্বরঃ ॥
সোঽহং সর্ব্বত্রগঃ শান্তো জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরঃ।
নাস্তি মত্তঃ পরং ভূতং মাং বিজ্ঞানবিমুচ্যতে ॥
নিত্যং হি নাস্তি জগতি ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
ঋতে মামেকমব্যক্তং ব্যোমরূপং মহেশ্বরম্ ॥
সোঽহং সৃজামি সকলং সংহারামি সদা জগৎ।
মায়ী মায়াময়ো দেবঃ কালেন সহ সঙ্গতঃ ॥
মৎসন্নিধানেন কালঃ করোতি সকলং জগৎ।
নিযোজয়ত্যনন্তাত্মেতদ্বেদানুশাসনম্ ॥
বক্ষ্যে সমাহিতমনাঃ শৃণুষ্ব পবনাত্মজ।
যেনেদং লভ্যতে রূপং যেনেদং সম্প্রবর্ত্ততে ॥
নাহং তপোঽভির্ব্বিবিধৈর্ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্যো হি পুরুষৈর্ব্বাতুমৃতে ভক্তিমনুত্তমাম্ ॥
অহং হি সর্ব্বভাবানামন্তস্তিষ্ঠামি সর্ব্বগঃ।
মাং সর্ব্বসাক্ষিণং লোকা ন জানন্তি প্লবঙ্গম ॥

যস্যান্তরা সর্ব্বমিদং যোহি সর্ব্বান্তরঃ পরঃ।
সোহহং বিধাতা চ লোকেঽস্মিন্ বিশ্বতোমুখঃ॥
ন মাং পশ্যন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বেঽপি ত্রিদিবৌকসঃ।
ব্রহ্ম বা মনবোঽশক্তা যে চান্যে প্রথিতৌজসঃ॥
গৃহ্নন্তি সততং বেদা মামেকং পরমেশ্বরম্।
যজন্তি বিবিধৈরগ্নি ব্রাহ্মণা বৈদিকৈর্ম্মুখৈঃ॥
সর্ব্বে লোকা নমস্যন্তি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো দেবং ভূতাধিপতিমীশ্বরম্॥

রামচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন বাণী। শুন বৎস হনুমান স্থির কর প্রাণী॥ যে কথায় প্রবৃত্তি হয় সে উৎপত্তি। যে কথায় উহা লাভ হয় মহামতি॥ কহি আমি সেই কথা করহ শ্রবণ। তুমি মম প্রিয় ভক্ত পবন নন্দন॥ বিনা ভক্তি মনুষ্যেতে করি মতি দান। আমাকে না প্রাপ্ত হয় শুন মতিমান॥ আমি সর্ব্বাত্মায় সর্ব্ব পদার্থ মধ্যেতে। করি সদা অবস্থান যত ত্রিলোকেতে॥ সদাক্ষণ করি আমি সকলে দর্শন। আমাকে কেহ না দেখে শুন বাছাধন॥ এই বিশ্ব চরাচর উৎপত্তি যাহাতে। যিনি সর্ব্বত্রেতে রন মন আনন্দেতে॥ আমিই সে পরাৎপর ব্রহ্মার হরি। আমিই বিধাতা পিতা সর্ব্বের উপরি॥ ব্রহ্মা কিম্বা দেব মুনি আর মনূত্তম। হনুমান দেখিতে নাহি হয়েন সক্ষম॥ বেদমাত্র আমাকেই সম্বর বলিয়া। ভূয় ভূয় বর্ণনা করেন হরষিয়া॥ দ্বিজগণ সেই বেদ বিধির বিধানে। নানারূপ যত্ন করি অতি সাবধানে॥ অগ্নিরূপী আমাকেই করিয়া প্রদান। সততই তৃপ্তিবান হন মতিমান॥ সর্ব্বতৃপ্তলোক আর লোক পিতামহ। আমাকেই প্রণাম করেন অহরহঃ॥ আমিই সে সর্ব্বভূত হই অধিপতি। আমিই পরমেশ্বর হই মহামতি॥ আমাকেই যোগিগণ একান্ত হইয়া। হৃদাসনে ধ্যান করে নয়ন মুদিয়া॥ আমিই যে সর্ব্বদেব স্বরূপ হইয়া। যজ্ঞ হব্য সমুদয় ভক্ষণ করিয়া॥ শুভফল তাঁহাদের করে থাকি দান। আমি সে সর্ব্ব আত্মা

জান হনুমান ॥ আমাকেই সকলেতে করেন স্তবন। আমিই সে পূর্ণব্রহ্ম হই নারায়ণ ॥ আমাকেই বেদবিৎ পণ্ডিতের গণ। জ্ঞান চক্ষে অনিবার করেন দর্শন ॥ হয় যাঁরা আমারই ভক্ত সদাচার। উপাসনা করি তুষ্ট করয়ে আমার ॥ তাহাদের কাছে আমি রই সর্ব্বক্ষণ। নিশ্চয় বচন এই পবননন্দন ॥ আর ক্ষত্র বৈশ্য আদি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। করে মম উপাসনা স্থির করি মতি ॥ সে সকল জনে আমি পরম যতনে। পূর্ণানন্দ দান করি তুষ্ট হই মনে ॥ শূদ্র আদি হীন জাতি হইলেও পর। তাহারাও যদি ভক্তি করে নিরন্তর ॥ তা হ'লেও তারা সবে আমার কৃপায়। অন্তিমেতে মুক্তি লভে মিলয়ে আমায় ॥ আমার যে ভক্ত হয় শুন সদাশয়। তাদের বিনাশ জান কখন না হয় ॥ এই কথা অগ্রেতেই করেছি বর্ণন। আমার ভক্তের নাশ নাহিক কখন ॥ যেইজন অজ্ঞানেও ভক্ত নিন্দা করে। সেই জন মম নিন্দা তাহাতে আচরে ॥ আর সেই জন করে ভক্তের পূজন। সেই সে করয়ে মম পূজা সর্ব্বক্ষণ ॥ পত্র পুষ্প বারি দিয়া আমার যে প্রতি। ভক্তিভরে পূজা করি মনে হয়ে প্রীতি ॥ সেইজন ভক্ত মম জান হনুমান। আমি তাকে ভাল বাসি প্রাণের সমান ॥ আমিই আদি হে ওহে পবননন্দন ॥ পরমেষ্ঠি পদ্মাসনে করেছে সৃজন ॥ সৃজন করিয়া তাঁর হিতের কারণ। নিজ অঙ্গ জাত সেই বেদ মহাধন ॥ তাহাই তাঁহার তরে করিনু প্রদান। আমিই যোগীর গুরু দেব ভগবান ॥ ধার্ম্মিকের আমি সদা পালন হে করি। আমিই হে বেদঋষি জনেরে সংহারি ॥ যোগিগণে আমিই সে সংসারের হেতু ॥ বাসনা বন্ধন নাশি দেখাই মুক্তি সেতু। আমার সংসার নাই আমি জ্যোতির্ম্ময়। আমার দৃষ্টিতে সব সমুদ্ভূত হয় ॥ সৃজন পালন আর হয় যে সংহার। সকলই আমি করি সে কার্য্য আমার ॥ আমিই মায়াবী বৎস জান সর্ব্বক্ষণ। লোক বিমোহিনী মায়া আমার সদন ॥ বিদ্যা ও বিজ্ঞান সেই বলি উক্ত হয়। আমার প্রধান শক্তি সে জান নিশ্চয় ॥ যোগীদের হৃদে আমি থাকি অনুক্ষণ।

তাহাদের মায়া মোহ করি নিবারণ ॥ আমিই সে সর্ব্বশক্তি প্রবর্ত্তক হই। আমিই সে সর্ব্বশক্তি নিবারক হই ॥ আমিই অক্ষয় হই মোক্ষের বিধান। আমাতেই শুভাশুভ সদা শোভা পান ॥ আমার স্বরূপ ভূত ব্রহ্মা এক শক্তি। করেন এ সৃষ্টি স্থিতি এই সার উক্তি ॥ আর এক শক্তি মম বিষ্ণু নারায়ণ। তিনিই করেন এই জগত পালন ॥ আমার তৃতীয় শক্তি বড়ই মহান। তাঁহার দ্বারায় হয় সংসার বিধান ॥ সে কালে ও তামসীর নাম হনুমান। রুদ্রদেব বলি ব্যক্ত হয় সর্ব্বস্থান ॥ কেহ কেহ ধ্যান যোগে কেহ জ্ঞানযোগে। কেহ ভক্তি আর কর্ম্মের যে যোগে ॥ পাপরাশি পরিহরি জ্ঞানের দ্বারায়। আমাকে মঙ্গলময় দেখিবারে পায় ॥ জ্ঞানযোগে করে যিনি আমার সাধন। অথবা ভক্তির যোগে ওহে মহাজন ॥ সাধু প্রিয়ম্বদ হন আমার সদনে। আমি তাঁরে রাখি সদা পরম যতনে ॥ আর হে অন্যান্য ভক্ত যে সকল হয়। আমাকেই আরাধিয়া মানসে মোহয় ॥ তাহারাও আমাকে হে প্রাপ্ত সদা হয়। পুনঃ ভবে তাহারাও আসিতে না হয় ॥ আমিই এ যা হেরিছ বিশ্ব সুমহান। সর্ব্বত্রে ব্যাপিয়া আছি জান হনুমান ॥ এই বিশ্ব আমাতেই সদা অবস্থিতি। পুরুষ প্রকৃতি যত হের মহামতি ॥ সকলের স্ব স্ব কার্য্যে করি নিয়োজন। আমারই আজ্ঞা মতে চলে সর্ব্বজন ॥ আর কথা শুন ওহে সাধু হনুমন্ত। যাহাতে জানিবে তুমি বিশেষ তদন্ত ॥ সারূপ্য প্রেরক আমি কদাচই নই। পরমযোগেতে এই কার্য্যে রত হই ॥ এই যে হেরিছ বিশ্ব অতি সুমহান। ইহাতে প্রবৃত্তি রাখি দেই সুবিধান ॥ তাহারা এ সার তত্ত্ব হইয়াছে জ্ঞাত। তাহারাই মুক্তি লভিয়াছে জান তাত ॥ স্বরূপেতে আমি সদা করি অবস্থান। সকল দর্শন করি ওহে মতিমান ॥ মহাযোগেশ্বর কাল হয়ে উৎসাহিত। করেন সকল সৃষ্টি সংসারের হিত ॥ যোগ হেতু বিজ্ঞজন শাস্ত্রেতে ইহাঁরে। যোগ ও মায়াবী বলি সতত প্রচারে ॥ সর্ব্ব প্রাণিশ্রেষ্ঠ ইনি জানি বিজ্ঞজন। মহাদেব নাম দিয়া

করেন ঘোষণ। আর কি বলিব তোমা ওহে হনুমান ॥ এবে শুন মম যাতে নামের বিধান ॥ পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আমি হে বলিয়া। পরম ঈশ্বর নাম কহে উদ্দেশিয়া ॥ ব্রহ্মময় বলিয়া হে ব্রহ্মা নামে কয়। এইরূপ নাম মম জান সদাশয় ॥ কিন্তু যিনি আমাকে হে একান্ত হইয়া। মহাযোগেশ্বরের যে ঈশ্বর বলিয়া ॥ অন্তরেতে সুবিদিত হইতে পারেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি হে তিনিই লভেন ॥ ইহাতে সন্দেহ নাই জান হনুমান। এই সে পরম জ্ঞান সর্ব্বত্রে প্রমাণ ॥ আমিই এ জগতের প্রবর্ত্তক হই। আমিই পরমানন্দ তব স্থানে কই ॥ সেই যোগী আমাকে হে স্বরূপ জানায়। তিনিই যথার্থ বেদ জানে সমুদয় ॥ কি আর কহিব হনুমান যশোধন। অতি গোপনীয় এই কথা সর্ব্বক্ষণ ॥ ধার্ম্মিকের কাছে মাত্র এ কথা কহিতে। বেদে উপদেশ আছে কহি তব হিতে ॥

অহং হি সর্ব্বহবিষাং ভোক্তা চৈব ফলপ্রদঃ।
সর্ব্বদেবতনুর্ভূত্বা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসংস্তুতঃ ॥
মাং পশ্যন্তীহ বিদ্বাংসো ধার্ম্মিকা বেদবাদিনঃ।
তেষাং সন্নিহিতো নিত্যং যে ভক্ত্যা মামুপাসতে ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ধার্ম্মিকা মামুপাসতে।
তেষাং দদামি যৎ স্থানমানন্দং পরমং পদম্ ॥
অন্যেঽপি তে বিকর্ম্মস্থাঃ শূদ্রাদ্যা নীচজাতয়ঃ।
ভক্তিমন্তঃ প্রমুচ্যন্তে কালেন ময়ি সঙ্গতাঃ ॥
ন মদ্ভক্তা বিনশ্যন্তি মদ্ভক্তা বীতকল্মষাঃ।
যো বা নিন্দতি তং মূঢ়ো দেবঃ স নিন্দিতঃ।
যোহি তং পূজয়েৎ ভক্ত্যা স পূজয়তি মাং সদা ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং মদারাধনকারণাৎ।
যো মে দদাতি নিয়তঃ স মে ভক্ত্যঃ প্রিয়ো মতঃ ॥
অহং হি জগতীমাদৌ ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
বিধায় দত্তবান চেদানশেষানত্মনি স্থতান্ ॥

অহমেব হি সর্ব্বেষাং যোগিনাং গুরুরব্যয়ঃ।
ধার্ম্মিকানাঞ্চ গোপ্তাহং নিহন্তা বেদবিদ্বিষাম্॥
অহং বৈ সর্ব্বসংসারান্ মোচকো যোগিনামিহ।
সংসারহেতুরেবাহং সর্ব্বসং সারবর্জ্জিতঃ॥
অহমেব হি সংকর্ত্তা স্রষ্টাহং পরিপালকঃ।
মায়াবী মায়িকাশক্তির্ম্মায়া লোকবিমোহিনী॥
মমৈব চ পরাশক্তির্যা সা বিদ্যেতি গীয়তে।
নাশয়ামি তয়া মায়াং যোগিনাং হৃদি সংস্থিতঃ॥
অহং হি সর্ব্বশক্তীনাং প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকঃ।
আধারভূতঃ সর্ব্বেষাং নিধানমমৃতস্য চ॥
একা সর্ব্বান্তরা শক্তিঃ করোতি বিবিধং জগৎ।
আস্থায় ব্রহ্মণো রূপং মন্ময়ী মদধিষ্ঠিতা॥
অন্যা চ শক্তিবিপুলা সংস্থাপয়তি মে জগৎ।
ভূত্বা নারায়ণোহনন্তো জগন্নাথো জগন্ময়ঃ॥
তৃতীয়া মহতী শক্তি নিহন্তি সকং জগৎ।
তামসী সা সমাখ্যাতা কালাখ্যা রুদ্ররূপিণী॥
ধ্যানেন মাং প্রপশ্যন্তি কেচিৎ জ্ঞানেন চাপরে।
অপরে ভক্তিযোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
সর্ব্বেষামেব ভক্তানামেব প্রিয়তরো মম।
যো হি জ্ঞানেন মাং নিত্যমারাধয়তি নান্যথা॥
অন্যে চ যেহপি ভক্তা মে মদারাধনকাঙ্ক্ষিণঃ।
তেহপি মাং প্রাপ্নুবন্ত্যেব নাবর্ত্তন্তে চ বৈ পুনঃ॥
ময়া ততমিদং কৃৎস্নং প্রধানপুরুষাত্মকং।
ময্যেব সংস্থিতং বিশ্বং ময়া সম্প্রের্য্যতে জগৎ॥
নাহং প্রেরয়িতা তাত পরমং যোগমাশ্রিতঃ।
প্রেরয়ামি জগৎ কৃৎস্নমেতদ্ মে বেদ সোহমৃতঃ॥
পশ্যাম্যশেষং মে বেদং বর্ত্তমানং স্বভাবতঃ।
করোতি কালো ভগবান্ মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ॥
যোগাৎ সমুচ্যতে যোগী মায়ী শাস্ত্রেষু সূরিভিঃ।
যোগেশ্বরোহসৌ ভগবান্ মহাদেবো মহাপ্রভুঃ॥

মহত্ত্বাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং পরত্বাৎ পরমেশ্বরঃ।
প্রোচ্যতে ভগবান্ ব্রহ্মা মহান্ ব্রহ্মময়ো যতঃ॥
যো মামেবং বিজানাতি মহাযোগেশ্বরেশ্বরং।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
সোঽহং প্রেরয়িত্বা দেবঃ পরমানন্দমাশ্রিতাঃ।
তিষ্ঠামি সততং যোগী যস্তদ্বেদ স বেদবিৎ॥
ইতি গুহ্যতমং জ্ঞানং সর্ব্ববেদেষু নিশ্চিতম্।
প্রসন্নচেতসে দেয়ং ধার্ম্মিকায়াহিতাগ্নয়ে॥

কহিলেন রামচন্দ্র হনুমান প্রতি। লোকালোক যত সব হের মহামতি॥ আমিই এ সর্ব্বলোক সৃজনের পতি। আমিই এ সব রক্ষা করি মহামতি॥ আমিই সবের হই সংহারের কর্ত্তা। আমিই এ সকলের হই জ্ঞান আত্মা। আমিই সকল বস্তু অন্তর্য্যামী হই। আমিই সবের পিতা এ সংসারের রই॥ নিখিল পদার্থ সব মম অভ্যন্তরে। আমিই অভ্যন্তবর্ত্তী নহি কপিবরে॥ আমি তার অভ্যন্তরে কখন না রই। মম অভ্যন্তরে সব তাই তোমা কই॥ তুমি যে অদ্ভুত রূপ মম হেরিয়াছ। যেই রূপ হেরি তুমি বিস্ময় হৈয়াছ॥ আমি তাহা মায়া যোগে দিয়াছি দর্শন। সার কথা এই সব পবননন্দন॥ আমি সর্ব্ব পদার্থের অন্তরে থাকিয়া। পালন যে সদা করি আনন্দে পূরিয়া॥ সেই মম ক্রিয়া শক্তি জান বাছাধন। ক্রিয়া শক্তি বলে আমি জয়ী সর্ব্বজন॥ আমার নিয়োগে বিশ্ব ওহে মতিমান। স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত এই সে প্রমাণ॥ নির্দ্দিষ্ট স্বভাব যাহা কে অন্যথা করে। স্বভাব বলেতে তাহা সতত আচরে॥ আর কি কহিব তোমা পবননন্দন। যথাকালে করি আমি এ বিশ্ব সৃজন॥ পুনঃ এ মহান বিশ্ব সংহারের তরে। হই আমি অন্য রূপ নিজে যত্ন করে॥ বুঝ তুমি হৃদয়েতে ওহে হনুমান। আমার অবস্থা তুই ইহাতে প্রমাণ॥ মম আদি অন্তঃ মধ্য কিছুই হে নাই। মায়া প্রবর্ত্তিত আমি করি রহি ঠাঁই॥ সৃষ্টির আদিতে যিনি প্রকৃতি প্রধান। আর হে পুরুষ বাচ্য যিনি সুমহান্॥ এ

ত্রয়েরে করি আমি সেকালে ক্ষোভিত। তাঁহার ক্ষোভেতে বিশ্ব হয় হে রচিত॥ তাঁহারাই পরস্পরে সংযুক্ত হইলে। এই সে বিশ্বের সৃষ্টি হয় অবহেলে॥ মম তেজ আর মহৎ তত্ত্বাদি দ্বারা। হয় হে প্রকাশমান পরম প্রখরা॥ যিনি হে সর্ব্বত্রবর্ত্তী কাল-চক্রগতি। প্রবৃত্ত লওয়াতে সাধ্যবান মহামতি॥ সেই ব্রহ্মা তিনিও হে মম দেব হ'তে। হয়েছেন সমুদ্ভূত এই জান চিতে॥ কল্পের আদিতে আসি তাহাকে যতনে। অপার ঐশ্বর্য্য যাহা বর্ণে বিজ্ঞজনে॥ সনাতন জ্ঞানযোগে সকলের সার। প্রদান করেছি ওহে পবন কুমার॥ আর চারিবেদ যাহা সর্ব্বের প্রধান। আমা হৈতে সমুদ্ভূত ওহে হনুমান॥ তাহাও করেছি তাকে স্বগুণে প্রদান। সেই সে আমার ভাব প্রাপ্তে মতিমান॥ আমার বিভূতি যেই হয় সর্ব্বসার। ধারণ করেছে তিনি আনন্দে অপার॥ আর কি অধিক তোমা কব হনুমান। সর্ব্বলোক নির্ম্মাতা সে পুরুষ প্রধান॥ আমার নিয়োগক্রমে চতুর্ম্মুখ হৈয়া। করিছেন বিশ্বসৃষ্টি পুলকে পূরিয়া॥ আর যে লোক ভাবন দেব নারায়ণ। পালন করিছে সদা সংসার ভুবন॥ আমারই মূর্ত্তিভেদ তাহাকে জানিবে। পালিয়া বর্দ্ধীয়মান করিছেন জীবে॥ আর যিনি সর্ব্বলোক সংহারের পতি। যার নাম কালরূপী রুদ্র মহা-মতি॥ আমারই আজ্ঞাক্রমে তিনি মতিমান। আমার বিবিধ দেহ যা সৃষ্টি প্রধান॥ সংহার করিছে তিনি মনের সুখেতে। আমারই কার্য্যে সেই জানিবে মনেতে॥ আর যিনি দেব পিতৃ-গণের ইচ্ছায়। হব্য কব্য বহন করেন আপনায়॥ আর যিনি পাপ কার্য্য করেন সতত। আকার শক্তিতে যে অগ্নি হে নিয়ত॥ অনিবার করিছেন কার্য্য সমাধান। সার তত্ত্ব এই কথা জান হনুমান॥ আর যিনি ভুক্ত দ্রব্য সদা করে জীর্ণ। যার নাম বৈশ্বানর ভোজনে সম্পূর্ণ॥ সেই বৈশ্বানর জান ঈশ্বর নিয়োগে। নিযুক্ত আছেন কার্য্যে অতি অনুরাগে॥ আর জলপতি যিনি স্বয়ং বরুণ। তিনিও ঈশ্বর আজ্ঞা মানি অনুক্ষণ। চরাচরে করিছেন জীবন সঞ্চার। বুঝ হনুমান তুমি পবন কুমার॥ আর যিনি নিরঞ্জন সর্ব্বভূতে স্থিতি। নিয়ত ঈশ্বর আজ্ঞা মুনি

মহামতি ॥ বিবিধ জীবের দেহ করিছে ধারণ। সুধাকর ঈশ্বর সবার প্রভু হন ॥ আর যিনি বাছাধন সুধার আকর। সেই চন্দ্র মম আজ্ঞা বহে নিরন্তর ॥ আর যিনি আপনার প্রভাব দ্বারায়। জগতের অন্ধকার নাশে সমুদয় ॥ আর যিনি অবিরত করেন বর্ষণ। আমার আজ্ঞায় সব জান বাছাধন ॥ আর যিনি এ নিখিল জগৎ শাসন। করিছেন অবিরত পবন নন্দন ॥ সেই ইন্দ্র আমারই অনুজ্ঞা মানিয়া। বিতরিছে যজ্ঞ ফল স্বর্গেতে থাকিয়া ॥ আর যিনি পাপ পুণ্য করেন বিচার। শমন যাঁহার নাম সূর্য্যের কুমার। তিনিও আমার আজ্ঞা মানি সর্ব্বক্ষণ। আমার সেই কার্য্যে ব্যস্ত অনুক্ষণ ॥ আর যিনি সর্ব্বধন অধীশ্বর হন। সকলের প্রতি ধন করেন অর্পণ ॥ সেই সে কুবের হন মম আজ্ঞাকারা। মমাজ্ঞায় কার্য্য করে দিবা বিভাবরী ॥ আর যিনি হন সর্ব্ব রাক্ষসের পতি। তাপসের ফল দানে যিনি অতি প্রীতি ॥ সেই সে নৈঋত দেব আমার আজ্ঞায়। সমস্তই কার্য্যে ব্যস্ত আছে আপনায় ॥ আর যিনি ভক্ত প্রিয় স্বয়ং ঈশান। অনুক্ষণ মমাজ্ঞায় মানি মতিমান ॥ করিছেন অবস্থান পরম সুখেতে। মমাজ্ঞায় সর্ব্ব কার্য্য হয় এ জগতে ॥ আর যিনি রুদ্রগণ নারদ অঙ্গিরা। তাঁর শিষ্য বামদেব তেজেতে প্রখরা ॥ তিনিও আমার আজ্ঞা মানিয়া যতনে। করিছেন যোগিগণ রক্ষা প্রাণপণে ॥ আর যিনি জগতের বিঘ্ন বিনাশন। দেবের অগ্রেতে পূজা যাঁহার বর্ণন ॥ সেই গণপতি মম আজ্ঞা সদা মানি। করিছে সতত কার্য্য স্বয়ং আপনি ॥ আর যিনি ব্রহ্ম-বিদ্‌গণের প্রধান। যিনি দেব সেনাপতি বলেতে মহান্ ॥ স্বয়ম্ভূত আজ্ঞা সেই কার্ত্তিক মানিয়া। করিছে সতত কার্য্য মন নিবেশিয়া। মরীচি প্রভৃতি করি যাঁরা প্রজাপতি। তাহারা ঈশ্বর আজ্ঞা মানি মহামতি ॥ বিবিধ সৃষ্টির কার্য্যে ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ। করিছে বিবিধ সৃষ্টি হয়ে হৃষ্টমন। আর যিনি বিষ্ণু পত্নী হন নারায়ণী ॥ তিনি সর্ব্ব ভূতগণে স্বয়ং আপনি। ধন দানে সততই করেন সন্তোষ। কেবল আমার আজ্ঞা রক্ষিতে পৌরষ ॥ করিছেন সেই কার্য্য শুন বাছাধন। সকলই মম অনুগ্রহের

কারণ॥ আর যিনি বাগ্‌বাণী বাক্‌শক্তি দাতা। তিনিও ঈশ্বর আজ্ঞা হয়ে অনুরতা॥ সকলের বাক্য দানে ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ। স্বাধীন যে কেহ নন শুন বাছাধন॥ আর যিনি পাপিগণে করেন উদ্ধার। যাহার সাবিত্রী নাম জগতে প্রচার॥ তিনিও ঈশ্বর আজ্ঞা মানি অনুক্ষণ। করিছেন সেই কার্য্য শুন বাছাধন॥ আর যিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান কারিণী। যাহার পার্ব্বতী নাম সংসারে কাহিনী। লোকেতে যাহাকে ধ্যান করেন সতত। তিনিও আমার আজ্ঞা পালেন নিয়ত॥ আর হে জিনি অনন্ত দেবের দেবতা। তিনিও ঈশ্বর পদে হয়ে অনুরতা॥ করিছেন মস্তকেতে পৃথিবী ধারণ। কেহই স্বাধীন নন শুন বাছাধন॥ আর যিনি সম্বর্ত্তক নামে অগ্নিবর। হইয়া বাড়বানল সমুদ্রে উপর॥ নিখিল সমুদ্রক্রমে পান করিতেছে। তিনিও ঈশ্বর আজ্ঞা রক্ষা করিতেছে॥ এমন কি তিনি মম আজ্ঞার কারণ। প্রতিদিন সিন্ধু দহে দ্বাদশ যোজন॥ আর হে যাহারা হন চতুর্দ্দশ মনু। ওজস্বী ও তেজস্বী আর সুন্দর তনু॥ তাহারাও সে ঈশ্বর অনুজ্ঞা মানিয়া। করিছে পালন প্রজা সাবধান হৈয়া॥ আদিত্য ও বসুগণ অশ্বিনীকুমার। আর যজ্ঞ অন্যান্য দেব সর্ব্ব সার॥ সকলেই মম আজ্ঞা পালনে তৎপর। মম আজ্ঞা মানি কার্য্যে রত নিরন্তর॥ গন্ধর্ব্ব উপর যক্ষ সিদ্ধ সাধ্যগণ। ভূত প্রেত পিশাচাদি রাক্ষসের গণ॥ সকলেই স্বয়ম্ভূত আজ্ঞার অধীন। কেহই স্বাধীন নন শুনহ প্রবীণ॥ ঈশ্বরের আজ্ঞা শিরে ধরি সর্ব্বক্ষণ। আপনা আপন কার্য্যে রত অনুক্ষণ॥ কলা কাষ্ঠা নিমেষ ও মুহূর্ত্ত বৎসর। রাত্র দিবা মাস পক্ষ ঋতু যে প্রবর॥ সকলেই প্রজাপতি আদেশ ক্রমেতে। করিতেছে কার্য্য সদা একান্ত চিত্তেতে॥ আর যুগ মন্বন্তর যত যত সব। আমার আজ্ঞায় সবে হইয়া উৎসব॥ অবিরত করিতেছে স্বকার্য্য সাধন। কেহই স্বাধীন নন শুন বাছাধন॥ পর ও পরার্দ্ধ অন্য কালের যে অংশ। চতুর্ব্বিধ প্রাণী যারা খ্যাত মহা বংশ॥ স্থাবর ও অস্থাবর পদার্থ নিচয়। স্বয়ম্ভূত আদেশেতে তারা সমুদয়॥ অবিরত স্বকার্য্যেতে আছে সাবধান। কেহই

স্বাধীন নন শুন হনুমান॥ সমস্ত জন আর অখিল ভুবন। ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন জান সর্ব্বক্ষণ.॥ ব্রহ্মাণ্ডও স্বয়ম্ভুর সতত অধীন। তাঁহার আজ্ঞায় স্থিত আছয়ে প্রবীণ॥ কি আর কহিব হনু পবননন্দন। সকলি আমার কার্য্য আমাতে ঘটন॥ এই যে হেরিছ চক্ষে ব্রহ্মাণ্ড অপার। আমার নিয়োগক্রমে পবনকুমার॥ অসংখ্য অসংখ্য হেন ব্রহ্মাণ্ড মহান্। হ'য়েছে অতীত ওহে পবন সন্তান॥ আমার নিয়োগক্রমে পদার্থ সহিত। কত শত ব্রহ্মাণ্ড হতেছে উদ্ভাবিত॥ আবার হে আমারই আদেশ ক্রমেতে। আত্মজাত বহুবিধ বস্তুর সহিতে॥ কতশত হইবেক ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভব। যাহা কিছু আমাতেই সকল সম্ভব॥ সকলেই এক সঙ্গে হইয়া তৎপর। পালিছে ঈশ্বর আজ্ঞা ওহে দ্বিজবর॥ পৃথিবী ও জল বায়ু অনল আকাশ। মন বুদ্ধি ভূত আর তত্ত্বাদি প্রকাশ॥ আর হে প্রকৃতি যিনি সর্ব্বের প্রধান। ইহারাও মম আজ্ঞা মানি মতিমান॥ অনিবার স্ব স্ব কার্য্যে রত সর্ব্বক্ষণ। কেহই স্বাধীন নন শুন বাছাধন॥ আর যিনি সর্ব্বলোক মোহ প্রদায়িনী। নিখিল জগৎ এই উৎপত্তি কারিণী॥ সেই যে মায়ায় শুদ্ধ ঈশ্বর আজ্ঞায়। আপনার কার্য্যে ব্যস্ত আছে সর্ব্বদায়॥ আর যিনি সর্ব্ব দেহ উৎপত্তি কারণ। প্রকৃতি পরম আর পুরুষ রতন॥ সেই সে আত্মা ও সদা ঈশ্বর আজ্ঞায়। করিতেছে অবিরত কার্য্য সমুদয়॥ আর হে মদ্দ্বারা সর্ব্ব জীবধারিগণ। দুর্ভেদ্য মোহের জাল করিয়া কর্ত্তন॥ লভয়ে পরমানন্দ সর্ব্বের উপর। সে বিদ্যাও শুন ওহে পবন কুমার॥ সর্ব্বক্ষণ মহেশের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। কেহই স্বাধীন নহে শুন গুণমণি॥ কত আর তত্ত্বকথা বলিব তোমায়। আমারই শক্তি বিশ্ব জান সমুদয়॥ আমাতেই হয় এই প্রপঞ্চ উদয়। আমাতেই পুনঃ গিয়া সব হয় লয়॥ আমিই হে ভগবান আমিই ঈশ্বর। আমিই হে সনাতন সর্ব্বের উপর॥ আমিই পরম জ্যোতি আমি পরমাত্মা। আমিই পরম ব্রহ্ম সর্ব্ব বিঘ্নত্রাতা॥ আমাতেই সর্ব্ব শোভা পায় অনুক্ষণ। আমা ভিন্ন অন্য আর নাই বাছাধন॥ এই

সে পরম জ্ঞান কহিনু তোমারে। সতত রাখিবে এই হৃদয় মাঝারে॥ জীব যদি এই জ্ঞান জানিবারে পারে। ভবের বন্ধন কাটি তরয়ে সংসারে॥ আর তারে এ ভবেতে আসিতে না হয়। মুক্তি লাভ করি সেই বৈকুণ্ঠেতে রয়॥ আর কি কহিব তোমায় ওহে হনুমান॥ মায়াযোগে শুদ্ধ আমি এবে মতিমান॥ দশরথ গৃহে জন্ম করেছি গ্রহণ। ধরিয়াছি রাম নাম আমিই এখন॥ আর যে হেরিছ সঙ্গে পুরুষ সুন্দর। লক্ষ্মণ ইহার নাম তেজেতে প্রখর॥ আর দুই ভাই মম আছে হনুমান। ভরত ও শত্রুঘ্ন নামেতে আখ্যান॥ একেই এ আমি মাত্র চারি অংশ হৈয়া। লয়েছি নরের জন্ম কার্য্যের লাগিয়া॥ তোমাকে কহিনু আমি করিয়া আদর। তোমার শ্রবণে যত্ন জানি নিরন্তর॥ এক্ষণেতে শুন সব আমার বচন। অতিশয় গুহ্য ইহা জান সর্ব্বক্ষন॥ সতত হৃদয়ে রাখি যতন করিয়া। করিবে ঈশ্বর সেবা ভক্তিতে মোহিয়া॥ কিন্তু বৎস এই কথা অপর যে জন। শুনিবেক ভক্তি করি হয়ে হৃষ্টমন॥ তাহার জীবন মুক্ত হইতে হইবে। ইহাতেই সর্ব্ব পাপে সেই সে তরিবে॥

হনুমানের ধ্যান।

ধ্যাত্বা হৃদিস্থং প্রণিপত্য মূর্দ্ধ্না।
বদ্ধাঞ্জলির্বায়ুসুতো মহাত্মা॥
ওঙ্কারমুচ্চার্য্য বিলোক্য দেব-
মন্তঃশরীরে নিহিতং গুহায়াম্।
রামং মহাত্মানমকুণ্ঠশক্তিং॥
সনন্দমুখ্যৈঃ স্তুতমপ্রমেয়ম্।
তুষ্টাব চ ব্রহ্মময়ৈর্বচোহভি-
রানন্দপূর্ণায়তমানসঃ সন্॥

এরূপ শ্রবণ করি পবননন্দন। তখনই করিলেক মুদিত নয়ন॥ মুদিত নয়ন করি বীর হনুমান। হেরিলেন পূর্ণানন্দ

দেব ভগবান ॥ হৃদয়ের গুপ্ত স্থানে হ'য়ে অধিষ্ঠান। করিছেন পূর্ণভাবে পূর্ণানন্দ দান ॥ সনকাদি যত সব মহাযোগিগণ। করিছে তাহার স্তব ভক্তিতে মগন ॥ জ্ঞান চক্ষে সেই রূপ করি নিরীক্ষণ। হনুর নেত্রেতে বারি ঝরে অনুক্ষণ ॥ তখন অঞ্জলি পুটে ওঁকার উচ্চারি। প্রণাম করিয়া সেই পাদপদ্মোপরি ॥ স্থির চিত্তে বেদ বাক্যে বীর হনুমান। আরম্ভ করিল স্তব পরম মহান্।

হনুমানের স্তব।

ত্বামেকমীশং পুরুষং প্রধানং
প্রাণৈশ্চরং রামমনন্তযোগম্।
নমামি সর্ব্বান্তরসন্নিবিষ্টং
প্রচেতসং ব্রহ্মময়ং সবিত্রম্ ॥
পশ্যন্তি ত্বাং মুনয়ো ব্রহ্মযোনিং
শান্তা দান্তা বিমলং রুক্মবর্ণম্।
ধ্যানাত্মস্থমচলং স্বে শরীরে
কবিং পরেভ্যঃ পরমং পরঞ্চ ॥

ত্রিপদী। স্থিরচিত্তে হনুমান, বলে ওহে ভগবান, কেন কর আমারে ছলনা। যা হেরিনু জ্ঞান চক্ষে, কহিতে সে প্রত্যক্ষে, বদনেতে না স্ফুরে বচন ॥ তুমি এক ব্রহ্মময়, তব অদ্বিতীয় নয়, তুমি হও স্বয়ং ঈশ্বর। তুমি পুরুষ প্রকৃতি, তোমাতেই সর্ব্ব স্থিতি, তুমি হও সর্ব্ব চরাচর ॥ তুমি প্রাণ সঞ্চারী, অভিরাম তুমি হরি, তুমি কর সর্ব্বদেহে স্থিতি। তুমি প্রচেতা পবিত্র, তুমি ফল তুমি পত্র, তোমাকেই করি আমি প্রণতি ॥ তুমিই বেদের স্থান, তোমাতে বেদ প্রমাণ, তুমিই বিমল স্বর্ণ প্রভা। তুমিই হে পরাৎপর, সার জ্ঞান তব পর, তুমি যোগিগণ মনোলোভা ॥ শান্ত দান্ত যোগিগণ, হৃদয়ে আনি আপন, ধ্যান যোগে হইয়া মগন। করি তব পদ ধ্যান, লভে সদাই নির্ব্বাণ, তুমি রক্ষ দিয়া শ্রীচরণ ॥

জগতের উৎপত্তি, যিনি সে প্রকৃতি সতী, তিনি হন তোমাতে উৎপত্তি। তব নাই সমতুল, তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তোমাতেই জীবের নিষ্কৃতি॥ সৃষ্ট বস্তু সমুদয়, পরমাণু তুমি তায়, পণ্ডিতেরা করয়ে সকলে। সর্ব্বময় বলি কন, তুমি তায় নারায়ণ, নমি তব চরণ কমলে॥ তুমি হে হিরণ্যগর্ভ, তুমি গর্ব্ব তুমি খর্ব্ব, তুমি জগতের অন্তরাত্মা। তুমি পুরাণ পুরুষ, তোমারই পৌরষ, মায়াযোগে তুমি পরমাত্মা॥ করিলে বিশ্ব সৃজন, তুমিই হে জনার্দ্দন, ব্রহ্মা তব ইচ্ছায় হে হরি। হয়ে নিজে মূর্ত্তিমান, তব আজ্ঞার প্রমাণ, এই বিশ্ব কৈলা যত্ন করি॥ পশু-জাতি হনুমান, কত সে করে প্রমাণ, এই কৃপা কর নারায়ণ। তব পদে যেন মন, রহে মম অনুক্ষণ, পাই যেন অন্তে ও চরণ॥

পয়ার। নমঃ নমঃ লক্ষ্মীকান্ত অগতির গতি। যত হেরি সমুদয় তোমাতেই স্থিতি॥ বেদ আদি তোমাতেই হইল উৎপত্তি। তোমাতেই হইবেক সকল নিবৃত্তি॥ জ্ঞানচক্ষে হেরিলাম ওহে নারায়ণ। একমাত্র তুমিই সে জগত কারণ॥ আমার হৃদয় পদ্মে হ'য়ে অধিষ্ঠান। করিছ আনন্দ ভরে নৃত্য ভগবান॥ তোমারই নিয়োগেতে এ ব্রহ্মাণ্ড চক্র। হইছে ঘূর্ণায়মান হয়ে ভাব বক্র॥ মায়া যেই সেই হেরি তোমারই শক্তি। তোমারই শ্রীঅঙ্গেতে এ বিশ্বের মুক্তি॥ তুমিই হে যোগময় চিত্ত অধিষ্ঠাতা। তোমারই শুভ নৃত্য অতি পবিত্রতা॥ কেমন সে নৃত্য এবে করি নিবেদন। ধ্যানকালে ব্রহ্মানন্দ সহ নারায়ণ॥ মানস চাঞ্চল্য ভাবে হয় মূল্যবান। তোমার মঙ্গল নৃত্য সেই ভগবান॥ এ দাস লইল আজ ও পদে স্মরণ॥ শুভ দৃষ্টি কর দেব দাসের কারণ॥ তুমি পর-মাত্মা ধরি হরি মূর্ত্তি রাম। হৃদয় আকাশে মম আছ ঘনশ্যাম॥ তব শুভ নৃত্যকালে মহিমা যে সার। সতত নিরখি আমি হৃদয় মাঝার॥ তুমিই সবের আত্মা হও বহুরূপী। আমি তো সামান্য মাত্র বনের হে কপি॥ তথাপি উত্তরোত্তর ওহে নারায়ণ। ব্রহ্মানন্দ অনুভব বৃদ্ধি সর্ব্বক্ষণ॥ মুক্তিবীজ ওঁকার সে তব মুখ বাণী। কহিব মহিমা তব হেন কিবা

জানি ॥ তুমিই অক্ষয় রূপ হও জনার্দ্দন। প্রকৃতিতে গুপ্ত তব স্বরূপ যে জন ॥ পণ্ডিতেরা এই বাক্য কন অনুক্ষণ। তুমিই হে সত্যরূপ হও সনাতন ॥ যে হেতু সৌন্দর্য্যযুক্ত যত বস্তু হয়। সকলেই তব শক্তি বলে সুশোভয় ॥ তোমার নির্ম্মল ভাব কত সে কহিব। সামান্য বনের পশু কি উপমা দিব ॥ তোমার হে স্তব সদা করে দেবগণ। তোমাকে বর্ণন করে ঋষি সর্ব্বজন ॥ ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিবর তোমাতেই হরি। অন্তিমে আশ্রয় করি তরে ভববারি ॥ আমি কি তব মাহাত্ম্য করিব কীর্ত্তন। বর্ণিতে সক্ষম নহি হীন পশুজন ॥ এক বেদ বহু শাখা নাহি যার অন্ত। তোমাকে যতন করি ওহে শ্রীঅনন্ত ॥ একে আর এক রূপ বর্ণিয়া সতত। কীর্ত্তন করেন সবে বসিয়া নিয়ত ॥ তুমি হরি হও নিজে বেদ প্রতিপাদ্য। যাহার স্মরণ লন তব হয়ে বাধ্য ॥ তাহারাই অন্তে হরি অনন্ত যে শান্তি। লাভ করি খণ্ডে ভবে যত সব ভ্রান্তি ॥ তুমিই সবের প্রভু তুমিই ঈশ্বর। তোমারই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রবর ॥ তুমিই হে তেজঃ রাশি তুমিই হে বিশ্ব। তুমি ব্রহ্মা পরমেশ তুমিই অদৃশ্য ॥ সাক্ষাৎ জ্যোতি স্বরূপ মুক্ত ব্যক্তিগণ। তোমাকেই আত্মানন্দ জানি সর্ব্বক্ষণ ॥ লভয়ে অনন্ত শান্তি ভবের মাঝার ॥ তুমিই হে সর্ব্বসার পরম আকার ॥ একমাত্র এই বিশ্ব তোমার সৃজন। তুমিই করহ সর্ব্ব প্রাণীর পালন ॥ অন্তে হরি তোমাতেই এই বিশ্ব জন। লয় প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে এ সার বচন ॥ নমস্কার করি হরি তোমার চরণে। রাখুন শরণাগতে স্বকৃপা নয়নে ॥ পণ্ডিতেরা এই বাক্য কন অনুক্ষণ। তুমিই হে অভিরাম পরম কারণ ॥ তুমিই হে প্রাণসূত্রে সঞ্চার হইয়া। আনন্দে বিরাজ কর মানসে মোহিয়া ॥ তুমিই হে হরি ব্রহ্ম সনাতন। বিশ্ব পাপ তাপ খণ্ডি দেও শ্রীচরণ ॥ তুমি চন্দ্র তুমি ইন্দ্র তুমিই হে যম। তুমি সূর্য্য তুমি ধাতা তুমি প্রভঞ্জন ॥ তব হয় বহুরূপ কি বলিব আর। অক্ষয় পদার্থ তুমি হও সর্ব্বসার ॥ তুমিই হে হও দেব এ বিশ্ব আধার। তব কভু ক্ষয় নাই

সংসার মাঝার ॥ তুমিই এ নিরন্তর ধর্ম্মকে পালিয়া। পাপী তাপিগণে দেও পথ দেখাইয়া ॥ তুমিই পুরুষোত্তম তুমি সনাতন। তুমি বিষ্ণু তুমি ব্রহ্মা তুমি পঞ্চানন ॥ তুমিই বিশ্বের আদি তুমিই প্রকৃতি। তুমিই প্রতিষ্ঠা হও সর্ব্বেশ্বর খ্যাতি ॥ তোমাতেই এ অখিল আছে প্রতিষ্ঠিত। তুমি অনাদির আদি বিকার রহিত ॥ তোমাকেই ওহে দেব জ্ঞানী সর্ব্বজন। একমাত্র এই বলি করেন কীর্ত্তন ॥ হরিই যে একমাত্র পুরাণ পুরুষ। হরিই আদিত্যবর্ণ বিশ্বের পৌরষ ॥ হরিই সে হন তমঃ গুণ পরবর্ত্তী। হরিই অব্যক্ত তাঁর চিন্ময় মূরতি ॥ হরিই আকাশরূপী অচিন্ত্যস্বরূপ। হরিই সে ব্রহ্মময় এই বিশ্ব ভূপ ॥ হরিই প্রকৃতি হন হরিই নির্গুণ। হরিতেই হয় লয় হয় সর্ব্বক্ষণ ॥ যাঁহাতে প্রকাশ পায় বিশ্ব চরাচর। অক্ষয় নির্ম্মল বলি তাহার উত্তর ॥ তোমারই রূপ তাহা ওহে নারায়ণ। তোমার অচিন্ত্য মূর্ত্তি ধ্যায়ে যোগিগণ ॥ ঐ যে মূর্ত্তির অভ্যন্তরে যা প্রকাশ। তাহাই তোমার রূপ প্রকৃতি আভাস ॥ কি আর কহিব হরি তোমার সদন। চির স্মরণার্থ আমি হই অভাজন ॥ অত্যন্ত শক্তির তব আমি হে আশ্রিত। করি হে প্রণতি পদে খাণ্ডব অনীত ॥ সর্ব্বভূত অধিপতি তুমি দয়াময়। নিজগুণে এ দাসে প্রসন্ন হৃদয় ॥ যে তব শ্রীপদে হরি লয় হে স্মরণ। তাহার না রয় কভু ভবের বন্ধন ॥ একচিত্তে এক মনে তোমার প্রসাদ। করি হে প্রার্থনা খণ্ড মম অবসাদ ॥ ওহে সর্ব্ব সংহারক কালরূপী রাম। ভক্তিভরে করি তব চরণে প্রণাম ॥ ওহে অগ্নিমূর্ত্তি হরি শিবরূপী রাম। ভক্তিভরে করি তব চরণে প্রণাম ॥ এরূপ গোপন করি হইয়া সদয়। করাও দর্শন মোরে যে রূপ নিশ্চয় ॥ এত যদি হনুমান করিল স্তবন। তাহাতে সন্তুষ্ট হৈয়া রাম নারায়ণ ॥ সেই সে আপন মূর্ত্তি গোপন করিয়া। লক্ষ্মণের সহ দিব্য মূর্ত্তি যে হইয়া ॥ গম্ভীর বাক্যেতে এই কহিলা বচন। শুন ওহে মম ভক্ত পবননন্দন ॥ তোমার স্তবেতে আমি সন্তুষ্ট অপার। ইহাতে শোভিত সদা শ্রদ্ধার

আধার॥ এই স্তব যে করিবে আমার হে প্রতি। পাইবে অন্তিমে সেই হেলায় নিষ্কৃতি॥ আমি তাকে দিব্য স্থান করিব প্রদান। পাবে সে পরম পদ লভি দিব্যজ্ঞান॥ এক্ষণেতে কর বাছা তুমি চিত্ত স্থির। স্বকার্য্য সাধন কর তুমি মহাবীর॥

বাল্মীকির প্রতি ভরদ্বাজের প্রশ্ন।

এত যদি কহিলেন বাল্মীকি প্রবর। কহিলেন ভরদ্বাজ করি যুগ্মকর॥ কিবা সুধা কথা গুরু করা'লে শ্রবণ। শ্রবণে সতত ইচ্ছা করিতে শ্রবণ॥ কহ কহ গুরুদেব করিয়া প্রকাশ। তব প্রসাদেতে করি পূর্ণ মন আশ॥ হেন গুপ্ত রামায়ণ কভু নাহি শুনি। সুধাকে নিন্দিত এই হয় সুধা বাণী॥ হনুমানে জ্ঞানযোগ দিলেন ঈশ্বর। ধন্য হৈল হনুমান ধরণী উপর॥ ধন্য ধন্য হনুমান বনের বানর। যাঁহারে সন্তুষ্ট হৈল স্বয়ং ঈশ্বর॥ দয়াল ঠাকুর রাম পতিত-পাবন। তাঁহার চরিত্র গান পরম কারণ॥ সতত শুনিতে ইচ্ছা একান্ত অন্তরে। প্রকাশ করিয়া গুরু কহ তদন্তরে॥ তদন্তরে কি সংবাদ হনুমানে দিলা। হনুমান কিবা কার্য্য সাধন করিলা॥ একান্ত শুনিতে ইচ্ছা আমার·যেমন। কহ গুরু প্রকাশিয়া ধরি শ্রীচরণ॥ ভরদ্বাজ এত যদি করিল উত্তর। বাল্মীকি হইয়া অতি সন্তুষ্ট অন্তর॥ কহিলেন শিষ্যবর করহ শ্রবণ। বলি সে ঈশ্বর লীলা তোমার সদন॥ পরম কারণ হন রাম দয়াময়। তাহার অসাধ্য আর কিছুই হে নয়॥ তথাচ মনুষ্যাচার করিতে প্রকাশ। করিবারে সে দুর্জ্জন রাবণেরে নাশ॥ কহিলেন হনুমানে এই সে বচন। কহি আমি সেই কথা শুন বাছাধন॥

শ্রীরামের সীতাহরণ সংবাদ হনুমানকে প্রদান।

রামঃ প্রত্যাহ চ পুনর্হনুমন্তং মহাবলং।
রাক্ষসেন হৃতা ভার্য্যা রাবণেন দুরাত্মনা॥
সুগ্রীবেণ সমং সখ্যং কারয়াশু প্লবঙ্গম।
হসিত্বা মধুরং বীরো হনুমানব্রবীদ্বচঃ॥
তব ভার্য্যা মহাভাগ রাবণেন হৃতেতি যৎ।
বিশ্বং যথোদমাভাতি তথেদং প্রতিভাতি মে॥
তথাহি প্রভুণাদিষ্টং কার্য্যমেব হি কিঙ্করৈঃ।
ইত্যুক্ত্বা হনুমাংস্তূর্ণং প্রসন্নেনান্তরাত্মনা॥
আরোপ্য স্কন্ধতোবীরৌ সুগ্রীবান্তিকমানয়ৎ।
তৌ দৃষ্টা পুরুষব্যাঘ্রৌ সুগ্রীবো বানরোত্তমঃ॥
বালিনং তং জিতং মেনে প্রাপ্তাং মেনেরুমাং স্ত্রিয়ম্।
সখ্যঞ্চকার রামেণ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ॥

হনুমানে কহিলেন রাম গুণধাম। কর বৎস হনুমান মম পূর্ণকাম॥ পাপিষ্ঠ রাবণ কৈল সীতাকে হরণ। সীতার লাগিয়া আমি ব্যথিত জীবন॥ ভার্য্যা শোক বড় শোক সহ্য নাহি হয়। উদ্ধার করিব বল ওহে সদাশয়॥ আইলাম এই স্থানে সুগ্রীব উদ্দেশে। আমারে লইয়া চল সুগ্রীবের পাশে॥ সুগ্রীবের সহ কর মিত্রতা আমার। সুগ্রীবে করিয়া মিত্রে কহি দুঃখভার॥ এত যদি কহিলেন রাম রঘুমণি। কহিতে লাগিল হনু যুড়ি দুই পাণি॥ একি কথা কহিলেন রাম রঘুবর। দুরাত্মা রাবণ দুষ্ট জাতি নিশাচর॥ সে হরিল তব ভার্য্যা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী। একথা কেমনে আমি বিশ্বাস হে করি॥ ইহাতে হইল মম সবিস্ময় মন। বুঝিতে না পারি এর ভাব যে কেমন॥ যাহোক তাহোক প্রভু আমি তব দাস। পালিতে আপন আজ্ঞা সদা করি আশ॥ কিঙ্করের কার্য্য যাহা অবশ্য করিব। প্রাণপণ করি তব কার্য্য উদ্ধারিব॥ এত বলি হনুমান হয়ে সাবধান। শ্রীরাম লক্ষ্মণ

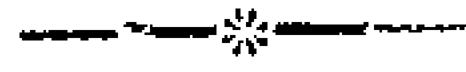
প্রতি হয়ে যত্নবান॥ আপনার স্কন্ধ দেশে তুলি উভয়েরে। লইয়া চলিল রাজা সুগ্রীব গোচরে॥ সুগ্রীবের সমীপেতে হৈল উপনীত। উভয়ে মিত্রতা হবে ঘুচিবে অহিত॥ হনুর চিত্তেতে এই সতত বাসনা। শ্রীরাম সুগ্রীব সনে কৈল সম্ভাষণা॥ সুগ্রীব উভয় রূপ করি নিরীক্ষণ। একেবারে হইলেন আনন্দে মগন॥ হেন মন মধ্যে তাঁর হইল প্রচার। যেন সে বালীকে করি জীবন সংহার॥ আপনার উমা ভার্য্যা আপনার কোলে। হতেছে বিরাজমান আসি অব-হেলে॥ শুন ভরদ্বাজ শিষ্য হয়ে এক মন। পরমানন্দের যেই পায় দরশন॥ তাহার মনের কষ্ট সব হয় দূর। অনা-য়াসে লভে সেই আনন্দ প্রচুর॥ তাই সে সুগ্রীব হেন আনন্দ রসেতে। মগন হইল হেরি হরিকে সাক্ষাতে॥ এমন সময়ে সেই বীর হনুমান। উভয়ের মনঃকষ্ট করিবারে আন॥ মিত্রতা প্রস্তাব কথা করিল উত্থিত। উভয়ের ভার্য্যা উদ্ধার নহে নিরূপিত॥ শ্রবণে সুগ্রীব হয়ে আনন্দ অপার। তাহে না বিলম্ব ক্ষণেক যে আর॥ তখনই কাষ্ঠ জ্বালি অগ্নি সাক্ষী করি। করিল মিত্রতা দোঁহে পর্ব্বত উপরি॥ সুগ্রীব শ্রীরামে সত্য করিয়া মিত্রতা। একেবারে হইলেন মহা পবিত্রতা॥ সেই কালে বার বার আপন বদনে। বলিতে লাগিলা এই সবার সদনে॥ হায় কি সৌভাগ্য আজ মনেতে আমার। শ্রীরাম আমার মিত্র অবনি মাঝার॥ এর চেয়ে আর সুখ কোথায় আছয়। আজ আমি চরিতার্থ হলেম হৃদয়॥ এরূপে উভয়ে হৈল মিত্রতা বন্ধন। অতঃপর শুন ঋষি হয়ে একমন॥ শ্রীরাম মৈত্রের দুঃখ করিতে বারণ। যেই বালী মহাবীর ব্যক্ত ত্রিভুবন॥ হেলায় করিয়া তাকে আপনি সংহার। সুগ্রীবে দিলেন ভার্য্যা আর রাজ্য ভার॥ সুগ্রীব শ্রীরাম হৈতে লভি রাজ্য ভার। শুধিবারে আপনার প্রতিজ্ঞা যে সার॥ দেশে দেশে ছিল যত বানর বসতি। জনে জনে সকলেরে লিখি নিজ পাতি॥ সকলেরে আনাইয়া আপন সকাশ। উদ্ধার করিতে সীতা করিলা আশ্বাস॥

দেব অংশে জন্ম সবে বানর মণ্ডলি। সকলেই মহাবীর বলে মহাবলী॥ সকলেই বীর দাপে দর্পিত হইল। উদ্ধার করিতে সীতা প্রতিজ্ঞা করিল॥ আর না বিলম্ব করি ক্ষণেকের তরে। সকলে করিল যাত্রা মহা দম্ভ ভরে॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণে দোঁহে স্কন্ধেতে করিয়া। চলিল দক্ষিণ মুখে আনন্দিত হৈয়া॥ পশ্চাতেতে গতি কৈলা সুগ্রীব রাজন। চলিল বানর সৈন্য না হয় বর্ণন॥ লঙ্কা পারাপারে যথা শোভে জলনিধি। তথা অবস্থান কৈল লয়ে সৈন্য আদি॥ রামচন্দ্র মহাসিন্ধু করি দরশন। কহিল লক্ষ্মণ প্রতি এই সে তখন॥ শুনরে প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ। সিন্ধু পরপারে লক্ষ্মী হয় সুশোভন॥ কেমনে কটক সহ প্রবেশি লঙ্কায়। তাহার উপায় তুমি করহ ত্বরায়॥ শ্রীরামের বাক্য শুনি লক্ষ্মণ সুমতি। কহিল সমুদ্রে প্রতি এই সে ভারতী॥ ওহে সিন্ধু এবে তুমি রাম কার্য্য তরে। জল অন্তরিত কর আপন অন্তরে॥ শ্রীরামের ক্ষুদ্রে সৈন্য বানর সকল। তোমাতে হইবে পার সকলে দুর্ব্বল॥ যাহাতে তাহারা সবে পার হৈতে পারে। করহ এমন কার্য্য বুঝি আপনারে॥ বার বার এইরূপ লক্ষ্মণ কহিল। তথাচ সে সিন্ধু যবে উত্তর না দিল॥ অতীব ক্রোধিত হয়ে লক্ষ্মণ আপনি। পড়িলেন সিন্ধু জলে করি রাম ধ্বনি॥ সাক্ষাৎ অনন্ত দেব লক্ষ্মণ যে হন। অনলের শিখাধিক অঙ্গের কিরণ॥ তাঁহার সে দেহানলে সাগরের জল। ক্রমে ক্রমে শুকাইতে লাগিল সকল॥ শুদ্ধ জলে জলজন্তুগণ সব মরে। দেবগণ ভীত হয় সকলে অন্তরে॥ এ হেন আশ্চর্য্য কাণ্ড হেরি কপি সব। একেবারে বিস্ময়েতে হৈল নিরুৎসব॥ চরাচর জীব সব করে হাহাকার। কাহার নিস্তার তাহে নাহিক যে আর॥ ঋষিগণ আদি করি সর্ব্ব ভূতগণ। স্বস্তি স্বস্তি বলি সবে কহিল বচন॥ শ্রীরাম এ হেন বাক্য কর্ণেতে শুনিয়া। কহিলা লক্ষ্মণ প্রতি মঙ্গল চাহিয়া॥ এ কার্য্য লক্ষ্মণ তব উচিত নহিল। অকারণ জলজন্তু অনেক মরিল॥ ভাল যা করিলে তার নাহিক উপায়। সীতার বিরহানল অশ্রুর দ্বারায়॥ পুনঃ

আমি করিতেছি সাগর পূরণ। কেন জলজন্তুগণ মরে অকারণ॥ এইরূপ কহি রাম আপন বদনে। পুনঃ সিন্ধু পরিপূর্ণ করিলেন ক্ষণে॥ দেবগণ প্রত্যক্ষেতে তাহা নিরখিয়া। করিলেন পুষ্পবৃষ্টি রামের লাগিয়া॥ প্রাণিগণ তাহে সবে মঙ্গল লভিল। পার হৈতে সিন্ধু রাম উপায় চিন্তিল॥ সিন্ধুর উপরে করি সেতুর স্থাপন। সসৈন্যেতে করিলেন লঙ্কা প্রবেশন॥ সাধু বিভীষণ সহ হইল মিত্রতা। তাহার মন্ত্রণাবলে দেবতা সহিতা॥ রাক্ষসের বংশ সব ধ্বংস যে করিয়া। উদ্ধার করিয়া সীতা মানসে মোহিয়া॥ রাবণে সংহারি বিভীষণে রাজ্য দিয়া। আইলেন রামচন্দ্র অযোধ্যা ফিরিয়া॥ ভ্রাতৃ বন্ধু আদি সব একত্রিত হয়ে। পালিতে লাগিলা রাজ্য প্রজাগণ লয়ে॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বৃহৎ অদ্ভুত রামায়ণ।



দ্বিতীয় খণ্ড।

সীতার অসীতা রূপ ধারণ ও সহস্র-স্কন্ধ রাবণ বধ প্রসঙ্গ।

প্রাপ্তরাজস্য রামস্য রাক্ষসানাং ক্ষয়ে কৃতে।
আজগ্মুর্ম্মুনয়স্তত্র রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্॥
বিশ্বামিত্রো যবক্রীতো রৈভ্যশ্চ্যবন এব চ।
কণ্বশ্চ মুনিশার্দ্দূলো যে পূর্ব্বাং দিশমাশ্রিতাঃ॥
স্বস্ত্যাত্রেয়শ্চ নমুচো বিমুচোঽগস্ত্য এব চ।
আজগ্মুর্ম্মুনয়স্তত্র যে শ্রিতাঃ দক্ষিণাং দিশং॥

সমূলে রাক্ষস কুল ধ্বংস করি রাম। সীতাকে উদ্ধার করি পূর্ণ মনস্কাম॥ অযোধ্যার সিংহাসনে করেন বিরাজ। পাত্র মিত্র সবে সুখী সভার সমাজ॥ মুনিগণ এই কথা করিয়া শ্রবণ। রাম দরশন হেতু হয়ে হৃষ্ট মন॥ আইলা অযোধ্যাপুরে হয়ে আনন্দিত। কত যে আইল মুনি কে করে নির্ণীত॥ বিশ্বামিত্র আইলেন পূর্ব্বদিক হৈতে। শার্দ্দূল ও যবক্রীত চ্যবন সহিত॥ আর আইলেন কর্ণ রৈভ্য নামে মুনি। সকলেই মহাজন জ্ঞানে মহাজ্ঞানী॥ আইল অগস্ত্যমুনি দক্ষিণ হইতে। স্বস্তি ও আত্রেয় ঋষি তাঁহার সহিতে॥ পশ্চিমের আইলেন রৌদ্রাশ্ব যে মুনি। উপগু কমঠ ধূম্র পুঙ্গব সুজ্ঞানী॥ উত্তর দিকেতে হয় বশিষ্ঠের বাস। শিষ্য

উপশিষ্য করি পূরাইতে আশ॥ সকলে আসিয়া সে অযোধ্যা প্রবেশিল। অযোধ্যার শোভা হেরি মানসে মোহিল॥ সেকালে অযোধ্যা শোভা না হয় বর্ণন। অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ণ নারায়ণ॥ লক্ষ্মীরূপা সীতা করে তথায় বিরাজ॥ সর্ব্ব সুখে সুখী প্রজা অযোধ্যার মাঝ॥ সুচিত্র বিচিত্র রাজপতাকা উড়িছে। রামজয় শব্দে পুরী আনন্দে পূরিছে॥ পাবক প্রতিম তেজস্বিন মুনিগণ। ফল মূল সকলেতে করিয়া গ্রহণ॥ সভা মধ্যে প্রবেশ করি আনন্দেতে। রামে আশীর্ব্বাদ কৈলা বেদ বিধি মতে॥ সহসা হেরিয়া রাম সর্ব্ব মুনিগণ। তখনই ত্যাগ করি স্বীয় সিংহাসন॥ ভক্তিভরে করি সবে আসন প্রদান। শিষ্টাচারে রক্ষিলেন সবার সম্মান॥ তদন্তে শ্রীরাম-চন্দ্র উল্লাসিত হৈয়া। ভ্রাতৃগণ মন্ত্রিগণ পৌরগণ লৈয়া॥ সীতা সহ করিলেন সকলে পূজন। মুনিগণ তাহে হৈল সবে তুষ্টমন॥ অগস্ত্য প্রভৃতি করি সর্ব্ব ঋষিগণ। এই বাক্য কহিলেন সেকালে তখন॥ অহো কি সৌভাগ্য আজ আমা সবাকার। পূজিলেন রামচন্দ্র ভুবনের সার॥ ওহে রাম গুণধাম কিবা দয়া তব। তুমি হে অখিল পতি তুমি শ্রীমাধব॥ করিতে ভুবন ত্রাণ তুমি নারায়ণ। দুষ্ট দশগ্রীবে দিতে শমন সদন॥ রামরূপ তব এই ভুবন উপর। কি কব তোমার কথা তুমি হে ঈশ্বর॥ তুমি সে রাবণ বংশ করিলে নিধন। দেব নর সকলেই সুখী সর্ব্বক্ষণ॥ অহঃ দেব কিবা কর্ম্ম করিলে সাধন। পুনর্ব্বার কৈলে যেন সৃষ্টির সৃজন॥ রাবণের সম দুষ্ট আর নাহি হয়। রাবণে করিতে হৈত সকলেরই ভয়॥ সর্ব্ব প্রাণিগণে সেই আজ্ঞার অধীনে। রেখে-ছিল এতকাল যেন হীন জনে॥ জীবের সৌভাগ্য হেতু তুমি প্রভুরাম। দশাননে মারি মুক্ত কৈলে ধরাধাম॥ ওহে রাম রঘুপতি ভুবন পাবন। তুমি হও নারায়ণ দেব সনাতন॥ শুদ্ধমাত্র কমলযোনির প্রার্থনায়। উদিলে এ ধরাধামে ধরি নরকায়॥ আহা কিবা বিশ্বরূপ ভুবন উপর। আজানুলম্বিত বাহু পুণ্যের আকর॥ আপনার বিশ্বরূপ করিয়া দর্শন॥

আমাদের হৈল এবে সন্তাপ মোচন॥ তব করুণার বলে ওহে নারায়ণ। পুনঃ তপ আচরণে মগ্ন হৈল মন॥ কিন্তু প্রভু এক নিবেদন পায়। জগত জননী সীতা উদিল ধরায়॥ একদিন জন্য সুখী হইতে নারিল। কষ্টেতেই এতাবৎ দিন গোঙাইল॥ তাঁহার সে দুঃখ মোরা স্মরণ করিয়া। অন্তরে বড়ই দুঃখী শুন মন দিয়া॥ তিনি সর্ব্ব জনে সুখ করেন প্রদান। তাঁর কেন হেন দুঃখ ওহে ভগবান॥ ইহার কারণ মোরা সবে দুঃখী অতি। অধিক কি কব আর তোমায় শ্রীপতি॥ এইরূপে বারবার যত মুনিগণ। কহিলা দুঃখিত মনে রামের সদন॥ মধুর ভাষিণী সাধ্বী জনক নন্দিনী। স্বকর্ণেতে এই কথা তখন যে শুনি॥ শশিমুখে করি কিছু হাস্যের প্রকাশ। কহিলেন মুনিগণে এই মাত্র ভাষ॥ শুন ওহে মুনিগণ সাধু শিরোমণি। বধিল রাবণে রাম শুনি এই বাণী॥ অপার প্রশংসাবাদ সকলে কহিলে। বুঝিতে না পারি এই তোমাদের লীলে॥ বোধ হয় এ বিষয় করিয়া শ্রবণ। উপহাস করি এই কহিলা বচন॥ মহাদুষ্টাচারী সেই রাবণ আছিল। দেব আদি মুনিগণে মহাদুঃখ দিল॥ তার তুল্য দুষ্ট আর নহে কোন জন। অতীব দুরন্ত সেই দুষ্ট দশানন॥ এমন কি সে রাবণ অত্যা- চারে। সকলে দুঃখিত ছিল এই সে সংসারে॥ তথাচ বধিল তারে রামচন্দ্র বলী। নহেন প্রশংসা ভাগী শুন সবে বলি॥ সীতা মুখে এই কথা শুনি মুনিগণ। বিস্ময় সাগরে সবে হইল মগন॥ পরস্পর পরস্পরে করেন ইঙ্গিত। বুঝিতে না পারে কেহ চিন্তে বিপরীত॥ করিলেন এক ঋষি তখন উত্তর। এত কথা কহে সীতা সভার ভিতর॥ অযোনি সম্ভবা সীতা পরম গর্ব্বিত। ইক্ষ্বাকু বংশের বধূ সর্ব্বজন হিত॥ হেন সীতা আমাদের করে উপহাস। ব্যাপার বুঝিতে নারি মনে পাই ত্রাস॥ এত যদি মুনিগণ কহিল বচন। শ্রবণ করিয়া সীতা হয়ে ক্ষুণ্ণ মন॥ কহিলেন সম্বোধিয়া যত ঋষি গণে। কেন রুষ্ট হন সবে অধিনী বচনে॥ কভু আমি

মিথ্যাবাদী নহি ঋষিগণ। সত্য বই মিথ্যা বাক্য না কই কখন॥ ইতরের মত এই সীতা কভু নয়। কেন সবে করিছেন মনেতে সংশয়॥ সামান্য রাবণে মাত্র দেবী চক্রপাণি। বধিলেন লঙ্কাধামে স্বয়ং আপনি॥ এখনও যে রাবণ আছে বর্ত্তমান। রাম যদি বধিতে পারেন তার প্রাণ॥ তবেই প্রশংসা যোগ্য যথার্থ বিধানে। নতুবা প্রশংসা কিসে সভা-বিদ্যমানে॥ পুষ্কর দ্বীপেতে সে রাবণ রাজা রয়। ত্রিভুবন মাঝে কারে ভয় না করয়॥ সহস্র বদন তার বিক্রম অপার। তাহার দর্পেতে কার নাহিক নিস্তার॥ এত যদি কহিলেন সীতা গুণবতী। কহিলেন মুনিগণ মনে হয়ে প্রীতি॥ তব বাক্য মিথ্যা নয় শুন সুবদনে। ইথে এক কথা কহি তোমার সদনে॥ তুমি কুলকন্যা আর কুলবধূ হও। কিসে জান এই কথা তাই তুমি কও॥ একথা শ্রবণে মনে সন্দেহ অপার। কিসেতে জানিলে তুমি তাই কহ সার॥ এত যদি মুনিগণ করিলা উত্তর। কহিলা জনক সুতা সবার গোচর॥

মুনিগণের নিকট সীতার সহস্রস্কন্ধ রাবণের পরিচয়।

যদি চাজ্ঞাপয়থ মাং তদা বক্ষ্যামি চাদিতঃ।
অগস্ত্যপ্রমুখা বিপ্রাঃ সীতায়া বিনয়ান্বিতং॥
আকর্ণ্য বচনং প্রীতাঃ প্রোচুস্তে কথ্যতামিতি।
ততঃ সীতা মহাভাগা প্রবক্তুমুপচক্রমে॥

যদি আজ্ঞা হয় মম প্রতি সবাকার। তবে কহি গুপ্ত কথা করিয়া প্রচার॥ এত যদি কহিলেন সীতা গুণবতী। অগস্ত্য প্রভৃতি করি সাধু মহামতি॥ কহিলেন সীতা প্রতি বিনয় বচনে। শুনিবারে ইচ্ছা সদা তোমার সদনে॥ প্রকাশ করিয়া কর সন্দেহ ভঞ্জন। শুনি সব তথ্য কথা হই হৃষ্ট মন॥ শুনি মুনিগণ বাক্য সীতা গুণবতী। কহিতে লাগিলা সব অপূর্ব্ব ভারতী॥ কহিলেন শুন শুন সর্ব্ব ঋষিগণ। বিবাহের পূর্ব্বে যবে পিতার ভবন॥ আসিলাম আমি হয়ে অতি

আদরিণী। সেইকালে আইলেন এক দ্বিজমণি॥ অতিথি রূপেতে তিনি দিলা দরশন। তেজঃপুঞ্জ কলেবর সাধুর লক্ষণ॥ পিতাকে চাহিয়া তিনি কহিলা বচন। শুনহ জনকরাজ তুমি বিজ্ঞজন॥ আইলাম তব গৃহে অতিথি হইয়া। যদি তুষিবারে পার সন্তোষ করিয়া॥ তাহা হ'লে এই যে বরিষা চারি মাস। তব গৃহে থাকি হই পূর্ণ অভিলাষ॥ হেন বাক্য দ্বিজবর কহিলা পিতারে। দ্বিজভক্ত পিতৃদেব যতনে তাঁহারে॥ আপনার গৃহ মধ্যে দিলেন আবাস। নানা ভক্ষ্য ভুঞ্জাইয়া পূর্ণ কৈলা আশ॥ দ্বিজভক্ত পিতৃদেব তাঁহার তোষণে। আমায় নিযুক্ত কৈলা সেবার কারণে॥ আমি সে পরম জ্ঞানী দ্বিজের সদনে। সদাকাল অবস্থান করি শুদ্ধমনে॥ যে আজ্ঞা যখন তিনি করেন প্রদান। তখনই তাহা করি থাকি তাঁর স্থান॥ সতর্কিত ভাবে আমি তাঁর সেবা করি। এক তিল জন্য আমি কোথাও না নড়ি॥ সেই দ্বিজ নানা তীর্থ পর্য্যটন কৈল। কত স্থানে কত রূপ প্রত্যক্ষ দেখিল॥ আমাদের গৃহে তিনি করি অবস্থান। কতরূপ উপন্যাস পিতাকে শুনান॥ ক্রমে মম সেবা গুণে আমার কারণ। কহিলেন যেই কথা শুন সে এখন॥ একদা প্রভাতে উঠি সেই দ্বিজবর। প্রাতঃকৃত্য কার্য্য সব সারি অনন্তর॥ স্নানাহ্নিক আদি ক্রিয়া করি সমাপন। ডাকিলেন মম প্রতি করি সম্বোধন॥ কহিলেন কোথা ওহে সীতা গুণবতী। হের এসো কহি তোমা একগো ভারতী॥ অতীব আশ্চর্য্য এক দেখিনু নয়নে॥ কহিব তোমার স্থানে শুন চন্দ্রাননে॥ দধি সাগরের পার নামে স্বাদূদক। শোভয়ে মহান সিন্ধু হেরিতে পুলক॥ সেই সিন্ধু বেষ্টিয়া রয়েছে যেই স্থান। তাহার পুষ্কর নাম দ্বীপ সুমহান॥ সেই দ্বীপে অগ্নিশিখা প্রায় ওগো সীতা। পত্রযুক্ত পদ্ম যাহা আছে সুশোভিতা॥ তাহাও হেরেছি আমি প্রত্যক্ষ নয়নে। ব্রহ্মার আসন তাহা কহে বিজ্ঞজনে॥ যাহা হোক সেই দ্বীপে বর্ষের উপর। মানসোত্তর নামে এক শোভে গিরিবর॥ সেই গিরি দীর্ঘে প্রস্থে অযুত যোজন।

অতিশয় রম্যস্থান শোভার মোহন॥ তাহার চতুর্দ্দিকে বিশ্বকর্ম্মা গিয়া। দিয়াছে উত্তম পুরী নিজে নির্ম্মাইয়া॥ দিক্‌পাল আদি করি যত দেবগণ। করিবে বিহার বলি তাহার বচন॥ কি কব তাহার শোভা বর্ণনা না হয়। হেরিলে নয়ন মন সেইখানে রয়॥ সেই দ্বীপে রাক্ষসের রাজা মহাবলী। কি কব তাহার কথা নামেতে সুমালী॥ আছিল করিয়া বাস দেখি রম্যস্থান। তার কন্যা কৈকেয়ী সে রূপে শোভমান॥ বিশ্বশ্রবা মুনি কৈল তারে পরিণয়। ক্রমেতে হইল তাঁর দুইটী তনয়॥ উভয়ের নাম হয় রাবণ বলিয়া। সবে মাত্র এই ভেদ শুন মন দিয়া॥ এক রাবণের হয় সহস্র বদন। অপরের দশ মুখ বিভিন্ন কারণ॥ রাবণ তাদের নাম যে হেতু হইল। কহি শুন সেই কথা তোমায় সকল॥ উহাদের জন্মকালে যত দেবগণ। ওদের উদ্দেশে এই কহিলা বচন॥ ত্রিলোক শব্দিত করি এরা দুইজন। ধরাধামে আসি কৈল জনম গ্রহণ॥ এজন্য ওদের নাম রাবণ হইল। উভয়েতে হবে এরা বলে মহাবল॥ এই হেতু উহাদের কনিষ্ঠ যে জন। তাহার দশটি মুখ রাষ্ট্র ত্রিভুবন॥ দশগ্রীব নীলকণ্ঠ হরের প্রসাদে। কুবের নির্ম্মিত লঙ্কা আসি অবিবাদে॥ করিল বসতি ওহে শুন মুনিগণ। পুষ্করেতে রহে সেই সহস্র বদন॥ ব্রহ্মাবরে দশগ্রীব বলে বলবান্। ত্রিলোক বিজয়ী হৈল অমর সমান॥ সহস্র বদন সেই স্ববলেতে বলী। জিনিল পুষ্কর দ্বীপ বলেতে সকলি॥ তপস্যা বা মহৌষধি তার কাছে নাই। নিজবলে জয়ী সেই হয় সর্ব্বঠাঁই॥ চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে সেই কন্দুক্রীড়া করে। তার কাছে দিক্‌পালগণ সদা হারে॥ দিক্‌পালগণে জয়ী হয়ে সে রাবণ। লইল তাদের পুরী করি আক্রমণ॥ মাতামহে লয়ে সেই সহস্র বদন। আছয়ে পুষ্কর দ্বীপে হয়ে হৃষ্টমন॥ তথায় ইন্দ্রের পুরী যে ছিল মহান। সেই পুরে বাস করি সদা শোভা পান॥ দিক্‌পালগণের যে পুরী সব ছিল। অন্যান্য মন্ত্রিগণে তাহে বাস করিল॥ তাহার নিজের পুরী

অতি মনোহর। তাহার শোভার আর নাহি পাঠান্তর॥ সম্মুখেতে মনোহর শোভয় উদ্যান। কত জাতি বৃক্ষ তাহে কে করে প্রমাণ॥ চম্পক অশোক আর কদলী মান্দার। প্রিয়ক অর্জ্জুন আমলকী কোবিদার॥ পাটল জম্বুক আর পনস চন্দন। শাল তাল দেবদারু বকুল রঙ্গন॥ তমাল ও পারিজাত সবে কল্প বৃক্ষ। সকল সময়ে হয় ফল ফুল লক্ষ॥ সেই সে বৃক্ষেতে শোভে নানা পক্ষিগণ। ভ্রমর ভ্রমরীগণ গুঞ্জে অনুক্ষণ॥ মধ্যে শোভে সরোবর শোভার মাধুরী। কুমুদ কহ্লার পুষ্প শোভে তদুপরি॥ সারস সরসী পক্ষী আনন্দে বিহরে। চক্রবাক চক্রবাকী ডাকে মদ ভরে॥ সে পুরীর কথা আর না হয় বর্ণন। সর্ব্বস্থান শোভনীয় হেরি হরে মন॥ দেবগণ বাঞ্ছা করে সে পুরে থাকিতে। তার তুল্য পুরী আর নাহি অবনীতে॥ সহস্র বদন যে রাবণ মহাবলী। তথায় আয়ত্ত কোরে হয়ে কুতূহলী॥ তাহার বিক্রম কথা না হয় বর্ণন। সুমেরুকে জ্ঞান করি সর্ষপ মতন॥ ক্রীড়া করিবারে তার যবে মন হয়। সে সুমেরু ধরি করে কন্দুক ক্রীড়ায়॥ হইলে তাহার ক্রোধ নাহিক নিস্তার। সমুদ্রকে জ্ঞান করি গোষ্পদ আকার॥ শতবার অনায়াসে লঙ্ঘন যে করে। তাহার দর্পেতে ধরা বারবার নড়ে॥ সেই সে রাবণ যবে হয়ে মত্ত অতি। অত্যাচার আরম্ভিল প্রাণিগণ প্রতি॥ সেকালে পুলস্ত্য বিশ্বশ্রবা মুনি আসি। বৎস বৎস বলি তুষ্ট করিলা সম্ভাষি॥ সেই সে রাবণ রয় পুষ্কর দ্বীপেতে। তাহার কনিষ্ঠ রয় লঙ্কার মধ্যেতে॥ দেখিয়া এলাম সীতা আমি গিয়া তথা। তার কথা মনে হ'লে হৃদে লাগে ব্যথা॥ এই সে আশ্চর্য্য কথা কহিনু তোমায়। হেন দুষ্ট বাস করে এই সে ধরায়॥ এত বলি মুনিশ্রেষ্ঠ আমার সদন। আপন কার্য্যেতে মন কৈলা নিবেশন॥ চারি মাস গত হ'লে সেই দ্বিজবর। আশীর্ব্বাদ করি তিনি হইলা অগ্রসর॥ আমি অবগত হৈনু তাহার সদনে। সে কারণে এই কথা জানিনু এক্ষণে॥ শুন ওহে মুনিগণ হয়ে একমন। এখন জীবিত

সেই সহস্র বদন। দ্বিজের বচনে আমি বিস্ময় মানিয়া। এতকাল ছিনু সব গোপন করিয়া ॥ রাবণ নিধন শুনি তোমরা যখন। বহু ধন্যবাদে নাথে করিলে তোষণ ॥ আমার মনেতে সেই কথা হে উদিল। ধন্যবাদে মম মনে তুষ্টি না জন্মিল ॥ তাই এই কথা আমি করিনু বর্ণন। শুন সব মুনিগণ ত্যজি ক্ষুণ্ণ মন ॥ যদিও আমার স্বামী রাম গুণমণি। সহচর সহ সেই রাবণের প্রাণি ॥ করিলেন বিনাশন হয়ে হৃষ্টমন। বান্ধিলা সমুদ্রে সেতু তাহার কারণ ॥ স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করি রাখিলা সুখ্যাতি। তথা চ আমার মনে নাহি হয় প্রীতি ॥ যদি সেই সহস্র বদন রাক্ষসেরে। বিনাশে সক্ষম হন এই তো সংসারে ॥ তা হ'লেই মম মতে ওহে ঋষিগণ। যথার্থই ধন্যবাদ যোগ্য উনি হন ॥ সামান্য রাবণে উনি করিলা সংহার। কিসে ধন্যবাদ যোগ্য ইহাতে উঁহার ॥ একারণ তোমাদের শুনিয়া বচন। কিছুমাত্র হাস্য করি হয়ে হৃষ্টমন ॥ যদিও আমার দোষ তাহাতে হইল। করিবেন ক্ষমাদান তোমরা সকল ॥ এ কথা শ্রবণ করি সর্ব্ব মুনিগণ। সাধ্বী সাধ্বী বলি সবে হৈল হৃষ্টমন ॥

সহস্রস্কন্ধ রাবণ উদ্দেশে সসৈন্যে রামচন্দ্রের যাত্রা।

রাঘবো বচনং শ্রুত্বা সীতায়া বীর্য্যবর্দ্ধকম্।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ সর্ব্বানাজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ ॥
মুনয়োঽদ্যৈব গন্তব্যং রাবণস্য জয়ায় বৈ।
লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব শত্রুঘ্নঞ্চাদিশৎ প্রভুঃ ॥
মিত্রে সুগ্রীব হনুমন্ সর্ব্বে জাম্ববদাদয়ঃ।
গচ্ছামঃ সহিতাস্তত্র সৈনিকৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥
ইত্যাজ্ঞাপ্য মহাবাহুঃ স্বকীয়ং পুষ্পকং রথম্।
স্মরণাদাগতস্তত্র পুষ্পকো রথসত্তমঃ ॥
তত্রারুহন্ মহীবীরা রামচন্দ্রপুরোগমাঃ।
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চামিতদ্যুতিঃ ॥

এত যদি কহিলেন জনক দুহিতা। তাহা শুনি রামচন্দ্র হইলা কুপিতা॥ রাবণারি রাবণের নাম ধাম শুনি। অন্তরে হইলা যেন জ্বলন্ত আগুনি॥ সিংহনাদ ছাড়ি এই কহিলা বচন। করিব করিব সেই রাবণে নিধন॥ হউক সহস্র মাথা লক্ষ হৈলে পর। তথাচ পাঠাব তারে শমন নগর॥ রাবণের সম নাম জগতে ঘোষণ। আমার হস্তেতে কোথা রহিবে রাবণ॥ এত বলি রামচন্দ্র করিয়া তর্জ্জন। মুনিগণ চাহি এই কহিলা বচন॥ শুন শুন মুনিগণ কিবা চিন্তা তাতে। অদ্য বিনাশিব সে রাবণে নিজ হাতে॥ এত বলি রামচন্দ্র হয়ে ক্রুদ্ধ মন। তখনই ডাকিলেন ভরত লক্ষ্মণ॥ ভরত লক্ষ্মণ সঙ্গে শত্রুঘ্ন আইল। তাহাদের হেরি এই আদেশ করিল॥ শুনরে প্রাণের ভাই আমার বচন। এখন জীবিত এক আছয়ে রাবণ॥ রাবণারি মম নাম জগতে ঘোষণ। কেমনে নিশ্চিন্ত থাকি থাকিতে রাবণ॥ সেই সে রাবণ রহে পুষ্কর দ্বীপেতে। তার ভয়ে কেহ নাহি রহে সেই ভীতে॥ তাহার নিধন হেতু করিয়াছি মন। সবে সুসজ্জিত হও তোমরা এখন॥ পুষ্কর দ্বীপেতে সেই রাবণের ঘর। তথায় করহ যাত্রা হইয়া সত্বর॥ এত বলি ভাইগণে করি সম্ভাষণ। গমনে আদেশ কৈলা হয়ে হৃষ্টমন॥ ডাকিলেন সুগ্রীবাদি সর্ব্ব কপিগণে। আর ডাকিলেন যত সেনাপতিগণে॥ জনে জনে সর্ব্ব কথা করিয়া প্রচার। গমনে আদেশ দিলা প্রভু সারাৎসার॥ শ্রীরামের বাক্য সবে শিরোধার্য্য করি। পুষ্কর দ্বীপে গমন করিল সত্বরি॥ তদন্তরে রামচন্দ্র গমন কারণ। স্মরিলা পুষ্পক রথ হয়ে হৃষ্টমন॥ স্মরণ মাত্রেতে রথ আসি উপজিল। জনে জনে সেই রথে সকলে উঠিল॥ রামকার্য্য সাধনেতে সকলে তৎপর। সকলেই মহাবীর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর॥ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র করিয়া ধারণ। পুষ্কর দ্বীপেতে সবে করিল গমন॥ অনন্তর রামচন্দ্র সীতার সহিতে। দিব্য শরাসন ধরি হয়ে ত্বরান্বিতে॥ কামনামী দিব্যরথে কৈলা আরোহণ। সঙ্গেতে উঠিল ভরতাদি ভ্রাতৃগণ॥ বীরদর্পে সকলেই বহির্গত হৈল। কাম্যরথ কামনায় আকাশে

উঠিল ॥ গরুড়ের প্রায় রথ গমন করয়। এক তিল জন্য সেই গতি স্থির নয়.॥ সত্বরে পুষ্কর দ্বীপে আসি উত্তরিল। মানস উত্তর শৈলে গতি স্থির কৈল ॥ রাম সে মানস শৈল করি নিরীক্ষণ। একেবারে হইলেন বিস্ময়ে মগন ॥ কহিলেন কি আশ্চর্য্য কিবা স্থান শোভা। এস্থান হেরিলে দেবগণ হন লোভা ॥ অনন্তর ভ্রাতৃগণ আর কপিগণ। সবে লয়ে রামচন্দ্র করি আস্ফালন ॥ ছাড়িলেন সিংহনাদ অতি ভয়ঙ্কর। ধনুক নিঃস্বন শব্দে পূরিল অম্বর ॥ এমন কি ওই শব্দ এমন হইল। স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল সকল ব্যাপিল ॥ করিতে আছিল সন্ধ্যা রাবণ তখন। এই ঘোর সিংহনাদ করিয়া শ্রবণ ॥ সহসাই একি একি শব্দ উচ্চারিয়া। অস্ত্র লয়ে উঠিলেক নিজে দাণ্ডাইয়া ॥ তথায় আছিল যেই রাক্ষসের গণ। তাহারাও দাণ্ডাইল হয়ে ক্রুদ্ধ মন ॥ সকলেই বলে অহঃ এই শব্দ ঘোর। কোথা হৈতে আসিতেছে উত্তর উত্তর ॥ নিশ্চয় করিতে নারি ভাবিয়া চিন্তিয়া। এ স্বর শুনিয়া কিন্তু স্থির নহে হিয়া ॥ রাবণ আছিল স্থির চিত্তে দাণ্ডাইয়া। তীক্ষ্ণধার নানাজাতি অস্ত্র শস্ত্র লৈয়া ॥ হইলেক ধাবমান অপার সাহসে। পশ্চাতে চলিল সৈন্য ধেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ॥ দর্পেতে রাবণরাজা করয়ে গমন। কড় কড় করে দন্ত বজ্রের নিঃস্বন ॥ ক্রমেতে স্বীয় নগর অতীত করিয়া। চলিল দারুণ বেগে শব্দ উদ্দেশিয়া ॥ দ্বাদশ আদিত্য সম অঙ্গের কিরণ। আর তাহে শোভে তার সহস্র বদন ॥ দ্বি-সহস্র করে অস্ত্র করে ঝন্ ঝন্। সে শব্দ শুনিয়া স্তব্ধ যতেক বিজন ॥ অবিরত দ্বি-সহস্র নেত্রে অগ্নি ক্ষরে। সে মূর্ত্তি হেরিয়া সবে কম্পয়ে অন্তরে ॥ বাড়বানলের ন্যায় হয় প্রভামান। শত যোজন রথে চড়ি হয় ধাবমান ॥ রথেতে কতই অস্ত্র শোভে সারি সারি। পরিঘ তোমর পাশ বলিবারে নারি ॥ ভুষণ্ডী পরশু রাম লৌহের মুদ্গর। চন্দ্র আদি নানা অস্ত্র শোভে তীক্ষ্ণ শর ॥ কত শত খরসান অসি শোভা করে। অর্দ্ধচন্দ্র আদি অস্ত্র হেরি অঙ্গভরে ॥ দ্রুতগতি ধায় রথ নাহিক বিশ্রাম। উপস্থিত হইলেক যথায়

শ্রীরাম॥ রামচন্দ্রে হেরি সে গর্ব্বিত নিশাচর। বজ্রতুল্য বাক্যে এই করিল উত্তর॥ বল বল শীঘ্র বল আমার সদন। শত্রুভাবে মম পুরে আসি কোন জন॥ করিল এ সিংহনাদ আপন দর্পেতে। এখনি পাঠাব তারে শমন পুরেতে॥ হায় কি আশ্চর্য্য কাণ্ড হইল ঘটন। ভুবনেতে মম শত্রু জন্মিল এখন॥ এমন কে বীর আছে মম শত্রু হয়ে। দেশেতে ফিরিয়া যাবে নিজ প্রাণ লয়ে॥ ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল যারা সবে ছিল। প্রাণভয়ে তারা আসি মম ভৃত্য হৈল॥ আমি যদি মনে করি ইচ্ছাতে আপন। স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল না রয় কখন॥ আমি যদি মনে করি পাতালকে স্বর্গ। স্বর্গকে পাতালে করি নাশি বিশ্ববর্গ॥ আমার মননে কিবা না হইতে পারে। সপ্তসিন্ধু মিশাইতে পারি একেবারে॥ আমি যদি মনে করি সুমেরু পর্ব্বত। এক চাপনেতে তারে করি ধূলাবত॥ কিবা ছার স্বর্গলোক আমার সদনে। নরলোক করে দিতে পারি এইক্ষণে॥ তিলেকেতে এই বিশ্ব করি উৎপাটন। নখে করি অনন্তের মস্তক ছেদন॥ বার বার ব্রহ্মা আসি সান্ত্বনা করিল। তাই তার বাক্যে সব বজায় রহিল॥ নতুবা রাক্ষস ভিন্ন আর অন্য জাতি। না থাকিত কোন স্থানে রাখিতে খেয়াতি॥ করিবারে পারি আমি সূর্য্য প্রভাদান। আমার অসাধ্য কার্য্য কি আছে প্রমাণ॥ মেঘরূপে আমি পারি করিতে বর্ষণ। জীবকে নাশিতে পারি হইয়া শমন॥ এইরূপ বাক্য বলি আপন মুখেতে। তর্জ্জিতে গর্জ্জিতে দুষ্ট আপন দর্পেতে॥ রামের সম্মুখে আসি উপস্থিত হৈল। রাবণের সঙ্গে আর আর যারা ছিল॥ তাহারা সকলে রথী প্রধান প্রধান। এসেছিল বহু সৈন্য শমন সমান॥ তারা সবে নানা অস্ত্র করিয়া ধারণ। রথ সহ উত্তরিল রামের সদন॥ কি কব তাদের কথা করিয়া বর্ণন। প্রত্যক্ষে হেরিলে তাদের জনে জন॥ মনে হয় একজন যুদ্ধ কৈলে পর। ত্রিসংসার করে জয় বিক্রম উপর॥ কি কব তাদের নাম করিয়া বর্ণন। আইল অসংখ্য সৈন্য

রাজার সদন ॥ কেহ কেহ নীলবর্ণ কেহ রক্তবর্ণ। কেহ পীত কেহ লাল কেহ শুভ্রবর্ণ ॥ সকলেই মহাবলী সুদীর্ঘ আকার। কাহার সপ্ত মস্তক সুমেরুর সার ॥ কার হয় দুই মাথা কাহার হয় পঞ্চম। সকলেই দীর্ঘকায় অসীম বিক্রম ॥ আর এসেছিল রাবণের পুত্রগণ। কি কব তাদের কথা করিয়া বর্ণন ॥ রাবণের তুল্য তারা সবে বীরবর। করেতে শোভয়ে ধনুঃ আর তীক্ষ্ণশর ॥ রামের সম্মুখে তারা করি আগমন। বহু শব্দ সিংহনাদে পূরিল ভুবন ॥ ইহাদের সঙ্গে সৈন্য সহস্র অর্ব্বুদ। তাদের চীৎকারে সদা কর্ণ হয় রোধ ॥ সকলে বিকটাকার অস্ত্র-শস্ত্র করে। তাদের দেখিলে পরে যম ভাগে ডরে ॥ কাহার বা কূর্ম্ম মুখ কাহার কুক্কুট। হেরিলে পরাণ দেহ ছেড়ে দেয় ছুট ॥ তাহাদের মুখ কথা কতই বর্ণিব। সকলের পশু মুখ বড়ই অশিব ॥ সকলেই অস্ত্রায়ুধ ধরিয়া করেতে। নাচিতে নাচিতে সেই আসিয়া স্থানেতে ॥ শ্রীরামের প্রতি বেগে হৈল ধাবমান। কেহই দুঃখিত নহে ত্যজিবারে প্রাণ ॥ দেখিয়া বিশ্বাস হয় ভয়ের কারণ। এবার রামের বুঝি না হয় মোচন ॥

সহস্রস্কন্ধ রাবণের রণে প্রবেশ ও শ্রীরামচন্দ্রের
মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মনোমধ্যে
চিন্তা ও দৈববাণী শ্রবণ।

ধনুংষি চাবিধুন্বানস্ততো বৈশ্রবণানুজঃ।
কোহয়ং কিমর্থমায়াত ইতি চিন্তাপরোহভবৎ॥
ততো গগনসম্ভূতা বাণী সমুপপদ্যতে।
ভো রাবণ মহাবীর রামোহয়ং সমুপাগতঃ॥
রাঘবোহয়মযোধ্যায়াঃ রাজা ধর্ম্মস্বরূপধৃক্।
লঙ্কায়াং নিহতোহনেন দারহারী তবানুজঃ॥
ত্বদ্বধার্থং সহায়াতো বিভীষণঃ বসুপ্রদঃ।
ভ্রাতৃভিঃ র্ব্বানরৈঋক্ষৈ রাক্ষসৈর্ম্মানুষৈর্ব্বৃতঃ॥
শ্রুত্বা হ্যমানুষং বাক্যং রাবণো লোকরাবণঃ।
ক্রোধানলেন জজ্বাল দ্বিগুণং মুনিপুঙ্গবঃ॥
হন্যতাং বধ্যতামেব মানুষো রিপুসংজ্ঞিতঃ।
মম বিশ্বজিতঃ সাক্ষাদ্রণায় সমুপাগতঃ॥

ধনু ধরি রণমাঝে রাবণ প্রবেশি। রণমাঝে শ্রীরামের দেখি মুখশশী॥ চিন্তিত হইল অতি তাহার কারণ। কেবা এ মনুষ্য রূপে কৈল আগমন॥ কেন আইল কিবা তত্ত্ব বুঝিতে না পারি। কিন্তু ঐরূপ দেখি অন্তরেতে ডরি॥ এইরূপ চিন্তা করে সহস্র বদন। দৈববাণী নিঃসরিল তাহার কারণ॥ কিবা চিন্তা কর ওহে সহস্র বদন। চিন নাকি ইনি আইলেন কোনজন॥ ইনিই শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাতে রন। ইনিই বিনাশ কৈল লঙ্কার রাবণ॥ ইঁহারই ভার্য্যা তব অনুজ রাবণ। হরণ করিয়াছিল মৃত্যুর কারণ॥ সেই সে রাবণে বধ করি অনায়াসে। আইলেন তব পাশে তব হে বিনাশে॥ হের সঙ্গে কত সেনা আইল অগণন। বানর রাক্ষস যক্ষ নর বহুজন॥ এমন কি তব অত্যাচার নিবারিতে। সঙ্গে আইল বিভীষণ হের প্রত্যক্ষেতে॥ এই দৈববাণী শুন্‌

হইতে হইল। রাবণ সে সব কথা প্রত্যক্ষে শুনিল॥ সেই কথা আকর্ণন করিয়া রাবণ। ক্রোধিত হইল যেন জ্বলন্ত আগুন॥ গর্ব্ব করি বার বার কহিল এ কথা। এই আইল মম শত্রু কাট এর মাথা॥ ত্রিলোক বিজয়ী আমি সহস্র বদন। আমাকে করিতে জয় কৈল আগমন॥ সামান্য মনুষ্য হৈয়া এত গর্ব্ব করে। সত্বরে পাঠাও এরে শমন নগরে॥ এত বলি সহস্র বদন সে রাবণ। করিলেন শর-জাল স্বয়ং বর্ষণ॥ বিকট আকার সব সেনাদল ছিল। তাহারা রামের সৈন্যগণে আক্রমিল॥ মনুষ্য বানর আর যক্ষ সেনাগণে। চরণে দলিত করি বলেতে আপনে॥ সকলেই রক্ত মাংস ভুঞ্জিতে লাগিলা। অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য তাহাতে মর্দ্দিলা॥ শ্রীরাম সৈন্যেতে ছিল মহা মহা বীর। তাহারাও বল দর্পে করিল সমর॥ শরাসনে তীক্ষ্ণবাণ করি আকর্ষণ। রাবণের বহু সৈন্য করিল নিধন॥ হনুমান মহাবীর বিক্রম অপার। বাছিয়া বাছিয়া বৃক্ষ পর্ব্বতের সার॥ মারিতে লাগিল সবে দোহাতিয়া বাড়ি। সেই ঘায়ে কত জনে গেল যম বাড়ী॥ এইরূপে উভয়ের যত সৈন্যগণ। পরস্পর পরস্পরে করিতে নিধন॥ ঘোরতর যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কার মৃত্যু হৈল কেউ ভয়ে পলাইল। এইরূপ মহাকাণ্ড হইলে ঘটন। মহাবাহু রামচন্দ্র করিয়া দর্শন॥ আর না থাকিতে পারে হয়ে উত্তেজিত। ভরত ও শত্রুঘ্নে লইয়া সহিত॥ যুদ্ধ পাশে অগ্রে অগ্রে হৈলা ধাবমান। তাহার পশ্চাৎভাগে হনু জাম্বুবান॥ সঙ্গে লয়ে নল নীল বসিল সংগ্রামে। ভয়েতে সকলে স্তব্ধ তাদের বিক্রমে॥ তদন্তেতে বিভীষণ করিল গমন। সঙ্গেতে অসংখ্য সৈন্য রাক্ষসের গণ॥ ক্রমে ক্রমে সকলেই রণে প্রবেশিয়া। আরম্ভ করিল রণ মন নিবেশিয়া॥ ঘোর রূপে যুদ্ধ করে রাম সৈন্যগণ। হেরি রাবণের সৈন্য হয়ে ক্রুদ্ধমন॥ ঘোররূপে রণমাঝে প্রবেশ করিয়া। করিলেক সিংহনাদ বজ্রকে জিনিয়া॥ সে সিংহনাদের আর কি কহিব কথা। সেই নাদে সকলের হৃদে

ভয়ে সঘনে কম্পন ॥ সেই সিংহনাদে সিন্ধু উথলি উঠিল। হেরি রক্ষসেনা সব নৃত্য আরম্ভিল ॥ তাহাদের নৃত্য হেরি বানরের গণ। বড় বড় বৃক্ষ শিলা করি আনয়ন ॥ ফেলিয়া মারয়ে সব রাক্ষস উপরে। তাহার শব্দেতে স্তব্ধ হয় চরাচরে ॥ প্রাণপণে উভয় সৈন্যেতে করে রণ। কেহ হারে কেহ জিতে নহে নিবারণ ॥ শ্রীরামের সহকারী যত সৈন্যগণ। সকলেই শ্রীসম্পন্ন সুন্দর বদন ॥ রাবণের সৈন্যমুখ হয় কদাকার। তাহা হেরি সকলেই দিল টিটকার ॥ বানরের টিটকারী শুনি নিশাচর। আরম্ভিল ঘোর রণ হ'য়ে দৃঢ়তর ॥

বানর ও রাক্ষস সৈন্যের ঘোর যুদ্ধ।

তদ্বাক্ষ্য রাক্ষসবলং সংরব্ধাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
ক্রুদ্ধং তদ্রাক্ষসং সৈন্যং জঘ্নুদ্রুমশিলয়া বৈ ॥
তে পাদপশিলাশৈলৈস্তাংশ্চক্রুর্বৃষ্টিমুত্তমাম্।
বৃক্ষৌঘৈর্ব্বজ্রসঙ্কাশৈহরয়ো ভীমবিক্রমাঃ ॥
শিখরৈঃ শিখরাভাংস্তে যাতুধানানমর্দ্দয়ন্।
নিজঘ্নুঃ সমরে ক্রুদ্ধা হরয়ো রাক্ষসার্ধভান্ ॥
কেচিদ্রথগতান্ বীরান্ গজবাজিস্থিতানপি।
নিজঘ্নুঃ সহসাপ্লুত্য যাতুধানান্ প্লবঙ্গমাঃ ॥
শৈলশৃঙ্গনিভাস্তে তু মুষ্টি নিষ্ক্রান্তলোচনাঃ।
বেপুঃ পেতুশ্চ নেদুশ্চ ততো রাক্ষসপুঙ্গবাঃ ॥

হেরিয়া রাক্ষস বল বানরের গণ। ঘোর রূপে আরম্ভিল করিবারে রণ ॥ বড় বড় শিলা বৃক্ষ করিয়া ধারণ। মারয়ে রাক্ষসোপরি হয়ে ক্রুদ্ধমন ॥ বৃষ্টিধারাবৎ পড়ে রাক্ষস উপরে। অনেক রাক্ষস সৈন্য গেল যম ঘরে ॥ কেহ হৈল হস্ত হীন কার গেল পদ। রাক্ষস দলেতে হৈল বিষম বিপদ ॥ অসীম সাহসে লম্ফ করিয়া প্রদান। অশ্বারোহী গজারোহী সৈন্যের প্রধান ॥ তাহা সবে আক্রমিয়া বিষম সাহসে। ফেলিয়া ধরার পরে পদ দিয়ে নাশে ॥ তাহা হেরি যত সব রাক্ষস প্রধান।

মহাক্রোধে সকলেই হ'য়ে কম্পবান॥ ঘন ঘন সিংহনাদ ছাড়ি রণস্থলে। আরম্ভ করিল রণ নিজ নিজ বলে॥ নানাবিধ অস্ত্র আর নানাবিধ শিলা। হানিতে আরম্ভ কৈল করি যুদ্ধ লীলা॥ বাজায় রাক্ষসী বাদ্য রণের মাঝার। নৃত্য করি করে রণ অদ্ভুত ব্যাপার॥ কেহ শূন্য হস্তে আসি সংগ্রাম মাঝারে। মৃত শব তুলে লয়ে বীর অহঙ্কারে॥ মারয়ে বানরোপর হয়ে ক্রুদ্ধ মন। অসংখ্য বানর তাহে করয়ে নিধন॥ কোন বা রাক্ষস সৈন্য রণে প্রবেশিয়া। বড় বড় কপিগণে বলেতে ধরিয়া॥ চড় আর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া প্রহার। পাঠাইয়া দিল সবে যমের দুয়ার॥ বিষম রাক্ষস সৈন্য বলে বলবান। কেহ কেহ শেল শূল করিয়া সন্ধান॥ মারিতে লাগিল সব কপি সেনাগণ। রক্তেতে বহিল নদী ডুবে সর্ব্ব স্থান॥ এইরূপ রাক্ষসের হেরি অত্যাচার। দেখিতে না পারি হনু করি অগ্রসর॥ হানিতে লাগিল সব রাক্ষসের গণে। বাছিয়া বাছিয়া মারে বড় বড় জনে॥ অশ্বারোহী গজারোহী রাক্ষসের সেনা। মারয়ে পবন-পুত্র না হয় বর্ণনা॥ কাহার বা হস্ত পদ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কাহার মস্তক ছিঁড়ি নৃমুণ্ড করিল॥ কাহাকে বা পদতলে ফেলি জোর করি। নখ পেট চিরি বার করে নাড়ি ভুড়ি॥ কাহাকে বা মৃত রাক্ষসের দেহ লয়ে। প্রহারিয়া একেবারে দেয় যমালয়ে॥ হনুর বিক্রম দেখি আর কপিগণ। ঘোর রূপে আরম্ভিল করিবারে রণ॥ দুই চার কপি মিলি ধরি এক জনে। মারয়ে দারুণ চড় বিকট দশনে॥ সেই সে প্রহারে তার বাহিরায় প্রাণ। ভাগয়ে রাক্ষস সৈন্য লভিবারে প্রাণ॥ অগস্ত্যাদি মুনিগণ ছিল রাম রথে। এইরূপ দৃশ্য হেরি আপন চক্ষেতে॥ শ্রীরামের জয়নাদ কৈল উচ্চারণ। কপি সৈন্য তাহে কৈল নৃত্য আরম্ভণ॥ সহস্র বদন এই করি নিরীক্ষণ॥ রক্ষিতে আপন সৈন্য হয়ে ক্ষুণ্ণ মন॥ বায়ুর সদৃশ গতি রথে আরোহিয়া। হইলেক ধাবমান রাম উদ্দেশিয়া॥ করেতে শাণিত শক্তি করে ঝক মক। অঙ্গের কিরণ যেন জ্বলন্ত পাবক॥ হেন ভাবে রণমাঝে প্রবেশ করিল। নিরীক্ষণ

করিয়া চারিধার দেখিল ॥ যারে দেখে তাহাকেই করে হেয়-জ্ঞান। কার আর নাহি দেখে আপন সমান॥ হীন বল কপিগণে করি দরশন। ক্রোধেতে হইল সেই ঘোর দরশন॥ মনে মনে এই যুক্তি করিল তখন। নাশিয়া নিশ্চিন্ত হই কপি সৈন্যগণ॥ আবার চিন্তিল মনে করি বিবেচন। যাহা দেখি এ সকল সামান্য গণন॥ রামের তাড়না হেতু এই ক্ষুদ্রজন। আসিয়াছে এতদূর যুদ্ধের কারণ॥ এদের মারিলে আর কিবা লাভ হবে। এতে মাত্র আমাতেই কলঙ্কই রবে॥ অতএব এ বিধায় এই সে বিধান। এরা সব আসিয়াছে হইতে যে স্থান॥ স্বীয় স্বীয় স্থানে সব করিয়া প্রেরণ। নিশ্চিন্ত হইয়া করি স্বদেশে গমন॥ শুন ওহে ভরদ্বাজ ঋষি গুণমণি। যাঁহারা মহৎ হন হেরি হীন প্রাণী॥ তাঁহারা হে কদাচই ক্ষুদ্রের উপর। নাহি করে অত্যাচার সংসার উপর॥

সহস্রস্কন্ধ রাবণ কর্ত্তৃক রাম-সৈন্যগণের
পুনর্ব্বার গৃহে আনয়ন।

ইতি সঞ্চিন্ত্য ধনুষা বায়ব্যাস্ত্রং যুযোজ হ।
তেনাস্ত্রেণ নরা ঋক্ষা বানরা রাক্ষসা হি তে॥
যস্মাৎ সমায়াতাস্তং তং দেশং প্রযাপিতাঃ পুনঃ।
গলহস্তিভয়া বিপ্র চৌরান্ রাজভৃতা যথা॥
তে সর্ব্বে স্বগৃহং প্রাপ্য অস্ত্রবেগেন বিস্মিতাঃ।
ক স্থিতাঃ ক সমায়াতা মন্যন্তে স্বপ্নমেব তে॥

এইরূপ চিন্তা করি সহস্র বদন। আপনার করস্থিত কার্ম্মুকে তখন॥ মহা সে বায়ব্য বাণ করি সংযোজন। পাঠাইল রাম-সৈন্য স্বদেশে আপন॥ লঙ্কায় পাঠায়ে দিল রাক্ষসের গণ। অযোধ্যায় নর সৈন্য করিল প্রেরণ॥ বানর সৈন্যকে দিল কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে। রাম না চালিত আর হৈল তথা হৈতে॥ রাম পূর্ণ ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর কায়। তিনি কি চালিত হয় বাণের দ্বারায়॥ হেন ভাবে সবে দেশে করিল প্রেরণ। যেন চোরে

ধরি সব রাজদূতগণ ॥ গলদেশে ধাক্কা দিয়া দেয় বার করে। তেনরূপে পাঠাইল দেশে সকলেরে ॥ শ্রীরাম সৈন্যের দশা করিল এমন। হনু আদি বীর আসি দেশেতে আপন ॥ একেবারে বিস্ময়েতে হইয়া মগন। মনে মনে এইরূপ করয়ে চিন্তন ॥ আমরা আছিনু সবে যুদ্ধ করিবারে। হেথায় আনিল কেবা বুদ্ধি অনুসারে ॥ ভরতাদি করিয়াও সকলে আইল। শুদ্ধ তথা একমাত্র শ্রীরাম রহিল ॥ সকলেই বিমোহন মোহের দ্বারায়। না হেরিয়া রাম সীতা কান্দে উভরায় ॥ কি করিবে হেন শক্তি কাহারই নাই। দেখিয়া আসিবে পুনঃ গিয়া সেই ঠাঁই ॥ তথায় রহিল মাত্র রামচন্দ্র সীতা। আর সর্ব্ব মুনিগণ যোগেতে মোহিতা ॥ তারা সব হেন মাত্র করি দরশন। করিতে লাগিল সদা স্বস্তি উচ্চারণ ॥ অন্তরীক্ষবাসিগণ এরূপ হেরিয়া। হাহাকার করি সবে চিন্তয়ে বসিয়া ॥ দেবগণ এই কাণ্ড করি দরশন। বলিতে লাগিলা এই সকলে বচন ॥ হায় কি আশ্চর্য্য কাণ্ড রাবণ করিল। রামচন্দ্রে সৈন্য হীন করিয়া ফেলিল ॥ যেকালে শ্রীবিষ্ণুদেব গরুড়ে চড়িয়া। আইলেন রাবণের সংহার চিন্তিয়া ॥ সেইকালে ওই সব রক্ষ সৈন্যগণ। করি সবে অট্টহাস্য হয়ে হৃষ্টমন ॥ বাম বাহু প্রসারণ করি অনায়াসে। লবণ সমুদ্রে ফেলি ছিল সপ্রয়াসে ॥ যেমন জম্বুকগণ ব্যাঘ্রের আঘ্রাণ। সহিতে না পারে কভু দেহে ধরি প্রাণ ॥ সেইরূপ রাক্ষসের গন্ধ দুরথর। সহিতে না পারে দেব আদি সব নর ॥ সেই হেতু স্বয়ং বিষ্ণু দশরথ ঘরে। এবে জন্ম লইলেন রাক্ষসের তরে ॥ সততই আমাদের এই সে মনন। মারিয়া সহস্রস্কন্ধ রাখুন ভুবন ॥ দেবগণ এইরূপ বচন প্রকাশি। সকলেই রহিলেন নভস্থানে বসি ॥ এখানে রাবণ এই কার্য্য ঘটাইয়া। রণস্থলে শুদ্ধ মাত্র রাঘবে দেখিয়া ॥ সামান্য মনুষ্য ভাবে করিয়া হেলন। আরম্ভ করিল নৃত্য হয়ে হৃষ্টমন ॥ রাজার রাক্ষসী ঢাক চারিদিকে বেড়ে। সসৈন্যে রাবণ নাচে স্তব্ধ সবে হেরে। তখন শ্রীরামচন্দ্র মনেতে আপন। অতীব দুষ্কর কার্য্য মানি অনুক্ষণ ॥ রাবণ বিনাশ হেতু করিয়া গর্জ্জন।

উঠিলেন ক্রোধভরে লয়ে শরাসন॥ রামের আচার দেখি রাক্ষসের গণ। করিলেক কিল কিলা শব্দ আরম্ভণ॥ পলাশ লোচন রাম সে ভাব হেরিয়া। তাদের শমনপুরে প্রেরণ লাগিয়া॥ একেবারে পূর্ণ কোপে কুপিত হইলা। ধরণী ধরিয়া তাঁরে রাখিতে নারিলা॥ হেরিয়া রামের ক্রোধ সর্ব্ব গ্রহগণ। সকলেই কম্পমান হইল তখন॥

সহস্রস্কন্ধ রাবণের সহ শ্রীরামের যুদ্ধ।

নৃত্যন্তঞ্চ রিপুং দৃষ্ট্বা রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
জজ্বাল চাতি কোপেন রক্ষসাং সহজো রিপুঃ॥
বিচকর্ষ ধনুঃশ্রেষ্ঠং প্রলয়ানলসন্নিভঃ।
বেগেন বাণাংশ্চিক্ষেপ রক্ষসাং মর্ম্মণি প্রভুঃ॥
তিলস্য খণ্ডয়ন্তি স্ম বাণা রাক্ষসপুঙ্গবান্।
কদা ধনুষি সন্ধত্তে কদা বিসৃজতি প্রভুঃ॥
নান্তরং দদৃশে কৈশ্চিচ্ছিন্নাঃ স্যুররয়ঃ পুরম্।
জঘান রাক্ষসান্ রামো রুদ্রঃ পশুগণানিব॥
তদ্দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃতং রামেণ রাবণঃ।
অনীকাগ্রং সমাসাদ্য যুযুধে রাঘবেণ হি॥
রে রে রাক্ষসসেনান্যঃ প্রেক্ষকা ইব তিষ্ঠত।
অহমেকো হনিষ্যামি নরমাকস্মিকং রিপুম্॥

রামচন্দ্র রাক্ষসের নৃত্য নিরখিয়া। নাশিতে সে শত্রুগণে কুপিত হইয়া॥ প্রবর সঙ্কাশ ধনু করি আকর্ষণ। ছাড়িলেন তীক্ষ্ণ অস্ত্র যম দরশন॥ রাক্ষসের মর্ম্মে পশি সেই সব বাণ। হইল রাক্ষসগণ তিলের প্রমাণ॥ এমনি ধনুকে বাণ ছাড়েন শ্রীরাম। দেখিবারে সকলেই চক্ষে হয় বাম॥ কিন্তু অবিরত সব রাক্ষসের গণ। ধরায় পতিত হয়ে মরে অনুক্ষণ॥ রুদ্রদেব যেইরূপ পশুকে সংহারে। সেই রূপ রামচন্দ্র রাক্ষসে প্রহারে॥ একেবারে সকলেরে

করেন নিধন। প্রাণভয়ে সকলেই ভীত সর্ব্বক্ষণ॥ রাবণ এরূপ কার্য্য রামের হেরিয়া। নিজ সেনা অগ্রভাগে দাণ্ডাইল গিয়া॥ সেনা অগ্রভাগেতে দাণ্ডায়ে বীরবর। হানিতে লাগিল সব চোখ চোখ শর॥ তর্জ্জন গর্জ্জনে এই মুখে কহে বাণী। শোনরে রাক্ষস সৈন্য স্থির করি প্রাণী॥ তোদের যুদ্ধেতে আর নাহি প্রয়োজন। আমি করি যুদ্ধ তোরা দেখ দিয়ে মন॥ সামান্য মানব রাম কি করিতে পারে। দেখ তোরা ক্ষণে দেই যমের দুয়ারে॥ শুদ্ধ এ রামেরে মারি ক্ষান্ত না হইব। জগতে মানব শূন্য আজি সে করিব। অমরেও না রাখিব দেবের বসতি। দেব শূন্য করি আজ মনে হবে প্রীতি॥ এ দারুণ ক্রোধ আর নহে সম্বরণ। করিব সকল সিন্ধু গণ্ডুষে শোষণ॥ যত আছে ধরাধর অবনী মাঝার। করিব সকল আজি ধূলার আকার॥ এই কথা বলি সে রাবণ মহাকায়। যুদ্ধেতে শ্রীরামেরে ডাকে উভরায়॥ বলে শুন ওরে রাম আমার বচন। যতক্ষণ তোর প্রাণ না করি হরণ॥ ততক্ষণ মনে কর স্বীয় আত্মজনে। মরিলে সম্বন্ধ আর নাহি কার সনে॥ এই যে দেখিছ খর্জ্জু মম হস্ত পরে। এতেই নাশিব তোর প্রাণ রে সত্বরে॥ তোরে মারি তোর রক্ত অঞ্জলি করিয়া। করিব তর্পণ মম ভায়ের লাগিয়া॥ তুই নিপাতিলি মম কনিষ্ঠ ভ্রাতারে। তোর তত্ত্ব করি আমি ফিরি এ সংসারে॥ নিকটে পাইনু আজ আর কোথা যাবি। এখনি এ রণমাঝে পতন যে হবি। আমি সে রাবণ নই লঙ্কাপুরে রই। আমার বিক্রম কার্য্য তোরে কিছু কই॥ দশ বিশ মাথা মোর নহেরে শ্রীরাম। ধরি রে সহস্র মাথা থাকি এই ধাম॥ মম ভরে দেবগণ সদা কম্পবান। আমার দুয়ারে খাটে চাকর সমান॥ সামান্য যে দশস্কন্ধ করি বিনাশন। এখানে আইলি নিজে মৃত্যুর কারণ॥ অধিক কি কব তোরে শোন মম বাণী। কপিত্থক খায় যেন যতেক করিণী॥ সেইরূপ আমি তোরে করি পদাঘাত। করিব রে চূর্ণকৃত

বলিনু সাক্ষাৎ॥ এই কথা বলিয়া সে রাবণ দুর্ম্মতি। আরম্ভ করিল যুদ্ধ শ্রীরাম সংহতি॥ উভয়েতে ঘোর যুদ্ধ হইল ঘটন। ইন্দ্রসনে যেন হয় অসুরের রণ॥ রামও সে রাবণেরে পাইয়া সদন। অতিশয় হইলেন আনন্দিত মন॥ বাণে বাণে কাটাকাটি হইতে লাগিল। কাহারই অবসর তাহে না রহিল॥ রাবণ গন্ধর্ব্ব অস্ত্র করিল ক্ষেপণ। রামচন্দ্র সেই অস্ত্র করি দরশন॥ তখনই দিব্য অস্ত্র করিল বর্ষণ। সেই সে গন্ধর্ব্ব অস্ত্র করিলা ছেদন॥ তাহা হেরি রাবণ হইয়া ক্রোধ মন। ছাড়িলেন অগ্নিবাণ ধনুতে আপন॥ রামচন্দ্র হেরি তাহা আপন নয়নে। ছাড়িয়া বরুণ বাণ তাহার কারণে॥ বরুণ অস্ত্রেতে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। হেরিয়া সে রাবণ অতি ক্রোধেতে জ্বলিল॥ ক্রোধ করি ছাড়িলেন নাগপাশ বাণ। সে নাগ পাশের রাম জানেন সন্ধান॥ গরুড়াক্ষ ধনুকেতে করি আকর্ষণ। তাহার সে সর্প ভয় কৈলা নিবারণ॥ তাহা হেরি রাবণ সে অতি ক্রোধ মনে। ছাড়িল অর্ব্বুদবাণ রামের কারণ॥ অব্যর্থ ছাড়িল বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল। রুদ্রবাণ ব্রহ্মবাণ বাণ মহাজাল॥ এইরূপ বাণ সব রাবণ হানিল। হেরিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধনু আকর্ষিল॥ দিব্য দিব্য বাণ সব করিয়া বর্ষণ। রাবণের সর্ব্ব বাণ কৈলা নিবারণ॥ রাবণ সে মহাবলী তাই হেরি চক্ষে। ছাড়ে আর শত বাণ রাম উপলক্ষে॥ রাবণের শরজাল বিষম হইল। একেবারে রামচন্দ্র অঙ্গ আবরিল॥ কাতর হইলা রাম তাহার কারণ। রামেরে কাতর হেরি যত দেবগণ॥ গগনেতে হাহাকার করিতে লাগিল। রাবণের শরজাল কি ভীষণ হৈল॥ রাবণের শরজাল হয়ে রাহু প্রায়। আবরিল রাম শশী হায় হায় হায়॥ গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ আর পিতৃগণ। এইরূপ কাণ্ড হেরি সবে দুঃখী মন॥ তাহা হেরি দিবাকর হইল মলিন। চন্দ্রদেব হইলেন নিজে প্রভাহীন॥ আকাশেতে ধূমকেতু দিল দরশন। ক্রমে দৃষ্ট হৈল যত সব অলক্ষণ॥ রামচন্দ্র সেইকালে ভ্রূকুটি

লোচনে। চাহিলেন রণক্ষেত্রে রাক্ষস নিধনে॥ সেইকালে রামরূপ এমন হইল। বিশ্ব ধ্বংস কাল যেন আসি দেখা দিল॥ হেন সে রাক্ষসগণে দগ্ধ করি রাম। বিরাজিছে রণ মাঝে বিজয়ী সংগ্রাম॥ সকলে সে রামরূপ এরূপ হেরিয়া। সকলে ব্যতিব্যস্ত নিজ প্রাণ লইয়া॥ ঘন ঘন বসুন্ধরা কাঁপিতে লাগিল। সর্ব্বসিন্ধু একেবারে উথলি উঠিল॥ যেইকালে রামচন্দ্র হয়ে ক্রোধমন। বিনাশ করিতে পুর্ব্বে লঙ্কার রাবণ॥ যেই মহা শরজাল করিলা বর্ষণ। সেই শর কৈল রাম ধনুকে যোজন॥ কোন শর রামচন্দ্র লইলেন করে। কহি সে বাণের কথা তোমার গোচরে॥ যবে ইন্দ্র তিনলোক জয়ী হইবারে। নিবেদন করিলেন যাইয়া ব্রহ্মারে॥ ব্রহ্মা ঐ বাণ করি স্বয়ং সৃজন। দিলেন সে পুরন্দরে করিরা যতন॥ তদন্তে আছিল বাণ অগস্ত্য সদন। যবে রাম করিলেন তথায় গমন॥ ব্রহ্মদত্ত বাণ সেই অব্যর্থ সন্ধান। বধিতে রাবণ তিনি করি অনুমান॥ ঐ বাণ রামচন্দ্রে করিলা প্রদান। রামচন্দ্র তাহে বধি দশানন প্রাণ॥ বাণের সর্ব্বাঙ্গে করে পবন বসতি। পলকেতে অগ্নি সূর্য্য করে অবস্থিতি॥ দেখিতে আকাশময় বাণের আকার। মন্দর পর্ব্বত সম হয় গুরুভার॥ সর্ব্ব পর্ব্বে বরুণ ও কুবের শমন। দিক্‌পাল আদি করি রণ সর্ব্বজন॥ স্বর্গের প্রতিমা যেন বাণ শোভা করে। সকল ভূতের তেজ অনায়াসে হরে॥ বাণেতে সধূম অগ্নি সদা গুপ্ত রয়। দীপ্যমান দিবাকর সামান্য সে নয়॥ হস্তী অশ্ব রথ সৈন্য সেই সে বাণেতে। সকলই ক্ষয় করে স্বগুণ তেজেতে॥ সহস্র পরিঘ আর শত শত গিরি। সকলই ধ্বংস করে খণ্ড খণ্ড চিরি॥ অতীব দুর্দ্ধর্ষ বাণ কালের সমান। প্রাণীর রক্তেতে সিক্ত হয় দৃশ্যমান॥ সর্ব্বশক্তি দিবাকর সেই বাণ হয়। ঐ বাণ ঘোরতর রূপেতে গর্জ্জয়॥ ঐ বাণে শত্রুদের ত্রাস উপজয়। দেখিলে রাক্ষসগণ ভয়ে ভীত হয়॥ ঐ বাণ রামচন্দ্র ধনুকে স্থাপিয়া। বিধিমতে মন্ত্রপূত যত্নেতে করিয়া॥ ধনুর্ব্বেদ বিধানেতে সেই শরাসন। করিলা কুণ্ডলাকৃতি স্থির করি

মন ॥ রাবণেরে সংযোগ করি হয়ে ক্রুদ্ধমন। ঐ বাণ নিক্ষেপিলা বলেতে আপন ॥ রামের সে মহাবাণ প্রলয়ের প্রায়। আকাশে উঠিল বাণ মহাদীপ্ত কায় ॥ বজ্রের অধিক শব্দ করিতে করিতে। আইল রাবণ কাছে রাবণে বধিতে ॥ কৃতান্ত সমান বাণ রাবণ হেরিয়া। তখনি ভীষণ রবে হুঙ্কার ছাড়িয়া। ধরিলেক বামহস্তে করি আকর্ষণ। ধরিয়া সে বাণ গোটা বিক্রমে আপন ॥ আপনার জানুদেশে করিয়া স্থাপন। চূর্ণ করি দুই ভাগে করিলা বর্জ্জন ॥ যে কালে সে মহাশয় বলেতে আপন। ভগ্ন করি করিলেক দূরে নিক্ষেপণ ॥ হেরিয়া শ্রীরামচন্দ্র তার সেই বল। মানসেতে হইলেন অতীব চঞ্চল ॥ এই সাবকাশে সে রাবণ মহাকায়। ক্ষুরপাত্র ধরি করে হয়ে যম প্রায় ॥ আপনার বল সহ লয়ে সেই বাণ। শ্রীরামের বক্ষঃস্থল করি বিদারণ ॥ পৃথিবী বিদীর্ণ করি প্রবেশে পাতালে। জ্ঞানশূন্য হয়ে রাম পড়িলা সেকালে ॥ শূন্যজ্ঞানে পড়ি রাম পুষ্পরথ পরে। দারুণ ব্যথায় তিনি কাতর অন্তরে ॥ রামের সে ভাব হেরি যত প্রাণিগণ। হাহাকার করি সবে যুড়িল ক্রন্দন ॥ পৃথিবী পর্ব্বত বাণ সাগর সহিত। হইতে লাগিল এরা সকলে কম্পিত ॥ ঋষিগণ হেরি সেই রামের দুর্দ্দশা। রাবণের প্রতি নানা কহি কটুভাষা ॥ হা রাম হা রাম শব্দ করি উচ্চারণ। কেবা কোথা করিলেন ভয়ে পলায়ন ॥ এখানে শ্রীরামে জয় করিয়া রাবণ। করিতে লাগিল নৃত্য হয়ে হৃষ্টমন ॥ মুখে করে জয় জয় শব্দ উচ্চারণ। তার নৃত্যে ধরা কাঁপি উঠে ঘন ঘন ॥ আকাশেতে উল্কা খসি পড়ে অনুক্ষণ। প্রলয়ের প্রায় হৈল সেকাল দর্শন ॥

সীতা প্রতি মুনিগণের তিরস্কার।

রামং তথাবিধং দৃষ্ট্বা মুনয়ো ভয়বিহ্বলাঃ।
হাহাকারং প্রকুর্ব্বন্তঃ শান্তিং জেপুশ্চ কেচন॥
তদা সা মুনিভির্দৃষ্টা সীতা প্রাহ স্মিতাননা।
বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব্বে সীতাং প্রোচুর্ম্মহর্ষয়ঃ॥
সমুৎপন্নো বিপাকোঽহয়ং ঘোরো জনকনন্দিনি॥
ক্ক গতাঃ ভ্রাতরঃ সর্ব্বে গতা বানরর্ষভাঃ।
মন্ত্রিণঃ ক্ক গতা ভদ্রে রামস্য কিমুপস্থিতং॥

শ্রীরামের এ অবস্থা হেরি মুনিগণ। সকলেই হইলেন বিষণ্ণ বদন॥ কেহ কেহ শান্তি জপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ শোকভরে বিহ্বল হইল॥ তৎপরে বশিষ্ঠ আদি সর্ব্ব মুনিগণ। কহিলেন সীতা প্রতি এই সে বচন॥ হে সীতে এ কিবা কাণ্ড হইল ঘটন। হইলেন রঘুবর রণে অচেতন॥ সতত কাঁদিছে প্রাণ রামের কারণ। রামে না হেরিয়া আর না রহে জীবন॥ কেন সীতে তুমি হ'য়ে আপনা বিস্মৃতি। কহিলা সহস্রস্কন্ধ রাবণ ভারতী॥ দেখ দেখি এবে হৈল কিরূপ ঘটন। রামশশী অস্ত প্রায় দেখে পোড়ে মন॥ তোমারই বাক্যদোষে এই সে ব্যাপার। ঘটনা হইল এবে কি বলিব আর॥ একা রাম পড়ে এই রথের উপর। কোথা গেল ভ্রাতৃবন্ধু আর সে বানর॥ দেখ দেখি শ্রীরামের কি দশা এখন। এ দশা হেরিলে আর রহে কি জীবন॥ কিবা কব ওগো সীতা তোমারে অধিক। এ কারণ দিই সবে তোমাকেই ধিক্॥ তুমিই করিলে এই অনর্থ ঘটন। তুমিই কহিলে এই রাবণ কথন॥ হায় হায় প্রাণ যায় হেরি রাম মুখ। এত কি সহিতে পারা যায় রাম দুঃখ॥ আহা কি দুর্দ্দৈব আজ হইল ঘটন। রামশশী নিশাচরে করিল গ্রহণ॥ আর না সহিতে পারি এ দারুণ শোক। এ কারণে কেহ সুখী নহে তিনলোক॥

সকলেই কান্দে সীতা রামের কারণ। তুমিই করিলে এই অনর্থ ঘটন ॥ কেন হেন রাবণের কথা গো কহিলে। কহিয়ে শ্রীরামধনে জলাঞ্জলি দিলে ॥ এ কথা শ্রবণ করি সীতা চন্দ্রমুখী। সনেত্রে শ্রীরাম মুখ মলিন যে দেখি ॥ করিতে সহস্রস্কন্ধ রাবণে নিধন। হ'লেন স্বয়ং সীতা মানসে মগন ॥ নানাবিধ অনুতাপ কৈলা আরম্ভণ। বলে নাথ একি হলো আমার কারণ ॥ কেন আমি হেন কথা তোমারে কহিনু। হায় কি করিনু কার্য্য আপনি খাইনু ॥ যদি না এ কথা আমি সবার কারণ। নিজমুখে করিতাম দর্পেতে বর্ণন ॥ তা হ'লে কি এই কাণ্ড হইত ঘটন। হায় হায় প্রাণ যায় দুঃখে পুড়ে মন ॥ এইরূপে সীতাসতী করি অনুতাপ। খণ্ডন করিতে সেই দারুণ সন্তাপ ॥ শ্রীরামের মুখপদ্ম সজল নয়নে। হেরিতে লাগিলা সতী বিষণ্ণ বদনে ॥ শ্রীরাম সীতার প্রতি চাহিয়া দেখিল। রামের দৃশ্যেতে সীতা আশ্বাসিত হৈল ॥

সীতার অসীতা রূপ ধারণ ও সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ।

তদন্তং রাক্ষসঞ্চাপি মহাবলপরাক্রমম্।
সাট্টহাসং বিনদ্যোচ্চৈঃ সীতা জনকনন্দিনী ॥
স্বরূপং প্রজহৌ দেবী মহাবিকটরূপিণী।
ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী চ চক্রভ্রমিতলোচনা ॥
দীর্ঘজঙ্ঘা মহারাবা মুণ্ডমালাবিভূষণা।
অস্থিকিঙ্কিণিকা ভীমা ভীমবেগপরাক্রমা ॥
খরস্বরা মহাঘোরা বিকৃতা বিকৃতাননা।
চতুর্ভুজা দীর্ঘতুণ্ডা শিরোঽলঙ্কারণোজ্জ্বলা ॥
লোলজিহ্বা জটাজূটৈর্মণ্ডিতা চণ্ডরোমিকা।
প্রলয়াম্ভোদককালাভা ঘণ্টাপাশবিধারিণী ॥
অবস্কন্দ্য রথাৎ তূর্ণং খড়্গখর্পরধারিণী।
শ্যেনীব রাবণরথে পপাত নিমিষান্তরে ॥

অনন্তর রাক্ষসের তর্জ্জন গর্জ্জন। আর সে ভীমনাদ করিয়া শ্রবণ ॥ জনক-নন্দিনী সীতা অসীতা হইয়া। উঠিলেন অট্ট অট্ট হাস্য যে করিয়া ॥ অতীব ভীষণ রূপ দেখে লাগে ত্রাস। কি কব স্বরূপ রূপ করিয়া প্রকাশ ॥ অতীব কৃশাঙ্গী অঙ্গ যেন কত কাল। আহার বিহনে সব উচ্চ শিরজাল ॥ কোটরের মাঝে চক্ষু রক্তিমা আকারে। কি কব তাহার কথা ঘোরে চক্রাকারে ॥ জঙ্ঘাদ্বয় অতি দীর্ঘ রব অতি ভীম। মুণ্ডমালা বিভূষণা বিক্রমে অসীম ॥ অস্থির কিঙ্কিণী জাল সাজে মনোহর। অতি বেগ পরাক্রম প্রচণ্ড প্রখর ॥ অতিশয় উগ্রমূর্ত্তি বিকৃতি দেখিতে। হেরিলে সতত ত্রাস জন্মায় মনেতে ॥ মুখখানি দীর্ঘাকার শোভে চারি কর। মস্তকেতে অলঙ্কার শোভার আকার ॥ লোল রসনা আর তীক্ষ্ণ অগ্র রোম। জটাজূট বিভূষিতা হেরে জন্মে ভ্রম ॥ প্রলয় পয়োদ বর্ণ কি কব সে কথা। ঘণ্টা পাশ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত সর্ব্বথা ॥ এক হস্তে খড়্গ অন্য হস্তেতে খর্পর। রথ হৈতে দিয়া লম্ফ হইয়া সত্বর ॥ একেবারে রাবণের রথেতে পড়িলা। রাবণের দীর্ঘ অঙ্গ চাপিয়া ধরিলা ॥ দ্বিসহস্র বাহু তার ধরি এক করে। আপনার অসি দেবী সবলে প্রহারে ॥ ক্রমে ক্রমে রাবণের মস্তক সকল। একে একে কাটিলেন হয়ে কুতূহল ॥ ক্রমেতে সহস্র মাথা করিয়া ছেদন। রাবণেরে করি স্বীয় চরণে দলন ॥ অন্য অন্য যত সব রাক্ষস আছিল। নখেতে তাদের মাথা কাটিতে লাগিল ॥ কাহারে বা ভূমিতলে পাতিত করিয়া। চরণে দলিয়া প্রাণে ফেলেন মারিয়া ॥ কাহার কাহার পেট চিরিয়া নখেতে। পাঠাইয়া দেন সব শমন পুরেতে ॥ কাহাকে বা খড়্গ করি করেন ছেদন। কাহার বা হস্ত পদ করেন কর্ত্তন ॥ কাহাকে বা তিল তিল করি অসিঘাতে। পাঠাইয়া দেন দেবী শমন দ্বারেতে ॥ কাহারও বা অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া। চরণ প্রহারে প্রাণ লয়েন হরিয়া ॥ কাহাকে বা কটাক্ষেতে করেন সংহার। কাহার লয়েন প্রাণ করিয়া হুঙ্কার ॥ এইরূপ সীতা হয়ে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। রাক্ষস দলেতে ঘোর পড়িলা বিপত্তি ॥ যেন সে প্রলয় কাল

করিলা ঘটন। মরয়ে রাক্ষসগণ না পায় মোচন॥ সীতার অসীতা রূপ অতি ভয়ঙ্কর। অট্ট অট্ট হাসে দেবী সংগ্রাম ভিতর॥ কাহারে বা অট্ট অট্ট হাস্যেতে করিয়া। যমের পুরেতে দেন হেলে পাঠাইয়া॥ কাহার বা পৃষ্ঠদেশ নখে বিদারিলা। কাহার বা চুলে ধরি ভূমে নিপাতিলা॥ এইরূপে নাশিলেন অনেক রাক্ষস। দেবীর সে রূপ দেখি সংগ্রাম পৌরষ॥ অশ্বারোহী গজারোহী ভয়েতে পলায়। তাহা হেরি হয়ে দেবী কৃতান্তের প্রায়॥ তাহাদের আকর্ষণ করি মহাবলে। একেবারে নিক্ষেপিলা সাগরের জলে॥ কাহার বা গলদেশ বন্ধন করিয়া। প্রাণ হরি দিলা যমপুরে পাঠাইয়া॥ কাহার কাহার করি স্কন্ধোপরে ভর। মস্তক দ্বিখণ্ড করি দিলা যমঘর॥ পশুকে যেরূপে সব করেন সংহার। সেইরূপ বধে দেবী করিয়া হুঙ্কার॥ কাহার বা দন্তপাটি করি উৎপাটন। কাহার বদন করি করেতে মর্দ্দন॥ একেবারে যমপুরে দেন পাঠাইয়া। তাহাদের হেন মৃত্যু হাসেন দেখিয়া॥ এইরূপে রাবণের যত সৈন্য ছিল। ক্রমে ক্রমে সকলেরে দেবী সংহারিল॥ একজন না রহিল রাক্ষসের দলে। তাহা দেখি হাসে দেবী ঘোর রণস্থলে॥ রুধিরে রুধিরময় স্রোত বহি যায়। হেরি দেবী এদিক ওদিক করি ধায়॥ মৃত সব জনে জনে করিয়া ধারণ। এক স্থানে রাশীকৃত করিয়া স্থাপন॥ তাহাদিগে অস্ত্র আর মুণ্ডমালা দিয়া। মত্ত দেবী মত্তভাবে সজ্জিত করিয়া॥ রাবণের কাটা মুণ্ড করিয়া গ্রহণ। করিতে কন্দুক ক্রীড়া স্থির কৈলা মন॥ কন্দুক ক্রীড়ায় দেবী মন স্থির কৈলে। আচম্বিতে সেই মহা ঘোর রণস্থলে॥ দেবীর সে লোমকূপ হইতে তখন। জন্মিল সহস্র সহস্র মাতৃকার গণ॥ সকলে বিকটাকার দেখি লাগে ভয়। করয়ে কন্দুক ক্রীড়া আনন্দ হৃদয়॥ শুন ভরদ্বাজ শিষ্য তুমি মহাজন। তাহাদের নাম কিছু কহি সে এখন॥ সেই সব দেবীগণ জগতে ব্যাপিয়া। রহিয়াছে অদ্যাবধি প্রসন্ন হইয়া॥

মাতৃকাগণের নাম কথন।

প্রভাবতী বিশালাক্ষী পালিতা গোমতী তথা।
শ্রীমতী বহুলা চৈব তথৈব বহুপুত্রিকা ॥
অপ্‌সুজাতা চ গোপালী বৃহদম্বালিকা তথা।
জয়াবতী মালতিকা ধ্রুবরত্না ভয়ঙ্করী ॥
বসুদামা সুদামা চ বিশোকা নন্দিনী তথা।
একচূড়া মহাচূড়া চক্রনেমিশ্চটোত্তমা ॥
উত্তেজনী জয়া সেনা কমলাক্ষ্যথ শোভনা।
শত্রুঞ্জয়া তথা চৈব ক্রোধনা শলভী খরী ॥
মাধবী শুভ্রবস্ত্রা চ তীর্থসেনী জটোজ্জ্বলা।
গীতপ্রিয়া চ কল্যাণী রুদ্ররোমা স্মিতাননা ॥
মেঘস্বনা ভোগবতী সুভ্রূশ্চ কনপাবতী।
অলাতাক্ষা বেগবতী বিদ্যুজ্জিহ্বা চ ভারতী ॥
পদ্মাবতী সুনেত্রা চ গন্ধরা বহুযোজনা।
সন্তালিকা মহাকালী কমলা চ মহাবলা ॥
সুদামা বহুদামা চ সুপ্রভা চ যশস্বিনী।
নৃত্যপ্রিয়া পরানন্দা শতোলূখলমেখলা ॥
শতঘটা শতনন্দা ভগনন্দা চ তারিণী।
বপুবতী চন্দ্রসীতা ভদ্রকালী সটামলা ॥
ঝঙ্কারিকা নিষ্কুটীকা রামা চত্বরবাসিনী।
সুমঙ্গলা স্বনবতী বৃদ্ধিকামা জয়প্রিয়া ॥
ধনদা সুপ্রসাদা চ ভবদা চ ধনেশ্বরী।
এড়ী ভেড়ী সমেড়ী চ বেতালজননী তথা ॥
কণ্ডুতিঃ কালকা চৈব দেবমিত্রা সুদেবিকা।
লম্বাস্যা কেতকী চৈব চিত্রসেনা তথাচলা ॥
কুক্কুটিকা শৃঙ্খলিকা তথা শঙ্কুলিকা হড়া।
কান্দালিকা কাকলিকা কুম্ভকাণ শতোদরী ॥
উৎক্রাথিনী জবেলা চ মহাবেগা চ কঙ্কিনী।
মনোজবা কটকিনী প্রঘসা পূতনা তথা ॥

খেশয়ন্তা কুটীরাভা ক্রোশগাথ তড়িৎপ্রভা।
মন্দোদরী চ তুণ্ডী চ কোটরা মেঘবাহিনী॥
সুগর্ভা লম্বিনী লম্বা বহুচূড়া বিকত্থিনী।
ঊর্দ্ধবেণীধরা চৈব পিঙ্গলাক্ষী লোহমেখলা॥
পৃথুবক্ত্রা মধুলিহা মধুকুম্ভা তথৈব চ।
যক্ষানিকা মৎস্যরিকা জরায়ুর্জর্জ্জরানন॥
খ্যাতা দহদহা চৈব তথাধমাধবা দ্বিজ।
খণ্ডখণ্ডা পৃথুশ্রোণা পূষণা মথিকূট্টিকা॥
অম্লোচা চৈব নিম্লোচা তথা লম্বপয়োধরা।
বেণুবীণাধরা চৈব পিঙ্গলাক্ষী লোহমেখলা॥
শশোলুকমুখী খরজঙ্ঘা মহাজয়া।
শিশুমারমুখী শ্বেতা লোহিতাক্ষী বিভীষণা॥
জটালিকা কামচারী দীর্ঘজিহ্বা বলোৎকটা।
কালাহিকা যামলিকা মুকুটা মুকুটেশ্বরী॥
লোহিতাক্ষী মহাকায়া হরিপিণ্ডী চ পিণ্ডিতা।
একচক্রা সকুসুমা কৃষ্ণকর্ণী চ কর্ণিকা॥
ক্ষুরকর্ণী চতুষ্কর্ণী কর্ণপ্রাবরণা তথা।
চতুষ্পথনিকেতা চ গোকর্ণি মহিষাননা॥
স্বরকর্ণা মহাকর্ণা ভেরীস্বনমহাস্বনা।
শঙ্খাকুম্ভশ্রবা চৈব ভঙ্গদা চ মহাবলা॥
গণা চ সুগণা চৈব কামদাপ্যথ কন্যকা।
চতুষ্পথরতা চৈব ভূতিতীর্থা সুগোচরা॥
পশুদা বিত্তদা চৈব সুখদা চ মহযশাঃ।
পয়োদা গোমহিষা চ সুবিশালা চতুর্ভুজা॥
প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠা চ রোচমানা সুরোচনা।
নৌকর্ণা মুখকর্ণা চ বিশিরা মন্থিনী তথা॥
একবক্ত্রা মেঘরবা মেঘরোমা বিরোচনা।
এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো মাতরঃ কোটি কোটিশঃ॥
অসংখ্যাতাঃ সমাজগ্মুঃ ক্রীড়িতুং সীতয়া সহ।

ওহে দ্বিজ এই সব মাতৃকার-গণ। আর অন্য কোটি কোটি জন্মিয়া তখন॥ সীতা সঙ্গে নানারঙ্গে হইয়া মিলিত। আরম্ভ করিলা ক্রীড়া মানসে মোহিত॥ কোন দেবী দীর্ঘনখা কার দীর্ঘ দন্ত। কাহার বা দীর্ঘ মুখ সাক্ষাৎ কৃতান্ত॥ সকলেই সুরসিকা মধুর ভাষিণী। সকলেই সালঙ্কারা সম্পূর্ণ যৌবনী॥ সকলেই মাহাত্ম্যেতে সমতুল্য প্রায়। ইচ্ছা কৈলে নানা রূপ ধরেন হেলায়॥ কেহ শ্বেতবর্ণা কার গাত্রে নাই মাংস। কেহ স্বর্ণবর্ণ কেহ মেঘের সঙ্কাশ॥ কেহ ধূম্রবর্ণা কেহ অরুণ বরণ। কেহ দীর্ঘকেশী কারু সুশুভ্র বসন॥ কাহার বা মস্তকেতে ঊর্দ্ধবেণী সাজে। কাহার পিঙ্গল নেত্রদ্বয় তাম্রমান॥ সকলেই শত্রুগণে ভয় করে দান। সকলেই শত্রুক্ষয়ে ক্ষমতা সমান॥ সকলেই ইচ্ছা কৈলে আপন মনেতে। নানা মূর্ত্তি হইবারে পারে ক্ষণেকেতে॥ বায়ুবৎ সকলেই গমনে তৎপর। সকলের মুখে অট্ট হাস্য নিরন্তর॥ দেবী রোমকূপে সবে হয়ে সমুদ্ভুত। মৃত রাবণের মুণ্ড করি সমাযুত॥ অনায়াসে স্বকরেতে করিয়া গ্রহণ। দেবী সঙ্গে কন্দু ক্রীড়া করে অনুক্ষণ॥ কোন বা মাতৃকা মুণ্ডমালা বিধারণী। কোন দেবী মুণ্ডমালে শোভেন আপনি॥ কোন দেবী মুখে করে হুহুঙ্কার ধ্বনি। তাঁহাদের হুঙ্কারেতে স্তব্ধ সর্ব্বপ্রাণী॥ এইরূপে মহাকালী জানকী হইয়া। রণস্থলে নৃত্য করে মানসে মোহিয়া॥ দেবীর সে মহা নৃত্য ভাবের কারণ। ভূধর সাগর সর্ব্ব কম্পে অনুক্ষণ॥ স্বর্গবাসীদের তেঁই শোভয়ে বিমান। খসি পড়ে ভূমিপৃষ্ঠে ছাড়ি স্বর্গস্থান॥ সূর্য্যের রথের অশ্ব রজ্জুকে ছেদিয়া। ভয়ে পলাইল দূরে সে রথ ছাড়িয়া॥ সততই বসুন্ধরা করে টলমল। সহিতে না পারে আর হইল দুর্ব্বল॥ এমন কি জানকীর সে পদ-ভরেতে। বোধ হয় ধরা বুঝি যায় পাতালেতে॥ কিন্তু সর্ব্ব প্রাণিগণ দেবীর হুঙ্কারে। সকলেই জ্ঞানতুণ্ড এরূপ বিচারে॥ প্রলয়ের কাল এই হৈল উপস্থিত। এইবারে সকলেই মলেম নিশ্চিত॥ স্বর্গপরে দেবগণ সবে বসেছিল। পৃথিবী পাতালে যায় যেকালে হেরিল॥ সে কালেতে আর সবে স্থির হৈতে

নারি। জানাইলা মৃত্যুঞ্জয়ে করিয়া গোহারী॥ দেববাক্যে মহাদেব স্বয়ং আপনি। আইলেন রণস্থলে হৃদে ভয় মানি॥ ধরাকে করিতে সুস্থ দেব পঞ্চানন। হয়ে নিজে শবাকার স্থির করি মন॥ জানকীর 'পদতলে হইলা পতন। সর্ব্বদেব বল কৈল তাহে সঞ্চালন॥ বিশ্বম্ভর হয়ে শিব পদে কৈল স্থিতি। পৃথিবী তাহাতে সুস্থ হইল প্রকৃতি॥ কিন্তু ওহে ভরদ্বাজ জ্ঞানী মহামুনি। ধরণীসুতার নৃত্যে যখন ধরণী॥ অতিশয় অস্থির হে হইয়া উঠিল। সেইকালে তথাকারে যত বিপ্র ছিল॥ সীতার সে পদ শব্দ যতেক ঘর্ষণ। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘোর করি দরশন॥ অন্তরেতে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া। করিতে লাগিলা ধ্যান সেরূপ চিন্তিয়া॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ সেই সে কালেতে। ত্রিভুবন নাশ হৈল চিন্তিয়া মনেতে॥ বলিতে লাগিল এই তাহার কারণ। জয় সীতা জয় সীতা সীতা জয়ীগণ॥ ব্রহ্মা সেইকালে হেরি সীতা কোপানল। মানসেতে অতিশয় হইল চঞ্চল॥ লোকপাল সহ আর দেবের সহিত॥ ঋষি পিতৃগণ সহ হইয়া মিলিত॥ করিবারে সুপ্রসন্না সীতার কারণ। করিলেন সকলেই স্তব আরম্ভণ॥ সকলেই পুটাঞ্জলি করি ভক্তিসার। বার বার প্রণমিয়া চরণে তাঁহার॥ করিতে লাগিলা স্তব স্থির করি মতি। রাক্ষস নাশিনী সীতা রক্ষা কর ক্ষিতি॥

ব্রহ্মাদি দেবগণের রাক্ষসনাশিনী সীতার স্তব।

ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তোতুমারব্ধাঃ সীতাং রাক্ষসনাশিনীম্।
যা সা মাহেশ্বরী শক্তির্জ্ঞানরূপাতিলালসা॥
অন্যথা নিষ্কলে তত্ত্বে সংস্থিতা রামবল্লভা।
স্বাভাবিকী চ তন্মূলা প্রভা ভানোস্তথামলা॥
একা সা বৈষ্ণবী শক্তিরনেকোপাধিযোগতঃ।
পরাপরেণ রূপেণ ক্রীড়ন্তী রামসন্নিধৌ॥
সেয়ং করোতি সকলং তস্য কার্য্যমিদং জগৎ।
ন কার্য্যং চাপি করণমীশ্বরস্যেতি নিশ্চয়ঃ॥
চতস্রঃ শক্তয়ো দেব্যাঃ স্বরূপত্বেন সংস্থিতাঃ।
অধিষ্ঠানবশাদস্যা জানক্যা রামযোষিতঃ॥
শান্তির্ব্বিদ্যা প্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তিশ্চেতি তাঃ স্মৃতাঃ।
চতুর্ব্ব্যূহস্ততো দেবঃ প্রোচ্যতে পরমেশ্বরঃ॥
অনয়া পরয়া দেবঃ স্বাত্মানন্দং সমশ্নুতে।
যতস্ত্যনাদিসংসিদ্ধৈকৈশ্বর্য্যমতুলং মহৎ॥

ব্রহ্মা আদি দেবগণ হয়ে একমন। বলে রক্ষ রক্ষ বিনাশিনী গো এখন॥ যিনি সেই জ্ঞানরূপে মাহেশ্বরী শক্তি। যিনি অদ্বিতীয়া বলে বেদে হয় উক্তি॥ অখণ্ড তত্ত্বেতে যাঁর হয় অবস্থিতি। তুমিই গো রামপ্রিয়া সেই শক্তি মূর্ত্তি॥ সূর্য্যের বিমল প্রভা যাহে তম নাশে। তোমাতে উৎপত্তি সেই তোমার প্রয়াসে॥ সেই সে বৈষ্ণবী শক্তি হয় অদ্বিতীয়া। কিন্তু নানা উপাধিতে ওগো রামপ্রিয়া॥ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট নানা রূপ ধরি। রাম কাছে কর নৃত্য মহানন্দ ভরি॥ তুমিই করিছ এই যত সমুদয়। জগৎ তোমার কার্য্য নাহিক সংশয়॥ ঈশ্বরের নাই কার্য্য নাই গো কারণ। অধিষ্ঠান বশে চারি শক্তির বর্ণন॥ শান্তি বিদ্যা প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি বলিয়া। তাহাদের নাম এই আছে প্রকাশিয়া॥ এই হেতু ভগবান

পরম শক্তি যোগের দ্বারায়। স্বাত্মানন্দ ভোগে রত হন আপনায়॥ যাহাকে অতুল আর অনাদি ঐশ্বর্য্য। বলিয়া বর্ণিত করে যত জ্ঞানী বীর্য্য॥ পরমাত্মারূপী রাম তোমার সংযোগে। সদাকাল রত হন তাহার সম্ভোগে॥ তব কথা কি কহিব ওগো রামপ্রিয়া। তুমি সর্ব্ব সুরেশ্বরী তুমি সর্ব্ব মায়া॥ তব আজ্ঞা বলেতেই সর্ব্ব ভূতগণ। স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যস্ত আছে সর্ব্বক্ষণ॥ মায়াবী পুরুষোত্তম পরম ঈশ্বর। তোমার সাহায্য বলে এ বিশ্ব দুস্তর॥ একেবারে ঘোর মায়া করি আচ্ছাদিত। ভুলায়ে রেখেছ সবে এ জানি পশ্চাৎ॥ তুমিই সে সর্ব্বরূপময়ী সনাতনী। তুমিই সে সর্ব্বমায়া প্রদানকারিণী॥ দেব মহেশ্বরের যে দিব্য বিশ্বরূপ। তুমিই প্রকাশ কর ইচ্ছা অনুরূপ॥ অন্যান্য যতেক শক্তি প্রধান প্রধান। তুমিই করিয়া থাক ইচ্ছায় নির্ম্মাণ॥ জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি আর প্রাণশক্তি। শক্তিতে প্রধান এই তিন যাহা উক্তি॥ তোমাতেই সমুদ্ভূত জানি সর্ব্বক্ষণ। তুমিই গো সর্ব্বশক্তি সৃজন কারণ॥ এক এক শক্তি তুমি করিয়া সৃজন। প্রত্যেকের এক এক ধারণ কারণ॥ এক এক কর্ত্তা তুমি করেছ নির্ম্মাণ। তুমিই গো হও সর্ব্ব শক্তির প্রধান॥ তাহার প্রমাণ এই শক্তি এক হয়। সে শক্তি ধারক শিব তিনি হন এক॥ তত্ত্বদর্শী যোগিগণ এই উভয়েরে। অভিন্ন স্বরূপ হেরে নয়ন গোচরে॥ সমুদায় শক্তিশালী হয়েন রাঘব। তত্ত্বদর্শী মহাজ্ঞানী যত বিজ্ঞ সব॥ ভূয়ভূয় পুরাণেতে করেছে বর্ণন। সার কথা বলি মানি সর্ব্বক্ষণ॥ হে দেবি আমরা এই তত্ত্ব জানি সার। মনে মনে চিন্তা করি অন্তিম নিস্তার॥ রামের কামিনী যিনি ভোগ্যা তিনি হন। রামচন্দ্র সর্ব্ব ভোক্তা মানি সর্ব্বক্ষণ॥ রামই হন যোদ্ধা সীতা হন বুদ্ধি। বিচার প্রমাণে এই মানি সর্ব্বসিদ্ধি॥ আর যিনি অদ্বিতীয় হন সর্ব্বগতি। আর সর্ব্বসাক্ষী স্থির প্রভাবতী॥ যোগিগণ তাহাকেই তোমার স্বরূপ। বর্ণনা করিয়া থাকে জননী অনুপ॥ আর যিনি অনন্ত অক্ষর অদ্বিতীয়। অখণ্ড পরমব্রহ্ম সর্ব্ব স্তবনীয়॥

নয়নে ॥ যাহারা গো স্বাত্মানন্দ লাভে যত্নবান। তুমিই ধাতার ন্যায় করিয়া বিধান ॥ ঈশ্বর সম্পর্ক দ্বারা তাদের সংসার। সন্তাপ নাশিয়া কর সতত উদ্ধার। অতএব ওগো দেবি তুমি সর্ব্বহিত। তোমার সর্ব্ব সংহার না হয় উচিত ॥ সহস্র স্কন্ধকে নাশি জগত রক্ষিলে। নিজ সুমঙ্গল যশে ভুবন ব্যাপিলে ॥ তবে আর কেন নৃত্য লীলায় মগন। ধর ওগো শান্ত মূর্ত্তি হয়ে তুষ্টমন ॥ এত যদি সৃষ্টিনাথ করিলা স্তবন। বিশালাক্ষী রাম প্রিয়া করিয়া শ্রবণ। ব্রহ্মা আর অন্য অন্য দেবের কারণ। প্রসন্না হইয়া এই কহিলা বচন ॥ স্থির চিত্তে দেখ সবে করি নিরীক্ষণ। আমার পতির দশা কিরূপ ঘটন ॥ রাবণের ক্ষুরপ্রাস্ত্র দারুণ প্রহারে। মৃত প্রায় পড়ি ঐ রথের মাঝারে ॥ ডাকিলে সহস্রবার উত্তর না পাই। পতির কারণ শূন্য হেরি সর্ব্বঠাঁই ॥ কেমনে করিব আমি জগতের হিত। সতত হইতেছে জগতে অহিত ॥ পতির শোকেতে আমি করিয়াছি মন। একসাথে তিনলোক করিব ভক্ষণ ॥ যাও যাও দেবগণ নাহি দেও বাধা। এখনি করিব আমি স্বকার্য্য সমাধা ॥ জানকীর মুখে শুনি এরূপ বচন। ব্রহ্মা আদি দেবগণ তবে ভীতমন ॥ সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলা। দেবী পদভরে ধরা কাঁপিতে লাগিল ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের চৈতন্য দান।

তেতো ব্রহ্মা সুরৈঃ সার্দ্ধং পুষ্পকং রথমাস্থিতঃ।
শ্রীরামং গ্রাহয়ামাস স্মৃতিং স্পৃষ্ট্বা স্বপাণিনা ॥
উত্তস্থৌ চ ধনুর্বাহু রামঃ কমললোচনঃ।
রে রাবণ সুদুষ্টস্ত্বং মত্ত মদ্বাণভেদিতঃ ॥
দ্রক্ষ্যস্যাশু যমস্যাস্যং ভ্রূকুটিভীষণাকৃতিং।
ব্রুবন্নেবং ধনুর্গৃহ্য হ্যপশ্যৎ ত্রিদশান্ পুরঃ ॥
নাপশ্যজ্জানকীং তত্র প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
নৃত্যন্তীং চাপরাং কালীমপশ্যচ্চ রণাঙ্গনে ॥
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং খড়্গখর্পরধারিণীং।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ না দেখি উপায়। রক্ষিতে বিশ্ব-সংসার চিন্তি সু-উপায় ॥ যথা পুষ্প রথোপরে রাম নারায়ণ। রাবণের অস্ত্রাঘাতে হয়ে অচেতন ॥ অবিলম্বে তথাকারে করিয়া গমন। পদ্মহস্তে পদ্মাসন করিলা স্পর্শন ॥ সৃষ্টিনাথ ব্রহ্মার সে হস্ত পরশনে। সর্ব্বব্যথা বিদূরিত হইল ততক্ষণে ॥ শিরা আদি সন্ধিস্থল হইল নির্ম্মল। শরীরে হইল কিছু বলের সম্বল ॥ চাহিয়া কমল নেত্র মেলি রামধন। কহিলেন বাক্য এই মুখেতে আপন ॥ ওরে রে রাবণ তুই অতি দুষ্টমতি। আয় তোরে শীঘ্র দেই যমের বসতি ॥ না জান আমার বল ওরে দুরাচার। আমার বাণেতে তুই হবি রে সংহার ॥ এই কথা বলি রাম আপন বদনে। ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া উঠিলা সগর্জ্জনে ॥ কিন্তু রণে না হেরিয়া রাবণে তখন। সম্মুখেতে হেরিলেন যত দেবগণ। আর হেরিলেন রথে নাহিক জানকী। নৃত্য করে নৃত্যকালী রুধির লোলুপী ॥ চতুর্ভুজ লোলজিহ্বা হস্তে শোভে অসি। দিগম্বরা মুক্তকেশী ভয়ঙ্করা বেশী ॥ পদতলে শবরূপে কিবা শোভা পান। তদুপরে নৃত্য করে আনন্দ বিধান ॥ ক্ষুধায় কাতরা সদা ভয়ঙ্করা কায়। নেত্রদ্বয় কোটরের মাঝে শোভা পায় ॥ খর্পর হইতে রক্ত করিলেন পান। জগৎ নাশিবে বলি হেন হয় জ্ঞান ॥ তাঁর সঙ্গে অন্য অন্য আদি দেবীগণ। করিছেন নৃত্য সবে হইয়া মগন ॥ রাক্ষসের দেহ আছে দূরেতে পড়িয়া। লইয়া তাহার মাথা সবে বিমোহিয়া ॥ করিতেছে কন্দুক ক্রীড়া রণের মাঝারে। ঘন ঘন কম্পে ধরা মহা পদভরে ॥ অসীতা রূপিণী সীতার অঙ্গের কিরণ। প্রলয় জলধি জলে হয় সন্দর্শন ॥ মুখেতে ঘর্ঘর শব্দ হয় শব্দমান। গলে শোভে মুণ্ডমালা হেরি হরে জ্ঞান ॥ কর দ্বারা আবরিত আছে কটিদেশ। সে মূর্ত্তি হেরিলে সদ্য আয়ু হয় শেষ ॥ রথ অশ্ব কাটা অঙ্গ পর্ব্বত আকারে সুশোভিত হইতেছে রণের মাঝারে ॥ অনেক রাক্ষস নাহি স্বমস্তকে স্থিত। সকলে মস্তক হীন ধরায় পতিত ॥ রণে যে করিছে নৃত্য কবন্ধের গণ। সকলে রাক্ষস দেহ নৃত্যেতে মগন ॥ রাবণের দেহ [illegible] ॥ করিতেছে মহানৃত্য কবন্ধ রূপেতে।

যমের নগর প্রায় সে সংগ্রাম স্থান। নৃত্য করে নৃত্যকালী প্রমত্ত সমান॥ তাঁর সঙ্গে নাচে যত মাতৃকার গণ। প্রত্যক্ষেতে রামচন্দ্র সে করি দর্শন॥ কি আর কহিব আমি তোমার সদন। কম্পান্বিত হইলেন মানসে আপন॥ ত্রাসেতে স্খলিত হৈল স্বহস্তের ধনু। ভয়ে শুষ্কপ্রায় হৈল সুকোমল তনু॥ তাঁহার এরূপ ভাব হেরি পদ্মাসন। কহিলেন বিনয়েতে এই সে বচন॥ রাবণের রণে যবে তুমি সীতানাথ। বাণাঘাতে হইলা সে ধরায় নিপাত॥ তব হৈল শূন্য জ্ঞান হেরিয়া রাবণ। আনন্দেতে যুড়িলেক করিতে নর্ত্তন॥ কতরূপ নৃত্য করে করি হুহুঙ্কার। তার পদ-ভরে ধরা নাহি রহে আর॥ রথেতে আছিলা সীতা তোমার সদন। রাবণের এই কাণ্ড করি দরশন॥ হইল অসহ্য অতি সহিতে না পারি। লম্ফ দানে পড়িলেন ধরার উপরি॥ ঐ সে ভীষণা মূর্ত্তি ধরিয়া আপনে। একেবারে বিনাশিলা সে দুষ্ট রাবণে॥ অপরেতে আর আর যত রক্ষগণে। সকলেরে পাঠাইলা শমন সদনে॥ রক্তের হইল নদী বহয়ে তরঙ্গ। তাহা হেরি দেবী মনে বাড়িলেক রঙ্গ॥ করিতে কন্দুক ক্রীড়া দেবী কৈল মন। আপনার অঙ্গ হৈতে আপনি তখন॥ রোমকূপ হৈতে বহু মাতৃকার গণ। করিলা সৃজন দেবী হয়ে হৃষ্টমন॥ হের ঐ সঙ্গে তাঁরা সদা নৃত্য করে। মারিয়া রাক্ষসগণ আনন্দে বিহরে॥ ওহে রাম কি আর কহিব তব স্থান। উহার সাহায্য বলে তুমি ভগবান॥ সৃজন পালন লয় সকলই কর। উহার মরম কিছু বুঝিবারে নার॥ তবে তাই বুঝাবারে জানকী আপনি। এই কার্য্য করিলেন মনে অনুমানি॥ হের রাম জানকীকে মেলিয়া নয়ন। কেন এত মনে ভীত ইহার কারণ॥ নির্গুণে স্বগুণা সর্ব্ব কারণ কারণ। ঐ সে সীতায় স্থিত কর দরশন॥ ব্রহ্মার এরূপ বাক্য শুনি রঘুবর। মরিল ভীষণ শত্রু অতি গুরুতর॥ এই সব চিন্তা করি থাকি ক্ষণকালে। করিলেন ভয় ত্যাগ যা ছিল কপালে॥ ভয় অপনয়নেতে হয়ে হৃষ্টমন। হেরিলেন জানকীর শুভ চন্দ্রানন॥

শ্রীরামের সীতার অসীতারূপ নিরীক্ষণ।

ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা রামঃ কমললোচনঃ।
প্রোন্মীল্য শনকৈরক্ষি বেপমানো মহাভুজঃ॥
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তেজসা চাপি বিহ্বলঃ।
ভীমঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রোবাচ পরমেশ্বরীম্॥
কা ত্বং দেবি বিশালাক্ষী শশাঙ্কাবয়বাঙ্কিতে।
ন জানে ত্বাং মহাদেবি যথাবদ্ ব্রূহি পৃচ্ছতে॥
রামস্য বচনং শ্রুত্বা ততঃ সা পরমেশ্বরী।
ব্যাজহার রঘুব্যাঘ্রং যোগিনামভয়প্রদা॥
মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং মহেশ্বরসমাশ্রয়াম্।
অনন্যামব্যয়ামেকাং যাং পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ॥

ব্রহ্মার বচন শুনি রাম রঘুবর। কম্পান্বিত কলেবর হইয়া সত্বর॥ অল্পে অল্পে করিলেন চক্ষু উন্মোচন। হেরি সে জানকী রূপ ব্যাকুলিত মন॥ তখনই অবমত মস্তক করিয়া। প্রণমিলা জানকীকে ভক্তি প্রকাশিয়া॥ তদন্তরে জানকীকে পুটাঞ্জলি হইয়া। কহিলেন এই বাক্য সন্তুষ্ট লাগিয়া॥ ওহে চন্দ্র কলাঙ্কিতে কেবা তুমি হও। সত্য পরিচয় দিয়ে সংশয় খণ্ডাও॥ ওহে সুবিশাল নেত্র দেখিয়া তোমার। অতিশয় হইয়াছে শঙ্কান্বিতকায়॥ মহাদেবী হও তুমি আমি জ্ঞাত নই। তাই বিনয়েতে আমি তব প্রতি কই॥ কহ কহ দয়া করি নিজ পরিচয়। আমার খণ্ডুক যত হৃদয়ের ভয়॥ যোগীদের ভয় হারী জানকী তখন। শ্রীরামের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ॥ কহিলেন মৃদুস্বরে এই সে তখন। শুন ওহে রঘুবর হয়ে হৃষ্ট মন॥ মুক্তিলাভ অভিলাষী যত ঋষিগণ। যাহাকে পরমশক্তি করেন বর্ণন॥ অব্যয় ও অদ্বিতীয় যাহাকে হে কয়। আমি হই সে অভিন্ন এ জান নিশ্চয়॥ আমিই পরমেশ্বরা আমি হই আত্মা। আমিই যে অন্তর্য্যামী সুমঙ্গল দাতা॥ আমিই করিয়া

নিত্য আর জ্ঞানময়ী আমিই হে হই। আমারই অন্ত নাই সর্ব্ব স্থানে রই ॥ আমিই ভবসংসারে করি পরিত্রাণ। আমা-কেই ভাবে যোগী হৃদয়ের স্থান ॥ কিবা পরিচয় আর করিব প্রদান। করি আমি দিব্য চক্ষু তোমারে হে দান ॥ হের তুমি মম রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া। খণ্ডিবে সংশয় তব কি কব কহিয়া ॥ এত বলি রামচন্দ্রে দিব্য চক্ষু দিয়া। হলেন নিরস্তা দেবী মানসে মোহিয়া ॥ রামচন্দ্র সেইকালে আপন নয়নে। হেরি-লেন সেইরূপ নির্ম্মল বরণে ॥ কোটি সূর্য্য প্রভা যেন হইয়া সুস্থির। রহিয়াছে একস্থানে নহে নেত্র স্থির ॥ সর্ব্বদিকে ব্যাপিয়াছে তাহার কিরণ। সাক্ষাৎ প্রলয় অগ্নি ভীষণ দর্শন ॥ আর যেন উহা জটা জালে বিভূষিত। হেরিলে সে রূপ জীব হারায় সম্বিত ॥ ঐ ঘোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির হস্তেতে। শোভিছে ত্রিশূল গদা অসুর নাশিতে ॥ বদন প্রসন্ন অতি মহিমা অনন্ত। শিরে শোভে চন্দ্রকলা ত্রিলোকের অন্ত ॥ মস্তকে কিরীট জাল সদা শোভা পায়। চরণে নূপুর বাজে যার পায় পায় ॥ কণ্ঠে শোভে দিব্য মালা অঙ্গে দিব্য গন্ধ। হস্তে শোভে শঙ্খ পদ্ম শোভার প্রবন্ধ ॥ দীর্ঘাকার তিন নেত্র রক্তিমা আকার। পরিধানে ব্যাঘ্র চর্ম্ম সৌন্দর্য্যের সার ॥ অতীব আশ্চর্য্যরূপ নহে বর্ণিবার। বলিয়া কহিতে পারে হেন শক্তি কার ॥ সর্ব্ব শক্তিমান অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি। সর্ব্বময় সনাতন পরমা প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থ ও বাহ্যস্থ হইয়া। রহে বাহ্য অভ্যন্তর দূরবর্ত্তী হইয়া ॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র ঋষিগণ হয়ে একমন। আরাধনা করে সদা ঐ সে চরণ ॥ রামচন্দ্র ঐরূপ দিব্য চক্ষে হেরি। মোহিত হইয়া নিজে মানস উপরি ॥ করিতে লাগিলা স্তব একান্ত অন্তরে। এ স্তব শুনিলে জীবে সর্ব্বপাপে তরে ॥

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অসীতামূর্ত্তি সীতার সহস্র নামযুক্ত স্তব।

নাম্নামষ্টসহস্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্।
ওঁ সীতা মা পরমা শক্তিরনন্তা নিষ্কলামলা॥
শান্তা মাহেশ্বরী নিত্যা শাশ্বতী পরমাক্ষরা।
অচিন্ত্যা কেবলানন্তা শিবাত্মা পরমাত্মিকা॥
অনাদিরব্যয়া শুদ্ধা দেবাত্মা সর্ব্বগোচরা।
একানেকবিভাগস্থা মায়াতীতা সুনির্ম্মলা॥
মহামাহেশ্বরী সত্যা মহাদেবী নিরঞ্জনা।
কাষ্ঠা সর্ব্বান্তরস্থা চ চিচ্ছক্তিরতিলালসা॥
জানকী মিথিলানন্দা রাক্ষসান্তবিধায়িনী।
রাবণান্তকরী রম্যা রামবক্ষঃস্থলালয়া॥
উমা সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা জ্যোতীরূপামৃতাক্ষরী।
স্বান্তঃপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বেষাং নিবৃত্তিরমৃতপ্রদা॥
ব্যোমমূর্ত্তির্ব্ব্যোমময়ী ব্যোমাধারাহচ্যুতা লতা।
অনাদিনিধনা ঘোষা কারণাত্মা কলাকুলা॥
নন্দপ্রথমজা নাভিরমৃতস্যান্তসংশ্রয়া।
প্রাণেশ্বরপ্রিয়া মাতা মহামহিষ বাহনা॥
প্রাণেশ্বরী প্রাণরূপা প্রধানপুষ্করেশ্বরী।
সর্ব্বশক্তিঃ কলা কাষ্ঠা জ্যোৎস্নেন্দোর্ম্মহিমাস্পদা॥
সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্ত্রী চ সর্ব্বভূতেশ্বরেশ্বরী।
অনাদিরব্যক্তগুণা মহানন্দা সনাতনী॥
আকাশযোনির্যোগস্থা মহাযোগেশ্বরেশ্বরী।
শবাসনা চিত্তান্তঃস্থা মহেশী বৃষবাহনা॥
বালিকা তরুণী বৃদ্ধা বৃদ্ধমাতা জরাতুরা।
মহামায়া সুদুষ্পুরা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥
সংসারযোনিঃ সকলা সর্ব্বশক্তিসমুদ্ভূতা।
সংসারসারা দুর্ব্বারা দুর্নিরীক্ষ্য দুরাসদা॥
প্রাণশক্তিঃ প্রাণবিদ্যা যোগিনী পরমাকলা।

অনাদ্যনন্তবিভবা পরাত্মা পুরুষারণিঃ।
সর্গস্থিত্যন্তকরণী সুদুর্ব্বাচ্যা দুরত্যয়া ॥
শব্দযোনিঃ শব্দময়ী নাদাখ্যা নাদবিগ্রহা।
প্রধানপুরুষাতীতা প্রধানপুরুষাত্মিকা ॥
তুরাণী চিন্ময়ী পুংসামাদিঃ পুরুষরূপিণী।
ভূতান্তরাত্মা কূটস্থমহাপুরুষসংজ্ঞিতা ॥
জন্মমৃত্যুজরাতীতা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
ব্যাপিনী চানবচ্ছিন্না প্রধানা সুপ্রবেশিনী ॥
ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিরব্যক্তলক্ষণা মলবর্জ্জিতা।
অনাদিমায়াসম্ভিন্না ত্রিতত্ত্বা প্রকৃতির্ম্মতা ॥
মহামায়াসমুৎপন্না তামসী পৌরুষী ধ্রুবা।
ব্যক্তব্যক্তাত্মিকা কৃষ্ণা রক্তা শুক্লা প্রসূতিকা ॥
স্বকার্য্য কার্য্যজননী ব্রহ্মাখ্যা ব্রহ্মসংশ্রয়া।
ব্যক্তা প্রথমজা ব্রাহ্মী মহতী জ্ঞানরূপিণী ॥
বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মমূর্ত্তি হৃদি স্থিতা।
জয়দা জিত্বরী জৈত্রী জয়শ্রীর্জয়শালিনী ॥
সুখদা শুভদা সত্যা শুভা সংক্ষোভকারিণী।
অপাং যোনিঃ স্বয়ম্ভূতির্ম্মাসীতত্ত্বসম্ভবা ॥
ঈশ্বরাণী চ সর্ব্বাণী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
ভবানী চৈব রুদ্রাণী মহালক্ষ্মীরথাম্বিকা ॥
মহেশ্বরী সমুৎপন্না ভক্তিফলপ্রদা সদা।
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববর্ণা নিত্যা মুদিতমানসা ॥
ব্রহ্মেন্দোপেন্দ্রমিতা শঙ্করক্ষানুবর্ত্তিনী।
ঈশ্বরার্দ্ধা সমাগতা রঘূত্তমপতিব্রতা ॥
সঙ্কল্পভাবিতা সর্ব্বা সমুদ্রপরিশোষিণী।
পার্ব্বতী হিমবৎপুত্রী পরমানন্দ দায়িনী ॥
গুণাত্মা যোগদা যোগ্যা জ্ঞানমূর্ত্তির্ব্বিকাশিনী।
সাবিত্রী কমলা লক্ষ্মীঃ শ্রীরনন্তোরসি স্থিতা ॥
সরোজনিলয়া মুদ্রো যোগনিদ্রাসুরার্দ্দিনী।
সরস্বতী সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সুমঙ্গলা ॥

বাসবী বরদা বাচ্যা কীর্ত্তিঃ সর্ব্বার্থসাধিকা।
বাগীশ্বরী সর্ব্ববিদ্যা মহাবিদ্যা সুশোভনা ॥
গুহ্যবিদ্যাত্মবিদ্যা চ সর্ব্ববিদ্যা সুভাবিতা।
স্বাহা বিশ্বম্ভরী সিদ্ধিঃ স্বধা মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥
নাভিঃ সুনাভিঃ সুকৃতির্ম্মাধবী নরবাহিনী।
পূজা বিভাবরী সৌম্যা ভবিনী ভোগদায়িনী ॥
শোভা বংশকরী লোলা মালিনী পরমেষ্ঠিনী।
ত্রৈলোক্যসুন্দরীরম্যা সুন্দরী কামচারিণী ॥
মহানুভাবমধ্যস্থা মহামহিষমর্দ্দিনী।
পদ্মমালা পাপহরা বিচিত্রমুকুটাননী ॥
কান্তা চিত্রাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা।
হংসাখ্যা ব্যোমনিলয়া জগৎসৃষ্টিবিবর্দ্ধিনী ॥
নিয়ন্ত্রী যন্ত্রবাহস্থা নন্দিনী ভদ্রকালিকা।
আদিত্যবর্ণা কৌমারী ময়ূরবরবাহিনী ॥
বৃষাসনগতা গৌরী মহাকালী সুরার্চ্চিতা।
অদিতিতনয়া রৌদ্রী পদ্মগতা বিবাহনা ॥
বিরূপাক্ষী লেলিহানা মহাসুরবিনাশিনী।
মহাফলানবদ্যাঙ্গী কামপুরা বিভাবরী ॥
বিচিত্ররত্নমুকুটা প্রণতার্ত্তিবিমর্দ্দিনী।
কৌশিকী কর্ষিণী রাত্রিস্ত্রিদশার্ত্তিবিনাশিনী ॥
বিরূপা চ স্বরূপা চ ভীমা মোক্ষপ্রদায়িনী।
ভক্তার্ত্তিনাশিনী ভব্যা ভবভাববিনাশিনী ॥
নির্গুণা নিত্যবিভবা নিঃসারা নিরপত্রপা।
যশস্বিনী সামগীতির্ভবাঙ্গনিলয়ালয়া ॥
দীক্ষা বিদ্যাধরী দীপ্তা মহেন্দ্রবিনিপাতিনী।
সর্ব্বাতিশায়িনী বিদ্যা সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী ॥
সর্ব্বেশ্বরপ্রিয়া তার্ক্ষী সমুদ্রান্তরবাসিনী।
অকলঙ্কা নিরাধারা নিত্যসিদ্ধা নিরাময়া ॥
কামধেনুর্ব্বেদগর্ভা ধীমতী মোহনাশিনী।

জ্বালামালাসহস্রাঢ্যা দেবদেবী মনোন্মনী।
উর্ব্বী গুর্ব্বী গুরুঃ শ্রেষ্ঠা সগুণা ষড়্গুণাত্মিকা॥
মহাভোগবতী ভাগ্য বাসুদেবসমুদ্ভবা।
মহেন্দ্রোপেন্দ্রভগিনী ভক্তিগম্যপরায়ণা॥
জ্ঞানজ্ঞেয়া জরাতীতা বেদান্তবিষয়া গতিঃ।
দক্ষিণা দহনা বাহ্যা সর্ব্বভূতনমস্কৃতা॥
যোগমায়া বিভাবজ্ঞা মহামোহা মহীয়সী।
শব্দা সর্ব্বসমুদ্ভূতির্ব্রহ্মবৃক্ষাশ্রয়া মতিঃ॥
বীজাঙ্কুরসমুদ্ভূতির্ম্মহাশক্তির্ম্মহামতিঃ।
খ্যাতিঃ প্রতিজ্ঞা চিৎ সম্বিন্মহাযোগেন্দ্রশায়িনী॥
বিকৃতিঃ শঙ্করী শাস্ত্রী গন্ধর্ব্বযক্ষসেবিতা।
বৈশ্বানরী মহাশালা দেবসেনা গুহপ্রিয়া॥
মহারাত্রি শিবানন্দা শচী দুঃস্বপ্ননাশিনী।
পূজ্যাপূজ্যা জগদ্ধাত্রী দুর্ব্বিজ্ঞেয়স্বরূপিণী॥
গুহাম্বিকা গুহোৎপত্তির্ম্মহাপীঠা মরুৎসুতা।
হব্যবাহান্তরা গার্গী হব্যবাহসমুদ্ভবা॥
জগদ্‌যোনির্জ্জগন্মাতা জগন্মৃত্যুর্জ্জরাতীতা।
বুদ্ধির্ম্মাতা বুদ্ধিমতী পুরুষান্তরবাসিনী॥
তপস্বিনী সমাধিস্থা ত্রিনেত্রা দিবি সংস্থিতা।
সর্ব্বেন্দ্রিয় মনোমাতা সর্ব্বভূতহৃদি স্থিতা॥
সংসারবারিণী বিন্দ্যা ব্রহ্মবাদিমনোলয়া।
ব্রাহ্মণী বৃহতী ব্রাহ্মী ব্রহ্মভূতা ভবারণিঃ॥
হিরণ্ময়ী মহারাত্রিঃ সংসারপরিবর্ত্তিকা।
সুমালিনী সুরূপা চ তারিণী ভাবিনী প্রভা॥
উন্মীলনী সর্ব্বসহা সর্ব্বপ্রত্যয়সারিণী।
তাপিনী তাপনী বিশ্বা ভোগদা মোক্ষদা প্রিয়া॥
সুসৌম্যা চন্দ্রবদনা তাণ্ডবাসক্তমানসা।
সত্ত্বশুদ্ধিকরী শুদ্ধির্ম্মলত্রয়বিনাশিনী॥
জগৎপ্রিয় জগন্মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিরমৃতাশ্রয়া।

চক্রহস্তা বিচিত্রালী স্বগ্বিণী পদ্মধারিণা ।
পরাপরবিধানজ্ঞা মহাপুরুষপূর্ব্বজা ॥
বিশ্বেশ্বরপ্রিয়াঽবিদ্যা বিদ্যুজ্জিহ্বা জিতশ্রমা ।
বিদ্যাময়ী সহস্রাক্ষী সহস্রবদনাত্মজা ॥
সহস্ররশ্মিমধ্যস্থা মহেশ্বরপদাশ্রয়া ।
জ্বালিনী সন্মনাব্যাপ্তা তৈজসী পদ্মবোধিকা ॥
মহামায়াশ্রয়া মান্যা মহাদেব মনোরমা ।
ব্যোমলক্ষ্মীঃ সিংহরথা চেকিতান্যমিতপ্রভা ॥
বিশ্বেশ্বরী বিনামস্থা বিশোকা শোকনাশিনী ।
অনাহতা কুণ্ডলিনী নলিনী পদ্মবাসিনী ॥
শতানন্দা সতাং কীর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতা ।
বাগ্‌দেবতা ব্রহ্মকলা কলাতীতা কলাবতী ॥
ব্রহ্মর্ষির্ব্রহ্মহৃদয়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবপ্রজা ।
ব্যোমশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি র্জ্ঞানশক্তিঃ পরাগতিঃ ॥
ক্ষোভিকা রৌদ্রিকা ভেদ্যা ভেদাভেদবিবর্জ্জিতা ।
অভিন্না ভিন্নসংস্থানা বংশিনী বংশনাশিনী ॥
গুহ্যশক্তির্গুণাতীত্য সর্ব্বদা সর্ব্বতোমুখী ।
ভগিনী ভগবৎ পত্নী সকলা কালকারিণী ॥
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বতোভদ্রা গুহ্যাতীতা গুহারতিঃ ।
প্রক্রিয়া যোগমাতা চ গঙ্গা বিশ্বেশ্বরেশ্বরী ॥
কপিলা কপিলাকান্তা.কলাকন্তা কালান্তরা ।
পুণ্যা পুষ্করিণী ভোক্ত্রী পুরন্দর পুরঃসরা ॥
পোষণী পরমৈশ্বর্য্যভূতিদা ভূতিভূষণা ।
পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তিঃ পরমাত্মাত্মবিগ্রহা ॥
নর্ম্মোদরা ভানুমতী যোগিজ্ঞেয়া মনোজবা ।
বীজরূপা রজোরূপা বশিনী যোগরূপিণী ॥
সুমন্ত্রা মন্ত্রিনা পূর্ণাহ্লাদিনী ক্লেশনাশিনী ।
মনোহরী মনোরক্ষী তাগী বেদরূপিণী ॥
বেদশক্তির্ব্বেদমাতা বেদ বিদ্যাপ্রকাশিনী ।

বিশ্বাধঃস্থা বিয়ন্মূর্ত্তির্বিদ্যুন্মালা বিহায়সী।
পীবরী সুরভী বন্দ্যা নন্দিনী নন্দবল্লভা॥
ভারতী পরমানন্দা পরাপরবিভেদিকা।
সর্ব্বপ্রহরণোপেতা কাম্যা কামেশ্বরেশ্বরী॥
অচিন্ত্যাঽচিন্ত্যবিভবা দুর্ল্লেখা কনকপ্রভা।
কুস্মারণ্ডীত ধনাঢ্যা সুগন্ধাগন্ধদায়িনী॥
ত্রিবিক্রমপদোদ্ভূতা ধনুষ্পাণিঃ শিবোদরা।
সুদুর্ল্লভা ধনাধ্যক্ষা ধন্যা পিঙ্গললোচনা।
ভাতিঃ প্রভাতী দীপ্তিঃ পঙ্কজায়তলোচনা।
আদ্যা হৃৎ কলোদ্ভূতা গোমাতা চরণপ্রিয়া॥
সৎক্রিয়া গিরিজা শুভা নিত্যপুষ্পা নিরন্তরা।
দুর্গা কাত্যায়নী চণ্ডী চণ্ডিকা শান্তিবিগ্রহা॥
হিরণ্যবর্ণা রজনী জগন্মন্ত্রপ্রবর্ত্তিকা।
মন্দরাদ্রির্নিবাসা চ শারদা স্বর্ণমালিনী॥
রত্নমালা রত্নগর্ভা পৃথ্বী বিশ্বপ্রমাথিনী।
পদ্মাসনা পদ্মনিভা নিত্যতুষ্টাঽমৃতোদ্ভবা॥
ধ্বধূত দুষ্প্রকম্পা চ সূর্য্যমালা দৃশদ্বতী।
মহেন্দ্রভগিনী মায়া বরেণ্য বরদর্পিতা।
কল্যাণী কমলা রামা পঞ্চভূত বরপ্রদা।
বাচ্যারেশ্বরী কন্যা দুর্জ্জয়া দুরতিক্রমা॥
কালরাত্রির্ম্মহাবেগা বীরভদ্রহিতপ্রিয়া।
ভদ্রকালী জগন্মাতা ভক্তানাং ভদ্রদায়িনী॥
করালা পিঙ্গলাকারী নামবেদা মহানদা।
তপস্বিনী যশোদা চ ষড়ধ্বপরিবর্ত্তিনী॥
শঙ্খিনী পদ্মিনী সংখ্যা সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তিকা।
চৈত্রী সম্বৎসরা রুদ্রা জগৎসম্পূরণীন্দ্রজা॥
শুম্ভারিঃ খেচরী খর্ব্বা কম্বুগ্রীবা কলিপ্রিয়া।
খরধ্বজা খরারূঢ়া পরাত্ম্যা পরমালিনী॥
ঐশ্বর্য্যরর্ঘনিলয়া বিরক্তা গরুড়াসনা।

সঙ্কল্পসিদ্ধা সাম্যস্থা সর্ব্ববিজ্ঞানদায়িনী।
কলিকল্মষহন্ত্রী চাগুহ্যবর্ণৈরুত্তমা॥
নিত্যদৃষ্টিঃ স্মৃতির্ব্ব্যাপ্তিঃ পুরুস্তুষ্টিঃ ক্রিয়াবতী।
বিশ্বামরেশ্বরেশানাভুক্তির্ম্মুক্তিঃ শিবামৃতা॥
লোহিতা সর্ব্বমাতা চ ভীষণা বনমালিনী।
অনন্তশয়নাহনাদ্যা নরনারায়ণোদ্ভবা॥
নৃসিংহী দৈত্যমথিনী শঙ্খচক্রগদাধরা।
সঙ্কর্ষণ সমুৎপরম্বিকোপান্তসংশ্রয়া॥
মহাজালা মহাত্তিঃ স্তুমূর্ত্তিঃ সর্ব্বকামধুক্।
সুপ্রভা সুতরা গৌরী ধর্ম্মকামার্থমোহদা॥
ভ্রূমধ্যনিলয়াহপূর্ব্বা প্রধানপুরুষাবলী।
মহাবিভূতিদা মধ্যা সরোজনয়নাহসনা॥
অষ্টাদশভুজানদ্য নীলোৎপলদলপ্রভা।
সর্ব্বশক্ত্যা সমারূঢ়া ধর্ম্মাধর্ম্মানুবর্জ্জিতা॥
বৈরাগ্যজ্ঞাননিরতা নিরালোকা নিরিন্দ্রিয়া।
বিচিত্রগমনা বীরা শ্বাতস্থাননিবাসিনী॥
স্থানেশ্বরী নিরানন্দা ত্রিশূলবরধারিণী।
অশেষদেবতামূর্ত্তির্দ্দেবতা পরদেবতা॥
গণাত্মিকা গিরেঃ পুত্রী নিশুম্ভবিনিপাতিনী।
অবর্ণা বর্ণরহিতা নির্ব্বণা বীজসম্ভবা॥
অনন্তবর্ণাহনন্যস্থা শঙ্করী শান্তমানসা।
অগোত্রা গোমতী গোপ্ত্রী গুহ্যরূপা গুণান্তরা॥
গোশ্রীর্গব্যপ্রিয়া গৌরী গণেশ্বরলমস্কৃতা।
সত্যমাত্রা সত্যসন্ধ্যা ত্রিসন্ধ্যা সন্ধিবর্জ্জিতা॥
সর্ব্ববাদাশ্রয়া সংখ্যা সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা।
অসংখ্যেপ্রমেয়াহখ্যা শূন্যা শুদ্ধকুলোদ্ভবা॥
সিন্ধুনাদসমুৎপত্তিঃ শম্ভুবামা রবিপ্রভা।
বিষঙ্গা ভেদরহিতা মনোজ্ঞা মধুসূদনী॥
মহাশ্রীঃ শ্রীসমুৎপত্তিস্তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা।

শান্ত্যতীতা মলাতীতা নির্ব্বিকারা নিরাশ্রয়া।
শিবাখ্যা চিত্রনিলয়া শিবজ্ঞানস্বরূপিণী ॥
দৈত্যদানবনির্ম্মাত্রী কাশ্যপী কালকর্ণিকা।
শাস্ত্রযোনিঃ ক্রিয়ামুশ্রীশ্চতুর্ব্বর্গপ্রদর্শিতা ॥
নারায়ণী নবোদ্ভূতা কৌমুদী লিঙ্গধারিণী।
কামুকী ললিতা তারা পরাপরবিভূতিদা ॥
পরান্তজাতমহিমা বড়বা-বামলোচনা।
সুভদ্রা দেবীকে সীতা বেদবেদাঙ্গপারগা ॥
মনস্বিনী মন্যুমাতা মহামন্যুসমুদ্ভবা।
অমৃত্যুরমৃতুস্বাদা পূরাহূতা পুরুষ্ণুতা ॥
অশোচ্যা ভিন্নবিষয়া হিরণ্যরজতপ্রিয়া ॥
হিরণ্যা রাজতী হৈমী হেমাভরণভূষিতা ॥
বিভ্রাজমানা দুর্জ্ঞেয়া জ্যোতিষ্টোমফলপ্রদা।
মহানিদ্রা সমুদ্ভূতির্ব্বলীন্দ্রা সত্যদেবতা ॥
দীর্ঘা ককুদ্মিনী বিদ্যা শান্তিদা শান্তিবর্দ্ধিনী।
লক্ষ্যাদিশক্তিজননী শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিতা ॥
ত্রিশক্তিজননী জন্যা ষড়ূর্ম্মিপরিবর্জ্জিতা।
স্বাহা চ কর্ম্মকরণী যুগান্তদলনাত্মিকা ॥
সঙ্কর্ষণা জগদ্ধাত্রী কামযোনিং কিরীটিনী।
ঐন্দ্রা ত্রৈলোক্যনমিতা বৈষ্ণবী পরমেশ্বরী ॥
প্রদ্যুম্নদয়িতা দান্তা যুগ্মদৃষ্টিস্ত্রিলোচনা।
মহোৎকটা হংসগতিঃ প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা ॥
বৃষাবেশা বিগন্মাত্রা বিন্ধ্যাপর্ব্বতবাসিনী।
হিমবন্মেরুনিলয়া কৈলাসগিরিবাসিনী ॥
চাণূরহন্ত্রী তনয়া নীতিজ্ঞা কামরূপিণী।
বেদবিদ্যাব্রতারদা ধর্ম্মশীলাহনিলাসনা ॥
অযোধ্যা নিলয়া বীরা মহাকালসমুদ্ভবা।
বিদ্যাধরপ্রিয়া সিদ্ধা বিদ্যাধরনিরাকৃতিঃ ॥
আপ্যায়ন্তী বহন্তী চ পাবনী পোষণী খিলা।

করীশানী স্বধা বাণী বীণাবাদনতৎপরা।
সেবিতা সেবিকা সেব্যা সিনীবালী গরুত্মতী ॥
অরুন্ধতী হিরণ্যাক্ষী মণিদা শ্রীবসুপ্রদা।
বসুমতী বসোর্ধারা বসুন্ধরা বরাননা ॥
বরারোহা বরার্হা চ বপুঃসঙ্গসমুদ্ভবা।
শ্রীফলী শ্রীমতী শ্রীশা শ্রীনিবাসা হরপ্রিয়া ॥
শ্রীধরী শ্রীকরী কল্পা শ্রীধরার্দ্ধশরীরিণা।
অনন্তদৃষ্টিরক্ষুদ্রা ধাত্রীণাং ধনদপ্রিয়া ॥
নিহন্ত্রী দৈত্যসিংহানাং সিংহিকা সিংহবাহিনী।
সুসেনা চন্দ্রনিলয়া সুকীর্ত্তিশ্ছিন্নসংশয়া ॥
বলজ্ঞা বলদা বামা লেহিহানাহমৃতাশ্রবা।
নিত্যোদিতা স্বয়ং জ্যোতিরুৎসুকামৃতজীবনী ॥
বজ্রদংষ্ট্রা বজ্রজিহ্বা বৈদেহী বজ্রবিগ্রহা।
মঙ্গল্যা মঙ্গলা মানা মলিনা মলহারিণী ॥
গান্ধর্ব্বী গারুড়ী চান্দ্রী কম্বলাশ্বীতরপ্রিয়া ॥
সৌদামিনী জনানন্দা ভ্রূকুটীকুটিলাননা ॥
কর্ণিকারধরা কক্ষা কংসপ্রাণাপহারিণী।
যুগন্ধরা যুগবার্ত্তা ত্রিসন্ধ্যা হর্ষবর্দ্ধিনী ॥
প্রত্যক্ষদেবতা দিব্যা দিব্যগন্ধা দিবাকরী।
শক্রাসমাগতা শাক্রা সাধ্বী নারী শবাসনা ॥
ইষ্টা বিশিষ্টা শিষ্টেষ্টা শিষ্টা শিষ্টপ্রপূজিতা।
শতরূপা শতাবর্ত্তা বিনীতা সুরভিঃ সুরা ॥
সুরেন্দ্রমাতা সুদ্যুম্না সুষুম্না সূর্য্যসংস্থিতা।
সমীক্ষা সৎপ্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তির্জ্ঞানপারগা ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলা ধর্ম্মাজ্ঞা ধর্ম্মবাহনা।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিনির্ম্মাত্রী ধার্ম্মিকাণাং শিবপ্রদা ॥
ধর্ম্মাশক্তি র্ধর্ম্মাময়ী বিধর্ম্মা বিশ্বধর্ম্মিণী।
ধর্ম্মান্তরা ধর্ম্মমধ্যা ধর্ম্মাপূর্ব্বা ধনপ্রিয়া ॥
ধর্ম্মোপদেশা ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মলভ্যা ধরাধরা।

সর্ব্বশক্তি বিনির্মুক্তা সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়াশ্রয়া।
সর্ব্বা সর্ব্বেশ্বরী সূক্ষ্মা সুসূক্ষ্মজ্ঞানরূপিণী॥
প্রধানপুরুষেশানা মহাপুরুষসাক্ষিণা।
সদাশিবা বিয়ন্মূর্ত্তির্দ্দেবমূর্ত্তিরমূর্ত্তিকা॥
এবং নাম্নাং সহস্রেণ তুষ্টাব রঘুনন্দনঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা সীতাং হৃষ্টতনুরহাম্॥
ভরদ্বাজ মহাভাগ যশ্চৈতৎ স্তোত্রমদ্ভুতম্।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি স যাতি পরমং পদম্।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিড্যোনির্ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্।
শূদ্রঃ সদ্গতিমাপ্নোতি ধনধান্যবিভূতয়ঃ॥
ভবন্তি স্তোত্রমাহাত্ম্যাদেতৎ স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
নারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে॥
ব্যাধীনাং প্রভবে ঘোরে শত্রুস্থানে চ সঙ্কটে।
অনাবৃষ্টিভয়ে বিপ্র সর্ব্বশান্তিকরং পরম্॥
যদ্যরিষ্টতমং যস্য তৎসর্ব্বং স্তোত্রতো ভবেৎ।
যত্রৈতং পঠ্যতে সম্যক্ সীতানামসহস্রকম্॥
রামেণ সহিতা দেবী তত্র তিষ্ঠত্যসংশয়ম্।
মহাপাপাতি পাপানি বিলয়ং যান্তি সুব্রত॥

শুন ওহে ভরদ্বাজ প্রিয় শিষ্যবর। এই যে সহস্র স্তোত্র রামের উত্তর॥ এ স্তোত্র মাহাত্ম্য কথা কি বলিব আর। এ স্তোত্র শ্রবণে হয় অন্তিমে নিস্তার॥ চোর ভয় অগ্নি ভয় মারিভয় নাশে। রাজভয় ব্যাধিভয় তরে সর্ব্ব ত্রাসে॥ ভীষণ যে শত্রু ভয় এতে নাহি রয়। বিপদ আপদ সব এতে হয় ক্ষয়॥ অনাবৃষ্টি এ স্তোত্রেতে হয় নিবারণ। সর্ব্বশান্তিপ্রদ স্তোত্র রামের বর্ণন॥ যেই যাহা মনে করি এ স্তোত্র পড়য়। তার তাহা সিদ্ধ হয় ইহাতে নিশ্চয়॥ এই যে সীতার নাম সহস্র বর্ণন। যেই স্থানে বসি হয় সতত কীর্ত্তন॥ নিশ্চয়ই জানিবেক ভরদ্বাজ মুনি। সেই স্থানে সীতা সহ রাম রঘুমণি॥ আসি বিরাজিত হন নাহিক সংশয়। এ স্তোত্র শ্রবণে সর্ব্ব পাপ হয় ক্ষয়॥ এইতো কহিনু স্তোত্র মাহাত্ম্য কথন। এবে শুন শ্রীরামের দেশে আগমন॥

শ্রীরামের সহস্র নাম যুক্ত স্তবনে সীতার প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ।

এরূপে সহস্রনাম উল্লেখ যে করি। স্তবন করিয়া সেই দশগ্রীব অরি। ভক্তিভাবে কৃতাঞ্জলি হয়ে বার বার। প্রণমিল সীতা পদে লভিতে নিস্তার॥ প্রণমিয়া এই কথা কহিল বদনে। তুমিই পরমেশ্বরী জানি শুভাননে॥ এতক্ষণে তোমার এই রূপ ঘোরতর! হেরিয়ে ত্রাসিত সদা হতেছে অন্তর॥ সম্প্রতি সুশান্ত মূর্ত্তি করিয়া ধারণ। আমার দারুণ ভয় কর নিবারণ॥ শ্রীরাম কহিলা যদি এরূপ বচন। স্বকর্ণেতে সীতাদেবী করিয়া শ্রবণ॥ তখনই সেইরূপ করি পরিহার। হইলেন শান্তমূর্ত্তি প্রসন্ন আকার॥ সেই সে রূপের কথা বর্ণন না হয়। সে রূপ দেখিলে সর্প ভয় হয় ক্ষয়॥ কাঞ্চন পদ্মের তুল্য রূপ মনোহর। পদ্ম উৎপলের ন্যায় দুই নেত্রবর॥ মনোহর দুই ভুজ শোভার মাধুরী। নীল অলক্তের শোভা করতলোপরি॥ রক্তপদ্ম তুল্য দুই পাদপদ্ম হয়। সে পদে সতত শোভে জীবের অভয়॥ তিল ফুল জিনি নাসা তিলকে রাজিত। নানা অলঙ্কার হয় অঙ্গেতে ভূষিত॥ বক্ষঃস্থলে শোভা পায় সুবর্ণের মালা। সতত সুহাস্য মুখ মানস চঞ্চলা॥ পক্কবিম্ব সম দুই অধোরোষ্ঠ হয়। অনন্ত মহিমা সদা সে মুখে শোভয়॥ এইরূপ ধারণ করিয়া সীতা সতী। প্রত্যক্ষে দর্শন দিলা শ্রীরামের প্রতি॥ রামচন্দ্র সেইরূপ করি নিরীক্ষণ। আপন হৃদয় ভয় করি নিবারণ॥ পরম আহ্লাদ সহ পরমেশ্বরীকে। কহিলেন এই বাক্য ওহে প্রাণাধিকে॥ তোমার অব্যক্ত রূপ আমি ভাল জানি। আজ ব্যক্তরূপ হেরি জুড়াল পরাণি॥ অদ্যই আমার হইল জনম সফল। অদ্যই হইল মম তপস্যা সফল॥ অদ্যই আমার দৃষ্টি সফল হইল। অদ্যই মানস মম হইল অচল॥ কি আর কহিব তুমি জগৎকারিণী। প্রধানাদি তোমাতেই সদা স্থিতি জানি॥ আকার সে তোমাতেই হয় সব লয়। তুমি পরমাত্মা গতি নাহিক সংশয়॥ কেহ কেহ তোমাকেই করেন বর্ণন। পুরুষ প্রকৃতি তুমি হও সর্ব্বক্ষণ॥ আর কেহ কেহ এই করেন নিশ্চয়। সকলের সার তুমি সভয়

অভয় ॥ প্রধান পুরুষ মহাতত্ত্ব পদ্মাসন। ঈশ্বর অবিদ্যা মায়া অদৃষ্ট কথন ॥ কাল আদি শত শত বার তোমা হৈতে। হই- তেছে সমুৎপন্ন এই জগতেতে ॥ তুমিই গো হও সর্ব্ব ভেদ বিনির্ম্মুক্তা। তুমিই পরমেষ্ঠিনী হও গো অনন্তা ॥ তুমিই গো সর্ব্ব ভেদাশ্রয়ময়ী হও। তুমিই নিজা পরমা শক্তিবতী কও ॥ তুমিই হে যোগেশ্বরী ও পরমেশ্বরী। তোমাকে পুরুষবর আশ্রয় যে করি। প্রধানাদি সমুদয় জগৎ সৃজন। আর নাশ হইয়া থাকয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥ তোমারই সহ দেব সঙ্গত হইয়া। স্বাত্মানন্দ ভোগ করে আনন্দে মাতিয়া ॥ তুমিই পরমানন্দ আনন্দ দায়িনী। তুমিই পরব্যোম চৈতন্যরূপিণী ॥ তুমি নিরঞ্জন জ্যোতিঃ তুমিই মঙ্গল। সর্ব্বগতসূক্ষ্ম তুমি তুমি হও স্থূল ॥ তুমিই পরম ব্রহ্ম হও সনাতন। তুমিই দেবের দেব সহস্র লোচন ॥ ব্রহ্মবেত্তৃগণের যে হও তুমি ব্রহ্মা। বলিষ্ঠের বল তুমি আয়ুবৃদ্ধি কর্ম্মা ॥ যোগীদের হও তুমি সনৎকুমার। ঋষিতে বশিষ্ঠ তুমি সর্ব্ব ঋষি- সার ॥ শস্ত্র ধারীদের মধ্যে হও তুমি রাম। সাঙ্খ্যতে কপিল তুমি পূর্ণ মনস্কাম ॥ রুদ্রের মধ্যেতে তুমি শঙ্কর যে মানি। আদিত্য উপেন্দ্র তুমি সুচন্দ্র বদনী ॥ বসুদেব মধ্যে তুমি অগ্নি সপ্রমাণ। বেদ মধ্যে সাম বেদ ব্রহ্মজ্ঞানবান ॥ ছন্দ সকলের মধ্যে গায়ত্রীতে স্থিতি। আধ্যাত্মবিদ্যার মধ্যে পরমা যে গতি ॥ শক্তিমধ্যে মায়াশক্তি তুমিই নিশ্চয়। সংসারের মধ্যে কাল তুমিই দুর্জ্জয় ॥ সর্ব্ব গোপনীয় মধ্যে তুমিই ওঁকার। বর্ণ মধ্যে তুমিই সে হও বিপ্রবর ॥ আশ্রমের মধ্যে তুমি হও গৃহাশ্রম। ঈশ্বরের মধ্যে তুমি মহেশ্বর নাম ॥ পুরুষের মধ্যে তুমি পুরুষ প্রধান ॥ তুমিই সর্ব্বের সার কি দিব প্রমাণ ॥ উপনিষদ্ মধ্যে উপনিষদ্ যে তুমি। জল মধ্যে ঈশান তোমারে জানি আমি ॥ সর্ব্ব যুগ মধ্যে তুমি কৃষ্ণযুগ হও। মার্গমধ্যে সূর্য্য নাম তুমিই ধরও ॥ বাণীমধ্যে সরস্বতী তুমি গুণবতী। সুন্দরীর মধ্যে লক্ষ্মী তুমিই শ্রীমতী ॥ মায়াবিনোদিগের মধ্যে তব বিষ্ণু নাম। সতী মধ্যে অরুন্ধতী পূর্ণ মনস্কাম ॥ পক্ষিগণ মধ্যে তুমি গরুড় কথন। মুক্ত মধ্যে তুমি মুক্ত হও হে বর্ণন ॥ সর্ব্ব সাম মধ্যে তার জ্যেষ্ঠনাম

সাম। তুমি জপ্য সকলের গায়ত্রী প্রণাম॥ যজু সকলের মধ্যে তুমি শত রুদ্রি। অদ্রিমধ্যে তুমি হও সুমেরু যে অদ্রি॥ সর্পগণ মধ্যে তুমি অনন্ত যে হও। সর্ব্বের প্রধান তুমি সর্ব্বত্রেতে রও॥ সকলের পরব্রহ্ম তুমি সর্ব্বাশ্রয়। কি আর অধিক কব তুমিই তন্ময়॥ অশেষ ফল বিহীন নিশ্চয় নির্ম্মল। একরূপ অনাদি ও অদম্য অটল॥ তুমিই অনন্ত আদ্য সত্যের স্বরূপ। নমস্কার করি তব নাম অনুরূপ॥ যাহারা বেদান্ত আর বিজ্ঞানের অর্থ। করেছে নিশ্চয় রূপে চিন্তি পরমার্থ॥ তাঁহারাই জগতের উৎপত্তি কারণ। আনন্দ পরম যেই আখ্যা সুমোহন॥ সেইরূপ তাঁহাদের হয় সুগোচর। আমি নমস্কারি সেই রূপে নিরন্তর॥ আদ্য অন্ত হীন জগদাত্মার স্বরূপ। প্রকৃতি পরবর্ত্তী অব্যক্ত অনুপ॥ পুরুষ নামেতে সেই তোমার শরীর। নমস্কার করি তাঁকে চিত্ত করি স্থির॥ সর্ব্বের আশ্রয় ভূত জগৎ কারণ। সর্ব্বত্র গামিনী জন্ম মরণ বিহীন॥ মহৎতত্ত্বে অধিষ্ঠিত পুরুষানুরূপ। তাঁকে নমস্কার করি হইয়া লোলুপ॥ হে দেবি তোমার যে প্রকৃতি অবস্থান। ত্রিগুণাত্মক বীজরূপ সপ্রমাণ॥ ঐশ্বর্য্য বিজ্ঞান ধর্ম্মে হয়ে সমাহিত। তুই সপ্ত লোকাকাত্মক পদ্মে অবস্থিত॥ সেই সে রূপেরে আমি করি নমস্কার। তুমিই হে একমাত্র সকলের সার॥ আর যে তোমার ব্রহ্মাণ্ড নামে মূর্ত্তি। একমাত্র পুরুষই যার অধিষ্ঠাত্রী॥ অনন্তাদি প্রাণিগণ যাহে বাস করে। নমস্কার করি আমি সতত তাহারে॥ নিজ তেজ দ্বারা অন্য লোক ব্যাপ্ত করি। যে রবি মণ্ডল রূপে দীপ্ত বিশ্বপতি॥ তাঁকে নমস্কার করি সভক্তি করিয়া। হউক প্রসন্না মোরে দয়া বিতরিয়া॥ অনন্ত সহস্র শিরে শয়ন যাহার। পুরাণ পুরুষ যিনি শোভার বিস্তার॥ তাকে নমস্করি আমি ভক্তির সহিতে। হউক প্রসন্না মোরে চাহি স্থির চিতে॥ এইরূপে রঘুকুল শ্রেষ্ঠ রাম হরি। করিয়া সীতার স্তব একান্ত যে করি॥ দাণ্ডাইয়া গিয়া সেই সীতা সন্নিধানে। মুখশশী ম্লান অতি অশ্রু তুনয়নে॥ অসীতা রূপিণী সীতা হেরি পতিমুখ। খণ্ডন করিতে তাঁর হৃদয়ের তুখ॥ হাস্য করি কহিলেন

শ্রীরামের প্রতি। শ্রবণ করুন নাথ আমার ভারতী॥ আমি যে মূর্ত্তিতে কৈনু রাবণে নিধন। মম এই মূর্ত্তি সদা হয় সুশোভন॥ মানস উত্তর শৈলে এই মূর্ত্তি ধরি। সদাকাল মনানন্দে তথায় বিহারি॥ কি আর কহিব নাথ তোমার গোচর। নীলরূপী রাবণ এ দুষ্টের আকর॥ নালরূপ যবে তোমা মোহিত করিল। তাহার বাণেতে তোমার চৈতন্য হরিল॥ সে অবধি নীলরূপা আমি যে হইনু। তবে সে লোহিত রূপে সক্রীড়া বাঞ্ছিনু॥ এক্ষণেতে রামচন্দ্র যা লয় অন্তর। মম কাছে বরবাঞ্ছা করহ সত্বর॥ এই কথা রামচন্দ্র করিয়া শ্রবণ। অংশ রূপে থাকিবারে শৈলেতে তখন॥ বার বার সেই বর চাহিয়া আপনি। অনন্তর কহিলেক আর এক বাণী॥ ওহে মহাদেবি সীতে মানসমোহিনী। তুমি যে দেখালে রূপ ঈশ্বরী আপনি॥ সেইরূপ যেন মম কভু হৃদি হৈতে। নাহি হয় অন্তর্হিত এই প্রার্থি চিতে॥ তুষ্ট হয়ে এই বর কর মোরে দান। তব বরে হই আমি কৃতার্থ সমান॥ আর হে কল্যাণি দুষ্ট রাবণের রণে। ভ্রাতৃগণ আদি করি মম সৈন্যগণে॥ যথায় তাদের সবে করেছে প্রেরণ। যেন অযোধ্যায় পাই তাদের দর্শন॥ শ্রীমুখেতে এই বর প্রদান' আমায়। সুশীতল হই আমি দারুণ ব্যথায়॥ সীতা সতী হাস্য করি সেই সে কালেতে। তাহাই হইবে বলি কহিলা মুখেতে॥ রামচন্দ্র বরলাভে হয়ে তুষ্ট মন। তথায় আসিয়াছিল যত দেবগণ॥ সকলে বিদায় দান করিয়া যতনে। সীতারে উঠায়ে নিল পুষ্পক বিমানে॥ করিলা অযোধ্যা যাত্রা হয়ে প্রীত অতি। নগরের লোক যত আনন্দিত মতি॥

শ্রীরামের অযোধ্যায় আগমন।

রঘুবীর রামচন্দ্র বাহু বিস্তারিয়া। জানকীরে আলিঙ্গিয়া রথে আরোহিয়া॥ অযোধ্যার অভিমুখে কৈল অগ্রসর। কি আর কহিব তাহে আনন্দ অপার॥ এখানে শ্রীরাম বিনা অযোধ্যা ভুবন। একেবারে হয়েছিল যেন পূর্ণ বন॥ রাম শোকে সকলেই করে হাহাকার। রাম বিনা সবে সব হেরে

অন্ধকার। ভরত লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন বীর। রাম বিনা সকলের চক্ষে বহে নীর॥ তিন ভাই একত্রেতে আছিল বসিয়া। মুখেতে হা রাম শব্দ সদা উচ্চারিয়া॥ এমন সময় শূন্যে শব্দ উপজিল। আইল পুষ্পক রথ হেন শব্দ হৈল॥ মৃত দেহে সবে যেন পাইলেন প্রাণ। তখনই করিলেন সবে গাত্রোত্থান॥ রাজপথে আসি সবে কৈলা নিরীক্ষণ। রথেতে শ্রীরাম সীতা করিল দর্শন॥ শ্রীরামের আগমন জানিতে পারিয়া। সকলেই ব্যস্ত হৈল দর্শন লাগিয়া॥ আনন্দের বারি ধারা চক্ষে সবাকার। রামেরে ভেটিতে সবে হৈল অগ্রসর॥ হেনকালে পুষ্পরথ ধরায় নামিল। রাম সীতা হেরি সবে আনন্দে পূরিল॥ সকলেই অতিশয় ভক্তি প্রকাশিয়া। শ্রীরামে প্রণাম কৈল ভূমিতে লুণ্ঠিয়া॥ রামচন্দ্র যে যাহার রাখিয়া সম্মান। আইলেন নিজ পুরে আনন্দ বিধান॥ তৎপরে বানর আর আনিয়া রাক্ষস। তাহাদের বিধি মতে করিয়া সন্তোষ॥ যাহা যাহা সঙ্ঘটন হইল পূর্ব্বাপর। কহিলেন রামচন্দ্র করি সমাদর॥ শ্রবণেতে সকলেই আশ্চর্য্য মানিল। রামজয় রামজয় মুখে উচ্চারিল॥ তদন্তেতে রামসীতা কিবা বস্তু ধন। যথার্থ রূপেতে জ্ঞাত হয়ে সর্ব্বজন॥ সকলেই নিজদেশে করিলা প্রস্থান। রামচন্দ্র সবাকার রাখিল সম্মান॥ ঋষিগণ সীতা রামে আশীর্ব্বাদ করি। কাননে চলিলা সবে সাধিতে শ্রীহরি॥ সীতা সহ রামচন্দ্র লয়ে ভ্রাতৃগণ। স্বর্গ তুল্য পৃথিবীকে করি সুশাসন॥ দেবতাগণের কৈলা হিতের সাধন। প্রজাগণ সবে সুখী তাহার কারণ॥ তদন্তে শ্রীরামচন্দ্র সরযূর তীরে। একাদশ সহস্র বৎসর মতি স্থিরে॥ করিলেন অবিরত যজ্ঞের বিধান। পৃথিবী হইল তাহে স্বর্গের সমান॥ রামচন্দ্র এইকালে আর কিছুকাল। করিলেন রাজ্যসুখ হইয়া ভূপাল॥ যে কালেতে রামচন্দ্র ছিলেন নৃপতি। দেব ও গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর প্রভৃতি॥ সকলেই রামচন্দ্রে করিলা বন্দন। এই সার রামায়ণ করিনু কীর্ত্তন॥ ওহে ভরদ্বাজ শুন প্রিয় শিষ্যবর। যে সব আশ্চর্য্য এই রামায়ণ পর॥ তাহার কিঞ্চিৎমাত্র

করিনু কীর্ত্তন। দ্বিরুক্তির ভয়ে আর না করি বর্ণন॥ পদ্মাসন অতিশয় গোপন যে করি। রাখিয়াছে ইহা সব অমর নগরী॥ সে কারণে প্রকাশিতে না পারি বাসনা। আমার পক্ষেতে তাহা সততই মানা॥ এই যে কহিনু রামায়ণ হে অদ্ভুত। বেদের সম্মত ইহা মানিবে সতত॥ যেই জন শ্রবণ বা করেন পঠন। ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত তাঁর হয় সর্ব্বক্ষণ॥ ইহা যেবা প্রাতঃ কিম্বা মধ্যাহ্ন সময়। এক কিম্বা শ্লোকার্থ শুনে আপনায়। সে জনে পরম গতি লভে অনায়াসে। আর না পড়িতে তারে হয় যম পাশে। পুরুষ পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোকে। গ্রন্থিত রামায়ণ এ ব্যক্ত সর্ব্ব লোকে॥ তাহা পূর্ণ পাঠ করি যেই ফল হয়। ইহার একটি শ্লোক পাঠে তত হয়॥ এ অদ্ভুত রামায়ণ পবিত্রের সার। যেই জন পাঠ নাহি করে একবার॥ সে কভু বা নিঃসরয় মাতৃগর্ভ হতে। সততই রহে সেই ভ্রূণ অবস্থাতে॥ শ্রবণ করিলে এই শুভ রামায়ণ। তারে না সহিতে হয় গর্ভের আগুন॥ আপনি যে পদ্মাসন করি অতি ভক্তি। হস্তেতে করিয়া এক শুভময় নিক্তি॥ এক দিকে চারি বেদ আর সর্ব্ব শাস্ত্র। একদিকে রামায়ণ পরম পবিত্র॥ তুলো পরে চড়াইয়া করিলা ওজন। বেদ শাস্ত্র হৈতে ভারি হৈল রামায়ণ॥ এই রামায়ণ আমি সুরধুনী তীরে। কহিলাম বাসবেরে ভাসি ভক্তিনীরে॥ এবে সে কহিনু আমি তোমার গোচর। উত্তরাকাণ্ডের কথা পরম উত্তর॥ শ্রবণেতে চিরদুঃখ কখন না রবে। শুনিলে এ রামায়ণ আনন্দ উৎসবে॥ এত দূরে এই গ্রন্থ সমাপন হৈল। বদন ভরিয়া সবে হরি হরি বল॥



সমাপ্ত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত-কৃত সপ্ত-কাণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ সুচারুরূপে মুদ্রিত কোন স্থানে একটু ছাড় বাদ বা ভুল ভ্রান্তি পাইবেন না। উৎকৃষ্ট মূল্যবান কাগজে, নূতন বড় অক্ষরে উজ্জ্বল কালীতে, পরিপাটী ছাপা। তাহার উপর অতি সুন্দর নানা বর্ণে রঞ্জিত রাশি রাশি ছবি। স্বর্ণাক্ষরে রঞ্জিত সুরম্য বাঁধান, এই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ রামায়ণের মূল্য ২৷৷০ টাকা। রামায়ণ সাধারণ সংস্করণ বিলাতী বাঁধান সচিত্র মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অদ্ভুত রামায়ণ।

ইহাতে সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের ও রাবণ-কন্যা সীতার বিবরণ আছে। অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড, সকলেই পড়ুন (সচিত্র) মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ব্রহ্মা, প্রকৃতি, গণপতি ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, এই চারি খণ্ডে সমাপ্ত। সুললিত পয়ার ত্রিপদী ছন্দে অনুবাদিত, বিলাতী বাঁধাই মূল্য ১৸০ টাকা। ঐ বোর্ড বাঁধাই মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

গীত-গোবিন্দ।

জয়দেব রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমময় লীলাবিলাস, [illegible]গান, "দেহি পদপল্লব মুদারং" কে ভুলিতে পারে। মূল ও পয়ারে অনুবাদ একত্রে, প্রেমভাবে ভাবোল্লাসে মুগ্ধ হইবেন। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

ষট্‌চক্র।

আত্মজ্ঞান নির্ণয়, আত্মবোধ, আত্মষটক, রামগীতা, উত্তরগীতা, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, ষট্‌চক্র, মোহ-মুদ্গর, জীবন্মুক্তি-গীতা, যতি-পঞ্চক, নির্ব্বাণ ষটক, নিরালম্বো-পনিষৎ মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ সচিত্র এই বারখানি গ্রন্থ একত্রে সুদৃঢ় বাঁধান, মূল্য ৸০ আনা।

কবিকঙ্কণচণ্ডী।

এই বৃহৎ চণ্ডীর গানে ভক্ত-মাত্রেই বিমুগ্ধ, ইহা ভক্তির প্রবাহ, মূল্য এক ১৲ এক টাকা মাত্র। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী সটীক ৷৷৵০ আনা, পকেট চণ্ডী ৷৷০ আট আনা।